যাত্রাপুস্তক

মিশরে যাকোবের পরিবার

1 যাকোব তার পুত্রদের নিয়ে মিশরের পথে চললেন। পুত্রদের সঙ্গে তাদের নিজ নিজ পরিবারও ছিল। ইস্রায়েলের পুত্ররা হল: [2]রূবেণ, শিমিয়োন, লেবি, যিহূদা [3]ইষাখর, সবূলূন, বিন্যামীন, [4]দান, নপ্তালি, গাদ এবং আশের। [5]যাকোবের সবশুদ্ধ 70 জন উত্তরপুরুষ ছিল। যোষেফ তাঁর বারোজন পুত্রের একজন, কিন্তু সে আগে থেকে মিশরে ছিল। [6]পরে যোষেফ, তাঁর ভাইয়েরা এবং ঐ প্রজন্মের প্রত্যেকেই মারা গেলেও [7]ইস্রায়েলের লোকেদের অসংখ্য সন্তান ছিল। তাদের লোকসংখ্যা খুব তাড়াতাড়ি বেড়ে গিয়েছিল। ফলস্বরূপ, মিশর দেশটি ইস্রায়েলীয়তে ভরে গিয়েছিল।

ইস্রায়েলের লোকেদের সমস্যা

[8]সেইসময় একজন নতুন রাজা মিশর শাসন করতে লাগলেন। এই রাজা যোষেফকে চিনতেন না। [9]রাজা তাঁর প্রজাদের উদ্দেশ্যে বললেন, ‘‘ইস্রায়েলের লোকেদের দিকে চেয়ে দেখ, ওরা সংখ্যায় অসংখ্য এবং আমাদের থেকে বেশী শক্তিশালী! [10]তাদের শক্তিবৃদ্ধি বন্ধ করবার জন্য আমাদের কিছু একটা চতুরতার সাহায্য নিতেই হবে। কারণ, এখন যদি যুদ্ধ লাগে তাহলে ওরা আমাদের পরাজিত করবার জন্য ও আমাদের দেশ থেকে বের করে দেবার জন্য আমাদের শত্রুদের সঙ্গে হাত মেলাতে পারে।”

[11]মিশরের লোকেরা তাই ইস্রায়েলের লোকেদের জীবনকে দুর্বিষহ করে তোলার ফন্দি আঁটল। সুতরাং ইস্রায়েলীয়দের তত্ত্বাবধান করবার জন্য মিশরীয়রা ক্রীতদাস মনিবদের নিয়োগ করল। এই দাস শাসকেরা ইহুদীদের দিয়ে জোর করে রাজার জন্য পিথোম ও রামিষেষ নামে দুটি নগর নির্মাণ করাল। এই দুই নগরের রাজা শস্য এবং অন্যান্য জিনিসপত্র মজুত করে রাখলেন।

[12]মিশরীয়রা ইস্রায়েলীয়দের কঠিন পরিশ্রম করতে বাধ্য করল। কিন্তু তাদের যত বেশী কঠিন পরিশ্রম করানো হতে থাকল ততই ইস্রায়েলের লোকেদের সংখ্যাবৃদ্ধি এবং বিস্তার ঘটতে থাকল। ফলে মিশরীয়রা ইস্রায়েলের লোকেদের আরও বেশী ভয় পেতে শুরু করল। [13]আর সেইজন্য তারা উদ্বিগ্ন হয়ে ইস্রায়েলের লোকেদের প্রতি আরও বেশী নির্দয় হয়ে উঠল। সুতরাং মিশরীয়রা ইস্রায়েলীয়দের আরো কঠিন পরিশ্রম করাতে বাধ্য করল।

[14]মিশরীয়রা ইস্রায়েলীয়দের জীবন দুর্বিষহ করে তুলল। তারা ইস্রায়েলীয়দের ইঁট তৈরি করবার জন্য গাদা গাদা ভারী ঢালাই এর মিশ্রণ বহন করতে এবং মাঠে লাঙল চালাতে বাধ্য করেছিল। তারা ইস্রায়েলীয়দের সব রকমের কঠিন কাজ করতে বাধ্য করেছিল।

ঈশ্বরকে অনুসরণকারী ধাইমাগণ

[15]ইস্রায়েলীয় মহিলাদের সন্তান প্রসবে সাহায্য করবার জন্য দুজন ধাইমা ছিল। তাদের দুজনের নাম ছিল শিফ্রা ও পূয়া। [16]স্বয়ং রাজা এসে সেই দুই ধাইমাকে বললেন, ‘‘দেখছি তোমরা বরাবর হিব্রু মহিলাদের সন্তান প্রসবের সময় সাহায্য করে চলেছো। দেখ, যদি কেউ কন্যা সন্তান প্রসব করে তাহলে ঠিক আছে, তাকে বাঁচিয়ে রেখ, কিন্তু পুত্র সন্তান হলে সঙ্গে সঙ্গেই সেই সদ্যোজাত পুত্র সন্তানকে হত্যা করবে।”

[17]কিন্তু ধাইমারা ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস রেখে রাজার আদেশ অমান্য করে পুত্র সন্তানদের বাঁচিয়ে রাখল।

[18]রাজা এবার তাদের ডেকে পাঠিয়ে বললেন, ‘‘তোমরা এটা কি করলে? কেন তোমরা আমার অবাধ্য হয়েছ এবং পুত্র সন্তানদের বাঁচিয়ে রেখেছ?”

[19]ধাইমারা রাজাকে বলল, ‘‘হে রাজা, ইস্রায়েলীয় মহিলারা মিশরের মহিলাদের থেকে অনেক বেশী শক্তিশালী। আমরা তাদের সাহায্যের জন্য পৌঁছবার আগেই ইস্রায়েলীয় মহিলারা সন্তান প্রসব করে ফেলে।” ([20-21]ঈশ্বর ঐ ধাইমাদের এই আচরণে খুশী হলেন। তাই ঈশ্বর ধাইমাদের আশীর্বাদ করলেন এবং তাদের নিজেদের পরিবার বানাতে দিলেন। ইস্রায়েলীয়রা সংখ্যায় আরও বাড়তে থাকল এবং আরও শক্তিশালী হয়ে উঠল।)

[22]পরে ফরৌণ নিজস্ব লোকেদের এই আদেশ দিলেন, ‘‘তোমরা কন্যা সন্তান বাঁচিয়ে রাখতে পারো। কিন্তু পুত্র সন্তান হলে তাকে নীলনদে ছুঁড়ে ফেলতে হবে।”

শিশু মোশি

2 লেবি পরিবারের একজন পুরুষ লেবি পরিবারেরই এক কন্যাকে বিয়ে করেছিল। [2]সে সন্তানসম্ভবা হল এবং একটা সুন্দর ফুটফুটে পুত্র সন্তানের জন্ম দিল। পুত্র সন্তান দেখতে এত সুন্দর হয়েছিল যে তার মাতা তাকে তিন মাস লুকিয়ে রেখেছিল। [3]তিন মাস পরে যখন সে তাকে আর লুকিয়ে রাখতে পারছিল না, তখন সে একটি ঝুড়িতে আলকাতরা মাখালো এবং তাতে শিশুটিকে রেখে নদীর তীরে লম্বা ঘাসবনে রেখে এলো। [4]শিশুটির বড় বোন তার ভাইয়ের কি অবস্থা হতে পারে দেখবার জন্য দূরে দাঁড়িয়ে ভাইয়ের ঝুড়ির দিকে লক্ষ্য

রাখছিল। [5]ঠিক তখনই ফরৌণের মেয়ে নদীতে স্নান করতে এসেছিল। সে দেখতে পেল ঘাসবনে একটি ঝুড়ি ভাসছে। তার সহচরীরা তখন নদী তীরে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। তাই সে তার সহচরীদের একজনকে ঝুড়িটা তুলে আনতে বলল। [6]তারপর রাজকন্যা ঝুড়িটা খুলে দেখল যে তাতে রয়েছে একটি শিশুপুত্র। শিশুটি তখন কাঁদছিল। আর তা দেখে রাজকন্যার বড় দয়া হল। ভাল করে শিশুটিকে লক্ষ্য করার পর সে বুঝতে পারল যে শিশুটি হিব্রু।

[7]এবার শিশুটির দিদি আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে রাজকন্যাকে বলল, ''আমি কি আপনাকে সাহায্যের জন্য কোনও হিব্রু ধাত্রীকে ডেকে আনব যে অন্তত শিশুটিকে দুধ খাওয়াতে পারবে?"

[8]রাজকন্যা বলল, ''বেশ যাও।"

সুতরাং মেয়েটি গেল এবং শিশুটির মাকে ডেকে আনল।

[9]রাজকন্যা তাকে বলল, "আমার হয়ে তুমি এই শিশুটিকে দুধ পান করাও। এরজন্য আমি তোমাকে টাকা দেব।"

তারই মা শিশুটিকে যত্ন করে বড় করে তুলতে লাগল। [10]শিশুটি বড় হয়ে উঠলে মহিলাটি তার সন্তানকে রাজকন্যাকে দিয়ে দিল। রাজকন্যা শিশুটিকে নিজের ছেলের মতোই গ্রহণ করে তার নাম দিল মোশি। শিশুটিকে সে জল থেকে পেয়েছিল বলে তার নামকরণ করা হল মোশি।

মোশি তার লোকেদের সাহায্য করল

[11]একদিন, মোশি বড় হয়ে যাবার পর, সে তার নিজের লোকেদের দেখবার জন্য বাইরে গেল এবং দেখল তাদের ভীষণ কঠিন কাজ করতে বাধ্য করা হচ্ছে। সে এও দেখল যে একজন মিশরীয় একজন হিব্রু ছোকরাকে প্রচণ্ড মারধর করছে। [12]মোশি চারিদিকে তাকিয়ে দেখল কেউ ব্যাপারটা লক্ষ্য করছে না। তখন মোশি সেই মিশরীয়কে হত্যা করে তাকে বালিতে পুঁতে দিল।

[13]পরদিন মোশি দেখল দুজন ইস্রায়েলীয় নিজেদের মধ্যে মারামারি করছে। তাদের মধ্যে একজন অন্যায়ভাবে আরেকজনকে মারছে। মোশি তখন সেই অন্যায়কারী লোকটির উদ্দেশ্যে বলল, ''কেন তুমি তোমার প্রতিবেশীকে মারছো?"

[14]লোকটি উত্তরে জানাল, "তোমাকে কে আমাদের শাস্তি দিতে পাঠিয়েছে? বলো, তুমি কি আমাকে মারতে এসেছ যেমনভাবে তুমি গতকাল ঐ মিশরীয়কে হত্যা করেছিলে?"

তখন মোশি ভয় পেয়ে মনে মনে বলল, ''তাহলে এখন ব্যাপারটা সবাই জেনে গেছে।"

[15]একদিন রাজা ফরৌণ মোশির কীর্তি জানতে পারলেন; তিনি তাকে হত্যা করতে চাইলেন। কিন্তু মোশি মিদিয়ন দেশে পালিয়ে গেল।

মিদিয়নে মোশি

মিদিয়নে এসে একটি কুয়োর সামনে মোশি বসে পড়ল। [16]সেখানে এক যাজক ছিল। তার ছিল সাতটি মেয়ে। কুয়ো থেকে জল তুলে পিতার পোষা মেষপালকে জল খাওয়ানোর জন্য সেই সাতটি মেয়ে কুয়োর কাছে এল। তারা মেষেদের জল পানের পাত্রটি ভর্তি করার চেষ্টা করছিল। [17]কিন্তু কিছু মেষপালক এসেছিল এবং তরুণীদের তাড়িয়ে দিয়েছিল। তাই মোশি তাদের সাহায্য করতে এলো এবং তাদের পশুর পালকে জল পান করালো।

[18]তখন তরুণীরা তাদের পিতা রূয়েলের কাছে ফিরে গেল। সে বলল, "তোমরা আজ তাড়াতাড়ি ফিরে এসেছ দেখছি!"

[19]তরুণীরা উত্তর দিল, "হ্যাঁ! ওখানে কুয়ো থেকে জল তোলার সময় কিছু মেষপালক আমাদের তাড়িয়ে দিল। কিন্তু একজন অচেনা মিশরীয় এলো এবং আমাদের সাহায্য করল। সে আমাদের জন্য জলও তুলে দিল এবং আমাদের মেষের পালকে জল পান করালো।" [20]রূয়েল তার মেয়েদের বলল, ''সেই লোকটি কোথায়? তোমরা তাকে ওখানে ছেড়ে এলে কেন? যাও তাকে আমাদের সঙ্গে খাবার নেমন্তন্ন করে এসো।"

[21]মোশি রূয়েলের সঙ্গে থাকবার জন্য খুশীর সঙ্গে রাজী হল। রূয়েল তার মেয়ে সিপ্পোরার সঙ্গে মোশির বিয়ে দিল। [22]বিয়ের পর সিপ্পোরা একটি পুত্র সন্তানের জন্ম দিল। মোশি তার নাম দিল গের্শোম কারণ সে ছিল প্রবাসে থাকা একজন অপরিচিত ব্যক্তি।

ঈশ্বর ইস্রায়েলকে সাহায্য করার সিদ্ধান্ত নিলেন

[23]দেখতে দেখতে অনেক বছর পেরিয়ে গেল। মিশরের রাজাও ইতিমধ্যেই মারা গিয়েছে। কিন্তু ইস্রায়েলীয়দের তখনও জোর করে কাজ করানো হচ্ছিল। তারা সাহায্যের জন্য কান্নাকাটি শুরু করল। এবং সেই কান্না স্বয়ং ঈশ্বর শুনতে পাচ্ছিলেন। [24]ঈশ্বর তাদের গভীর আর্তনাদ শুনলেন এবং তিনি স্মরণ করলেন সেই চুক্তির কথা যা তিনি অব্রাহাম, ইস্‌হাক এবং যাকোবের সঙ্গে করেছিলেন। [25]ঈশ্বর ইস্রায়েলীয়দের দেখেছিলেন এবং তিনি জানতেন তিনি কি করতে যাচ্ছেন। এবং তিনি স্থির করলেন যে শীঘ্রই তিনি তাঁর সাহায্যের হাত তাদের দিকে বাড়িয়ে দেবেন।

জ্বলন্ত ঝোপ

3 রূয়েল ছাড়াও মোশির শ্বশুরের আর এক নাম ছিল যিথ্রো। যিথ্রো মিদিয়নীর একজন যাজক। মোশি যিথ্রোর মেষের পালের দেখাশোনার দায়িত্ব নিল। মোশি মেষের পাল চরাতে মরুভূমির পশ্চিম প্রান্তে যেত। একদিন সে মেষের পাল চরাতে চরাতে ঈশ্বরের পর্বত হোরেবে (সিনয়) গিয়ে উপস্থিত হল। [2]ঐ পর্বতে সে জ্বলন্ত ঝোপের ভিতরে প্রভুর দূতের দর্শন পেল। মোশি দেখল ঝোপে আগুন লাগলেও তা পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে না। [3]তাই সে অবাক হয়ে জ্বলন্ত ঝোপের আর একটু

কাছে এগিয়ে গেল। মনে মনে ভাবল কি আশ্চর্য ব্যাপার, ঝোপে আগুন লেগেছে, অথচ ঝোপটা পুড়ে নষ্ট হচ্ছে না!

4প্রভু লক্ষ্য করছিলেন মোশি ক্রমশঃ ঝোপের দিকে দৃষ্টিপাত করতে করতে কাছে এগিয়ে আসছে। তাই ঈশ্বর ঐ ঝোপের ভিতর থেকে ডাকলেন, "মোশি, মোশি!"

এবং মোশি উত্তর দিল, "হ্যাঁ প্রভু।"

5তখন প্রভু বললেন, ''আর কাছে এসো না। পায়ের চটি খুলে নাও। তুমি এখন পবিত্র ভূমিতে দাঁড়িয়ে আছো। 6আমি তোমার পূর্বপুরুষদের ঈশ্বর। আমি অব্রাহামের ঈশ্বর, ইস্হাকের ঈশ্বর এবং যাকোবের ঈশ্বর।"

মোশি ঈশ্বরের দিকে তাকানোর ভয়ে তার মুখ ঢেকে ফেলল।

7তখন প্রভু বললেন, ''মিশরে আমার লোকেদের দুর্দশা আমি নিজের চোখে দেখেছি। এবং যখন তাদের ওপর অত্যাচার করা হয় তখন আমি তাদের চিৎকার শুনেছি। আমি তাদের যন্ত্রণার কথা জানি। 8এখন সমতলে নেমে গিয়ে মিশরীয়দের হাত থেকে আমার লোকেদের আমি রক্ষা করব। আমি তাদের মিশর থেকে উদ্ধার করে নিয়ে যাব এবং আমি তাদের এমন এক সুন্দর দেশে নিয়ে যাব যে দেশে তারা স্বাধীনভাবে শান্তিতে বাস করতে পারবে। সেই দেশ হবে বহু ভাল জিনিসে ভরা ভূখণ্ড।* নানা ধরণের মানুষ সে দেশে বাস করে: কনানীয়, হিত্তীয়, ইমোরীয়, পরিষীয়, হিব্বীয় ও যিবূষীয় গোষ্ঠীর লোকেরা সেখানে বাস করে। 9আমি ইস্রায়েলীয়দের কান্না শুনেছি। দেখেছি, মিশরীয়রা কিভাবে তাদের জীবন দুর্বিষহ করে তুলেছে। 10সুতরাং এখন আমি তোমাকে ফরৌণের কাছে পাঠাচ্ছি। যাও! তুমি আমার লোক ইস্রায়েলীয়দের মিশর থেকে বের করে আনো।"

11কিন্তু মোশি ঈশ্বরকে বলল, ''আমি কোনও মহান ব্যক্তি নই! সুতরাং আমি কি করে ফরৌণের কাছে যাব এবং ইহুদীদের মিশর থেকে উদ্ধার করে আনব?"

12ঈশ্বর বললেন, ''তুমি পারবে, কারণ আমি তোমার সঙ্গে থাকব! আমি যে তোমাকে পাঠাচ্ছি তার প্রমাণ হবে: তুমি ইস্রায়েলীয়দের মিশর থেকে উদ্ধার করে আনার পর এই পর্বতে এসে আমার উপাসনা করবে।"

13তখন মোশি ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে বলল, ''কিন্তু আমি যদি গিয়ে ইস্রায়েলীয়দের বলি যে, 'তোমাদের পূর্বপুরুষদের ঈশ্বর আমাকে পাঠিয়েছেন,' তখন তারা আমাকে জিজ্ঞাসা করবে, 'তার নাম কি?' তখন আমি তাদের কি বলব?"

14তখন ঈশ্বর মোশিকে বললেন, ''তাদের বলো, 'আমি আমিই।' যখনই তুমি ইস্রায়েলীয়দের কাছে যাবে তখনই তাদের বলবে, 'আমিই' আমাকে পাঠিয়েছেন।"

15ঈশ্বর মোশিকে আরও বললেন, ''তুমি অবশ্যই তাদের একথা বলবে: 'যিহোবা হলেন তোমাদের পূর্বপুরুষদের ঈশ্বর, অব্রাহামের ঈশ্বর, ইস্হাকের ঈশ্বর এবং যাকোবের ঈশ্বর। আমার নাম সর্বদা হবে যিহোবা। এই নামেই আমাকে লোকে বংশপরম্পরায় চিনবে।' লোকেদের বোলো, 'যিহোবা তোমাকে পাঠিয়েছেন!"'

16প্রভু আরও বললেন, ''যাও, ইস্রায়েলের প্রবীণদের একত্র করে তাদের বলো, 'যিহোবা, তোমাদের পূর্বপুরুষদের ঈশ্বর আমাকে দর্শন দিয়েছেন। অব্রাহামের, ইস্হাকের এবং যাকোবের ঈশ্বর আমাকে বলেছেন: তোমাদের সঙ্গে মিশরে যা ঘটছে তা সবই আমি দেখেছি। 17আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে মিশরের দুর্দশা থেকে তোমাদের উদ্ধার করব। আমি তোমাদের উদ্ধার করব এবং তোমাদের কনানীয়, হিত্তীয়, ইমোরীয়, পরিষীয়, হিব্বীয় ও যিবূষীয়দের দেশে নিয়ে যাব। আমি তোমাদের বহু ভাল জিনিসে ভরা ভূখণ্ডে নিয়ে যাব।'

18''প্রবীণরা তোমার কথা শুনবে এবং তখন তুমি প্রবীণদের নিয়ে মিশরের রাজার কাছে যাবে। তুমি অবশ্যই যাবে এবং রাজাকে বলবে যে যিহোবা, ইস্রায়েলীয়দের ঈশ্বর আমাদের সামনে আবির্ভূত হয়েছিলেন। এখন আমাদের তিনদিন ধরে মরুভূমিতে ভ্রমণ করতে দাও। সেখানে আমরা যিহোবা, আমাদের ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ দান করব।'

19''কিন্তু আমি জানি যে মিশরের রাজা তোমাদের সেখানে যেতে দেবে না। কেবলমাত্র একটি মহান শক্তিই তোমাদের যাওয়ার ক্ষেত্রে তাকে বাধ্য করাতে পারে। 20তাই আমি আমার মহান ক্ষমতা দিয়ে মিশরীয়দের আঘাত করব। আমি ঐ দেশে আশ্চর্য সব কাণ্ড ঘটাব। আমার ঐসব আশ্চর্য কাণ্ড ঘটানোর পরেই দেখবে যে সে তোমাদের যেতে দিচ্ছে। 21এবং আমি ইস্রায়েলীয়দের প্রতি মিশরীয়দের দয়ালু করে তুলব। ফলে তোমরা যখন মিশর ত্যাগ করবে তখন মিশরীয়রা তোমাদের হাত উপহারে ভরে দেবে।

22প্রত্যেক ইস্রায়েলীয় মহিলা নিজের নিজের মিশরীয় প্রতিবেশীর বাড়ী যাবে এবং মিশরীয় মহিলার কাছে গিয়ে উপহার চাইবে। এবং মিশরীয় মহিলারা তাদের উপহার দেবে। তোমার লোকেরা উপহার হিসাবে সোনা, রূপো এবং মিহি ও মসৃণ পোশাক পাবে। তারপর যখন তোমরা মিশর ত্যাগ করবে তখন সেই উপহারগুলি নিজের নিজের ছেলেমেয়েদের গায়ে পরিয়ে দেবে। এইভাবে তোমরা মিশরীয়দের সম্পদ নিয়ে আসতে পারবে।"

মোশির জন্য প্রমাণ

4 তখন মোশি ঈশ্বরকে বললেন, ''কিন্তু আপনি আমাকে পাঠিয়েছেন বললেও ইস্রায়েলের লোকেরা তা বিশ্বাস করতে চাইবে না। বরং তারা উল্টে বলবে, 'প্রভু তোমাকে দর্শন দেননি।"'

2কিন্তু প্রভু মোশিকে জিজ্ঞাসা করলেন, ''তোমার হাতে ওটা কি?"

বহু ... ভূখণ্ড আক্ষরিক অর্থে, "যে দেশে দুধ এবং মধু বয়ে যাচ্ছে।"

মোশি উত্তর দিল, ‘‘এটা আমার পথ চলার লাঠি।”

[3]তখন প্রভু বললেন, “ঐ লাঠিকে মাটিতে ছুঁড়ে ফেল।”

প্রভুর কথামতো মোশি তার হাতের পথ চলার লাঠিকে মাটিতে ছুঁড়ে ফেলতেই ঐ লাঠি তৎক্ষণাৎ সাপে পরিণত হল। মোশি তা দেখে ভয়ে পালাতে চাইল। [4]প্রভু মোশিকে বললেন: ‘‘যাও কাছে গিয়ে সাপটিকে লেজের দিক থেকে ধরো।”

সুতরাং মোশি সাপটির লেজ ধরে ঝোলাতেই দেখল সাপটি আবার লাঠিতে পরিণত হল। [5]তখন প্রভু বললেন, ‘‘লাঠি দিয়ে এই চমৎকারিত্ব দেখালেই লোকেরা বিশ্বাস করবে যে তুমি প্রভু, তোমার পূর্বপুরুষের ঈশ্বরের দেখা পেয়েছ। দেখা পেয়েছ অব্রাহাম, ইস্‌হাক এবং যাকোবের ঈশ্বরের।”

[6]তারপর প্রভু মোশিকে বললেন, ‘‘আমি তোমাকে আরও একটি প্রমাণ দেব। আলখাল্লার নিচে হাত রাখো।”

তাই মোশি আলখাল্লা খুলে হাত ভেতরে রাখলো। তারপর সে তার হাত বের করে দেখল হাতটি শ্বেতীতে ভরে গেছে।

[7]তখন প্রভু বললেন, ‘‘এবার আবার আলখাল্লার ভেতরে হাত ঢুকিয়ে দাও।” তাই মোশি আবার তার হাত আলখাল্লার ভেতরে ঢুকিয়ে দিল এবং তা বের করে আনার পর মোশি দেখল তার হাত আবার আগের মতোই স্বাভাবিক সুন্দর হয়ে গেছে।

[8]তারপর প্রভু বললেন, ‘‘যদি লোকেরা লাঠিকে সাপ বানানোর কীর্তি দেখার পরও তোমাকে বিশ্বাস না করে তাহলে হাতের ব্যাপারটি দেখাবে। তখন তোমাকে তারা বিশ্বাস করবে। [9]যদি এই দুটো প্রমাণ দেখানোর পরও লোকেরা তোমাকে বিশ্বাস না করে তাহলে নীলনদ থেকে সামান্য জল নেবে। সেই জল মাটিতে ঢালবে এবং জল মাটিকে স্পর্শ করার সঙ্গে সঙ্গে তা রক্তে পরিণত হবে।”

[10]কিন্তু মোশি প্রভুর উদ্দেশ্যে বললেন, ‘‘প্রভু, আমি সত্যি একজন চতুর বক্তা নই। আমি কোনোকালেই সাজিয়ে গুছিয়ে কথা বলতে পারি না। এবং এখনও আপনার সঙ্গে কথা বলার পরেও আমি সুবক্তা হতে পারি নি। আপনি জানেন যে আমি ধীরে ধীরে কথা বলি এবং কথা বলার সময় ভাল ভাল শব্দ চয়ন করতে পারি না।”

[11]তখন প্রভু তাকে বললেন, ‘‘মানুষের মুখ কে সৃষ্টি করেছে? এবং কে একজন মানুষকে বোবা ও কালা তৈরি করে? কে মানুষকে অন্ধ তৈরি করে? কে মানুষকে দৃষ্টিশক্তি দেয়? আমি যিহোবা। আমিই একমাত্র এইসব করতে পারি। [12]সুতরাং যাও। যখন তুমি কথা বলবে তখন আমি তোমায় কথা বলতে সাহায্য করব। আমিই তোমার মুখে শব্দ জোগাব।”

[13]কিন্তু মোশি বলল, ‘‘হে আমার প্রভু, আমার একটাই অনুরোধ আপনি এই কাজের জন্য অন্য একজনকে মনোনীত করুন, আমাকে নয়।”

[14]তখন মোশির প্রতি প্রভু ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, ‘‘বেশ! তাহলে তোমাকে সাহায্য করার জন্য আমি তোমার ভাই হারোণকে তোমার সঙ্গে দিচ্ছি। হারোণ লেবীয় পরিবারের সন্তান এবং সে বেশ ভাল বক্তা। হারোণ ইতিমধ্যেই তোমার সঙ্গে দেখা করার জন্য আসছে। এবং সে তোমাকে দেখে খুশীই হবে। [15]হারোণ তোমার সঙ্গে ফরৌণের কাছে যাবে। তোমাদের কি বলতে হবে তা আমি বলে দেব। কি করতে হবে তা আমি তোমাদের শিখিয়ে দেব এবং তুমি তা হারোণকে বলে দেবে। [16]তোমার হয়ে হারোণ লোকেদের সঙ্গে কথা বলবে। তুমি হবে তার কাছে ঈশ্বরের মতো। আর হারোণ হবে তোমার মুখপাত্র।* [17]সুতরাং যাও এবং সঙ্গে তোমার পথ চলার লাঠি নাও। আমি যে তোমার সঙ্গে আছি তা প্রমাণ করার জন্য লোকেদের এই চিহ্ন-কার্য্যগুলি দেখাও।”

মোশির মিশরে প্রত্যাবর্তন

[18]মোশি তখন তার শ্বশুর যিথ্রোর কাছে ফিরে গেল। মোশি তার শ্বশুরকে বলল, ‘‘অনুগ্রহ করে আমাকে মিশরে ফিরে যেতে দিন। আমি দেখতে চাই আমার লোকেরা এখনও সেখানে বেঁচে আছে কিনা।”

যিথ্রো তার জামাতা মোশিকে বলল, ‘‘নিশ্চয়ই! আশা করি তুমি সেখানে ভালোভাবেই পৌঁছাবে।”

[19]মিদিয়নে থাকাকালীন প্রভু মোশিকে বললেন, ‘‘মিশরে ফিরে যাওয়া এখন তোমার পক্ষে ভাল। কারণ যারা তোমায় হত্যা করতে চেয়েছিল তারা এখন কেউ বেঁচে নেই।”

[20]সুতরাং মোশি তখন তার স্ত্রী ও ছেলেমেয়েদের গাধার পিঠে চাপিয়ে মিশরে প্রত্যাবর্তন করল। সঙ্গে সে তার পথ চলার লাঠিও নিল। এটা সেই পথ চলার লাঠি যাতে রয়েছে ঈশ্বরের অলৌকিক শক্তি।

[21]মিশরে আসার পথে প্রভু মোশির সঙ্গে কথা বলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, ‘‘আমি তোমাকে অলৌকিক কাজ দেখানোর যে সব শক্তি দিয়েছি সেগুলো সব ফরৌণের সঙ্গে কথা বলার সময় তার সামনে করে দেখাবে। কিন্তু আমি ফরৌণকে একগুঁয়ে এবং জেদী করে তুলব। সে লোকেদের কিছুতেই ছেড়ে দেবে না।

[22]তখন তুমি ফরৌণকে বলবে: [23]প্রভু বলেছেন, ‘ইস্রায়েল হল আমার প্রথমজাত পুত্র সন্তান। এই প্রথমজাত সন্তান একটি পরিবারে জন্মেছিল। অতীতদিনে এই প্রথমজাত সন্তানের গুরুত্ব ছিল অসীম। এবং আমি তোমাকে বলছি আমার পুত্রকে আমার উপাসনার জন্য ছেড়ে দাও। তুমি যদি ইস্রায়েলকে ছেড়ে দিতে অস্বীকার করো তাহলে আমি তোমার প্রথমজাত পুত্র সন্তানকে হত্যা করব।’”

তুমি ... মুখপাত্র আক্ষরিক অর্থে, ‘‘সে হবে তোমার মুখ আর তুমি হবে তার ঈশ্বর।’’

মোশির পুত্রের সুন্নৎকরণ

24মিশরে ফেরার পথে মোশি একটি পান্থশালায় রাত্রিযাপন করছিল। তখন প্রভু তাকে হত্যা করতে চেষ্টা করলেন।* **25**কিন্তু সিপ্পোরা একটা ধারালো পাথরের ছুরি দিয়ে তার পুত্রের সুন্নৎ করল। এবং সুন্নৎ-এর চামড়া (চামড়াটি লিঙ্গের মুখ থেকে ছিঁড়ে বেরিয়েছিল।) মোশির পায়ে ছোঁয়াল। তারপর সে মোশিকে বলল, ‘‘আমার কাছে তুমি রক্তের স্বামী।” **26**সিপ্পোরা একথা বলেছিল কারণ তার পুত্রের সুন্নৎ তাকে করতেই হোত। তাই সে তাদের কাছ থেকে সরে এল।

ঈশ্বরের সম্মুখে মোশি এবং হারোণ

27প্রভু হারোণকে বললেন, ‘‘মরুপ্রান্তরে গিয়ে মোশির সঙ্গে দেখা করো।” প্রভুর কথামতো হারোণ ঈশ্বরের পর্বতে গিয়ে মোশির সঙ্গে দেখা করে তাকে চুম্বন করল। **28**প্রভু যে সব কথা বলবার জন্য মোশিকে পাঠিয়েছিলেন এবং প্রভুই যে তাকে পাঠিয়েছেন তা প্রমাণ করবার জন্য যে সব অলৌকিক কাজ করতে বলেছিলেন তার সম্বন্ধে, সবই মোশি হারোণকে জানাল। প্রভু যা বলেছেন তার সবকিছু মোশি হারোণকে খুলে বলল।

29সুতরাং মোশি এবং হারোণ ইস্রায়েলের লোকেদের মধ্যে প্রবীণ ব্যক্তিদের একত্র করার জন্য গেল। **30**তখন হারোণ সেই কথাগুলো বলল যেগুলো প্রভু মোশিকে বলতে বলেছিলেন। আর মোশি লোকেদের সামনে সেই সকল চিহ্ন-কার্য্য করে দেখাল। **31**তার ফলে লোকেরা বিশ্বাস করল যে প্রভু মোশিকে পাঠিয়েছেন। পাশাপাশি, ইস্রায়েলের লোকেরা জানল যে, ঈশ্বর তাদের দুঃখ দুর্দশা দেখে তাদের সাহায্যে এগিয়ে এসেছেন। তাই তারা সকলে নতজানু হয়ে ঈশ্বরের উপাসনা করতে লাগল।

ফরৌণের সম্মুখে মোশি এবং হারোণ

5 লোকেদের সঙ্গে কথা বলার পর মোশি এবং হারোণ ফরৌণের কাছে গিয়ে বলল, ‘‘প্রভু ইস্রায়েলের ঈশ্বর বলেছেন, ‘আমার সম্মানার্থে উৎসব করার জন্য আমার লোকেদের মরুপ্রান্তরে যাওয়ার ছাড়পত্র দাও।’”

2কিন্তু ফরৌণ বলল, ‘‘কে প্রভু? আমি কেন তাকে মানব? কেন ইস্রায়েলকে ছেড়ে দেব? এমনকি এই প্রভু কে আমি তাই জানি না। সুতরাং আমি এভাবে ইস্রায়েলের লোকেদের ছেড়ে দিতে পারি না।”

3তখন হারোণ এবং মোশি বলল, ‘‘ইস্রায়েলীয়দের ঈশ্বর আমাদের সঙ্গে কথা বলেছেন। তাই আমরা তিন দিনের জন্য মরুপ্রান্তরে ভ্রমণের অনুমতি প্রার্থনা করছি, সেখানে আমরা আমাদের প্রভু, ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে নৈবেদ্য উৎসর্গ করব। আমরা যদি তা না করি তাহলে তিনি প্রচণ্ড ক্রুদ্ধ হয়ে আমাদের ধ্বংস করে দেবেন। আমাদের মহামারী অথবা যুদ্ধের প্রকোপে মেরে ফেলবেন।”

4কিন্তু তখন মিশরের রাজা তাদের উত্তর দিলেন, ‘‘মোশি ও হারোণ, তোমরা কাজের লোকেদের বিরক্ত করছ। ওদের কাজ করতে দাও। গিয়ে নিজের কাজে মন দাও। **5**দেখ, দেশে এখন প্রচুর কর্মী আছে এবং তোমরা তাদের কাজ করা থেকে বিরত করছ।”

ফরৌণ লোকেদের শাস্তি দিলেন

6একই দিনে ক্রীতদাস প্রভুদের এবং ইস্রায়েলীয় তত্ত্ববধায়কদের ফরৌণ আদেশ দিলেন ইস্রায়েলীয় লোকেদের আরো কিছু কঠিনতর কাজ দিতে। **7**ফরৌণ তাদের বললেন, ‘‘ইঁট তৈরির জন্য এতদিন তোমরা খড় সরবরাহ করেছো। কিন্তু ওদের বলো, এখন থেকে ইঁট তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় খড় ওরা নিজেরাই যেন খুঁজে আনে। **8**কিন্তু খড় খুঁজে আনতে হবে বলে ইঁটের উৎপাদন যেন না কমে। আগে ওরা সারাদিনে যে পরিমাণ ইঁট তৈরি করতো নিজেরা খড় জোগাড় করে আনার পরও ওদের আগের মতো একই পরিমাণ ইঁট তৈরি করতে হবে। আজকাল ওরা ভীষণ অলস হয়ে গেছে। এবং সেজন্যই ওরা আমার কাছে মরুপ্রান্তরে যাওয়ার ছাড়পত্র চাইছে। ওদের হাতে বিশেষ কাজ নেই তাই ওরা ওদের ঈশ্বরকে নৈবেদ্য উৎসর্গ করতে যেতে চায়। **9**তাই এই লোকেদের আরও কঠিন পরিশ্রম করাও যাতে ওরা ব্যস্ত থাকে। তাহলে ওদের আর প্রতারণামূলক কথা শোনবার সময় হবে না।”

10তাই মিশরের ক্রীতদাস প্রভু এবং ইস্রায়েলীয় তত্ত্ববধায়করা ইস্রায়েলের লোকেদের কাছে গিয়ে বলল, ‘‘ফরৌণ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে ইঁট তৈরির জন্য তোমাদের আর খড় সরবরাহ করা হবে না। **11**এবার থেকে তোমরা নিজেরা খড় জোগাড় করে আনবে। সুতরাং যাও গিয়ে খড় জোগাড় করো। কিন্তু ইঁট তৈরির পরিমাণ আগের মতোই রাখতে হবে। খড় জোগাড়ের নাম করে কম ইঁট তৈরি করলে চলবে না।”

12সুতরাং লোকেরা মিশরের চারিদিকে খড়ের খোঁজে গেল। **13**ক্রীতদাস প্রভুরা ইস্রায়েলীয়দের আরো কঠিন কাজ করালো এবং তাদের একদিনে সমান সংখ্যক ইঁট তৈরি করতে বাধ্য করল যা তারা খড় থাকাকালীন করত। **14**মিশরীয় ক্রীতদাস প্রভুরা ইস্রায়েলীয়দের দিয়ে এই হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করানোর দায়িত্ব চাপালো ইস্রায়েলীয় তত্ত্বাবধায়কদের ওপর। মিশরীয় ক্রীতদাস প্রভুরা ইস্রায়েলীয় তত্ত্বাবধায়কদের মারল এবং তাদের বলল, ‘‘কেন তোমরা আগের মতো ইঁট তৈরি করাতে পারছো না? তোমরা আগে যা করতে পারতে এখনও তোমাদের তাই পারা উচিৎ।’’

15তখন ইস্রায়েলীয় তত্ত্ববধায়করা ফরৌণের কাছে নালিশ জানাতে গেল। তারা ফরৌণকে বলল, ‘‘আমরা তো আপনার অনুগত ভৃত্য, তাহলে আমাদের সঙ্গে কেন এরকম ব্যবহার করছেন? **16**আপনি আমাদের খড় সরবরাহ বন্ধ করেছেন। আবার বলছেন আগের মতোই

তখন ... করলেন এক্ষেত্রে হত্যার অর্থ সম্ভবতঃ ঈশ্বর মোশিকে সুন্নৎ করতে চাইছিলেন।

ইঁটের উৎপাদন চালু রাখতে হবে। ইঁট তৈরির পরিমাণ কম হলেই আমাদের মনিবরা আমাদের মারধোর করছে। আপনার লোকেরা এটা তো অন্যায় করছে।"

[17]উত্তরে ফরৌণ জানালেন, "তোমরা কাজ করতে চাও না। তোমরা অলস হয়ে গেছ। সেজন্যই তোমরা প্রভুর উদ্দেশ্যে নৈবেদ্য উৎসর্গ করতে যাবার ব্যাপারে আমার অনুমতি চেয়েছো। [18]যাও, এখন আবার কাজে ফিরে যাও। আমরা তোমাদের কোনও খড় সরবরাহ করব না। এবং তোমাদের আগের মতোই সমপরিমাণ ইঁট তৈরি করতে হবে।"

[19]তখন ইস্রায়েলীয় তত্ত্বাবধায়করা বুঝতে পারল যে তারা গভীর সঙ্কটে পড়েছে। তারা জানতো যে কিছুতেই তারা আগের পরিমাণ মতো ইঁট আর তৈরি করতে পারবে না।

[20]ফরৌণের সঙ্গে দেখা করে ফেরার পথে মোশি এবং হারোণের সঙ্গে তাদের দেখা হল। মোশি ও হারোণ অবশ্য তাদের সঙ্গে দেখা করার জন্যই অপেক্ষা করছিল। [21]সুতরাং ইস্রায়েলীয় তত্ত্বাবধায়করা মোশি ও হারোণকে বলল, ''আমাদের যাওয়ার ছাড়পত্র চাওয়ার ব্যাপারে ফরৌণের সঙ্গে কথা বলে তোমরা একটা মারাত্মক ভুল করেছো। প্রভু যেন তোমাদের শাস্তি দেন। কারণ তোমাদের জন্যই ফরৌণ ও তার শাসকেরা আমাদের এখন ঘৃণা করে। তোমরাই তাদের হাতে আমাদের হত্যা করার অজুহাত তুলে দিয়েছ।"

ঈশ্বরকে মোশির নালিশ

[22]তখন মোশি প্রভুর কাছে ফিরে গেল এবং বলল, ''প্রভু কেন আপনি আপনার লোকেদের প্রতি এমন অমঙ্গল করলেন? কেন আপনি আমায় এখানে পাঠিয়েছিলেন? [23]আপনি যা বলতে বলেছিলেন আমি সেকথাগুলো বলতেই ফরৌণের কাছে গিয়েছিলাম। অথচ সেই সময় থেকেই ফরৌণ আপনার লোকেদের প্রতি অত্যন্ত খারাপ ব্যবহার করছে। এবং আপনি ঐসব লোকেদের সাহায্যের জন্য কোনও কিছুই করছেন না।"

6 প্রভু তখন মোশিকে বললেন, "ফরৌণের এখন আমি কি অবস্থা করব তা তুমি দেখতে পাবে। আমি তার বিরুদ্ধে আমার মহান ক্ষমতা ব্যবহার করব এবং সে আমার লোকেদের চলে যেতে বাধ্য করবে। সে যে শুধু আমার লোকেদের ছেড়ে দেবে তা নয়, সে তার দেশ থেকে তাদের জোর করে পাঠিয়ে দেবে।"*

[2]ঈশ্বর তখন মোশিকে আরও বললেন, [3]''আমিই হলাম প্রভু। আমি অব্রাহাম, ইস্হাক এবং যাকোবের সামনে নিজেকে প্রকাশ করতাম। তারা আমায় এল্‌সদাই (সর্বশক্তিমান ঈশ্বর) বলে ডাকত। আমার নাম যে যিহোবা তা তারা জানত না। [4]আমি তাদের সঙ্গে একটি চুক্তি করেছিলাম। আমি তাদের কনান দেশ দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম। ঐ দেশে তারা বাস করলেও দেশেটি কিন্তু তাদের নিজস্ব দেশ ছিল না। [5]এখন আমি ইস্রায়েলীয়দের বিলাপ শুনেছি যাদের মিশরীয়রা তাদের ক্রীতদাস করে রেখেছিল এবং আমি আমার চুক্তিকে মনে রাখব এবং আমি যা প্রতিশ্রুতি করেছিলাম তাই করব। [6]সুতরাং ইস্রায়েলের লোকেদের গিয়ে বলো আমি তাদের বলেছি, 'আমি হলাম প্রভু। আমি তোমাদের রক্ষা করব। আমিই তোমাদের মুক্ত করব। তোমরা আর মিশরীয়দের ক্রীতদাস থাকবে না। আমি আমার মহান শক্তি ব্যবহার করব এবং মিশরীয়দের ভয়ঙ্কর শাস্তি দেব। তখন আমি তোমাদের উদ্ধার করব। [7]আমি তোমাদের আমার লোক করে নিলাম এবং আমি হব তোমাদের ঈশ্বর। তোমরা জানবে যে আমি হলাম তোমাদের প্রভু, ঈশ্বর যে তোমাদের মিশর থেকে মুক্ত করেছে। [8]আমি অব্রাহাম, ইস্হাক এবং যাকোবের কাছে একটি মহান প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম। আমি তাদের একটি বিশেষ দেশ দান করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম। তাই তোমাদের ঐ দেশে নিয়ে যেতে আমিই নেতৃত্ব দেব। আমি তোমাদের ঐ দেশটি দিয়ে দেব। সেই দেশটি একান্তভাবে তোমাদেরই হবে। আমিই হলাম প্রভু।"'

[9]মোশি এই কথাগুলো ইস্রায়েলীয়দের বলল, কিন্তু তাদের ধৈর্য্যহীনতা ও কঠোর পরিশ্রমের দরুণ তারা তার কথা শুনতে অস্বীকার করল।

[10]তখন প্রভু মোশিকে বললেন, [11]''যাও মিশরের রাজা ফরৌণকে বলো যে ইস্রায়েলীয়দের তার দেশ থেকে তার মুক্তি দেওয়া উচিৎ।"

[12]কিন্তু মোশি উত্তরে জানাল, ''ইস্রায়েলের লোকেরাই আমার কথা শুনতে অস্বীকার করছে, সেক্ষেত্রে ফরৌণ আর কি শুনবে! সেও আমার কথা শুনতে রাজি হবে না। এ ব্যাপারে আমি একরকম নিশ্চিত। তার উপর আমি ভালো ভাবে "কথা বলতেও পারি না।"

[13]কিন্তু প্রভু মোশি এবং হারোণের সঙ্গে কথা বললেন এবং তাদের ইস্রায়েলীয়দের সঙ্গে ও ফরৌণের সঙ্গে কথা বলতে আদেশ দিলেন। প্রভু তাদের ইস্রায়েলীয়দের মিশর থেকে উদ্ধার করে আনতে আদেশ দিলেন।

ইস্রায়েলের কয়েকটি পরিবার

[14]ইস্রায়েলীয় পরিবারগুলির নেতাদের নাম ক্রমানুসারে এইরূপ: ইস্রায়েলের জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম ছিল রূবেণ। তার পুত্ররা ছিল: হনোক, পল্লু, হিম্রোণ ও কর্ম্মি। [15]শিমিয়োনের পুত্ররা ছিল: যিমূয়েল, যামীন, ওহদ, যাখীন, সোহর এবং শৌল যে ছিল এক কনানীয়া মহিলার গর্ভজাত সন্তান। [16]লেবি 137 বছর জীবিত ছিলেন। লেবির পুত্রদের নাম হল গের্শোন, কহাৎ ও মরারি। [17]গের্শোনের আবার দুই পুত্র ছিল লিব্‌নি ও শিমিয়ি। [18]কহাৎ 133 বছর পর্যন্ত জীবিত ছিল। কহাতের পুত্রেরা হল অম্রম, যিষ্‌হর, হিব্রোণ এবং উষীয়েল। [19]মরারির দুই পুত্র হল মহলি ও মূশি। এই প্রত্যেকটি পরিবারের প্রথম পূর্বপুরুষ ছিল ইস্রায়েলের সন্তান লেবি।

আমি ... দেবে আক্ষরিক অর্থে, শক্তিশালী হাতের কারণে সে ওদের ছেড়ে দেবে। এবং একটি শক্ত হাতের কারণে সে তাকে ওদের ছেড়ে দিতে বাধ্য করবে।

[20]অম্রম 137 বছর বেঁচে ছিল। অম্রম তার আপন পিসি যোকেবদকে বিয়ে করেছিল। অম্রম ও যোকেবদের দুই সন্তান হল যথাক্রমে হারোণ এবং মোশি। [21]যিষ্হরের পুত্ররা হল কোরহ, নেফগ ও সিখ্রি। [22]আর উষীয়েলের সন্তান হল মীশায়েল, ইল্সাফন ও সিথ্রি।

[23]হারোণ অম্মীনাদবের কন্যা, নহোশনের বোন ইলীশেবাকে বিয়ে করেছিল। হারোণ ও ইলীশেবার সন্তানরা হল নাদব, অবীহূ, ইলিয়াসর ও ঈথামর। [24]কোরহের পুত্র অসীর, ইল্কানা ও অবীয়াসফ হল কোরহীয় গোষ্ঠীর পূর্বপুরুষ।

[25]হারোণের পুত্র ইলিয়াসর পূটীয়েলের এক কন্যাকে বিয়ে করার পরে তাদের যে সন্তান হয় তার নাম দেওয়া হয় পীনহস। এরা প্রত্যেকেই ইস্রায়েলের পুত্র লেবির বংশজাত।

[26]হারোণ এবং মোশি ছিল এই পরিবারগোষ্ঠীর। প্রভু তাদের দুজনের সঙ্গে কথা বলেছিলেন এবং বলেছিলেন, "আমার লোকেদের মিশর থেকে দলে দলে বের করে নিয়ে এসো।" [27]হারোণ এবং মোশি উভয়েই মিশরের রাজা ফরৌণের সঙ্গে কথা বলেছিল। তারাই ফরৌণকে বলেছিল ইস্রায়েলের লোকেদের মিশর থেকে ছেড়ে দেওয়া হোক।

ঈশ্বর পুনরায় মোশিকে আহ্বান জানালেন

[28]মিশরে যেদিন প্রভু মোশির সঙ্গে কথা বললেন, [29]তিনি তাকে বলেছিলেন, ''আমিই হলাম প্রভু। আমি তোমাকে যা কিছু বলেছি তা মিশরের রাজা ফরৌণকে গিয়ে বলো।"

[30]কিন্তু মোশি উত্তর দিল, ''আমি ভালোভাবে কথা বলতে পারি না। রাজা আমার কথা শুনবে না।"

7 প্রভু তখন মোশিকে বললেন, ''আমি তোমাকে ফরৌণের কাছে একজন ঈশ্বর করে তুলেছি। আর হারোণ তোমার ভাই হবে তোমার ভাববাদী। [2]তোমার ভাই হারোণকে আমার সমস্ত আদেশগুলো বলো। তাহলে হারোণ রাজাকে আমার কথাগুলো জানাবে। ফরৌণ ইস্রায়েলীয়দের তার দেশ থেকে চলে যেতে অনুমতি দেবে।

[3-4]কিন্তু আমি ফরৌণকে জেদী করে তুলব। তাই সে তোমাদের কথা মানবে না। তখন আমি নিজেকে প্রমাণের উদ্দেশ্যে মিশরে নানারকম অলৌকিক ও অদ্ভুত কাজ করবো। তবুও সে তোমাদের কথা শুনবে না। সুতরাং তখন আমি মিশরকে কঠিন শাস্তি দেব এবং আমি মিশর থেকে আমার লোকেদের বের করে আনব। [5]যখন আমি তাদের বিরুদ্ধে যাই তখন মিশরের লোকেরাও জানতে পারবে যে আমিই হলাম প্রভু। সেই মূহুর্তে আমি আমার লোকেদের মিশরীয়দের দেশ থেকে বের করে আনব।"

[6]প্রভু তাদের যা বলেছিলেন মোশি এবং হারোণ তা মেনে চলেছিল। [7]যখন তারা ফরৌণের সঙ্গে কথা বলেছিল সেই সময়ে মোশির বয়স ছিল 80 এবং হারোণের বয়স ছিল 83 বছর।

মোশির পথ চলার লাঠি সাপে পরিণত হল

[8]মোশি এবং হারোণকে প্রভু বললেন, [9]"ফরৌণ তোমাদের শক্তির পরিচয়ের প্রমাণ হিসাবে কোনও অলৌকিক কাজ ঘটিয়ে দেখাতে বলবে। তখন হারোণকে বলবে তোমার পথ চলার লাঠিটি মাটিতে ছুঁড়ে ফেলতে। ফরৌণের চোখের সামনে মাটিতে পড়ে থাকা ঐ লাঠি নিমেষের মধ্যে সাপে পরিণত হবে।"

[10]তাই মোশি এবং হারোণ প্রভুর কথামতো ফরৌণের কাছে গেল। হারোণ তার সামনে লাঠিটি মাটিতে ছুঁড়ে ফেলেছিল। ফরৌণ এবং তার সভাসদদের চোখের সামনেই লাঠি সাপে পরিণত হল।

[11]রাজা এই ঘটনা দেখে তার জ্ঞানীগুণী ব্যক্তি ও যাদুকরদের ডাকলেন। রাজার নিজস্ব যাদুকররা তাদের মায়াবলে হারোণের মতো তাদের লাঠিটিও সাপে পরিণত করে দেখাল। [12]সেইসব যাদুকরেরাও নিজের নিজের হাতের লাঠিকে মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে মূহুর্তে লাঠিগুলিকে সাপে রূপান্তরিত করে দেখাল। কিন্তু হারোণের লাঠি তাদের লাঠিগুলোকে গ্রাস করে নিল। [13]তবুও ফরৌণ উদ্ধত হয়ে রইল। প্রভুর ভবিষ্যৎবাণী অনুযায়ী রাজা মোশি এবং হারোণের কথায় কান দিল না।

জল রক্তে পরিণত হল

[14]তখন প্রভু মোশিকে বললেন, "ফরৌণ লোকেদের ছেড়ে না দেবার জেদ ধরে রইল। [15]সকালে ফরৌণ নদীর দিকে যায়। তুমিও তার সঙ্গে দেখা করার জন্য নীল নদের তীরে দাঁড়াবে। সাপে পরিণত হয় ঐ লাঠিকে সঙ্গে নেবে। [16]ফরৌণকে বলবে: 'প্রভু, ইস্রায়েলীয়দের ঈশ্বর আমাকে পাঠিয়েছেন। প্রভু আমায় আপনাকে বলতে বলেছেন যে তাঁর লোকেদের যেন তাঁর উপাসনার জন্য মরুপ্রান্তরে যেতে দেওয়া হয়। এখনও পর্যন্ত অবশ্য আপনি প্রভুর কথা শোনেন নি। [17]তাই প্রভু আপনার সম্মুখে নিজের স্বরূপ প্রমাণের উদ্দেশ্যে কিছু কাণ্ড ঘটাবেন। এবার দেখুন আমি আমার পথ চলার লাঠিকে নীল নদের জলে আঘাত করব এবং সঙ্গে সঙ্গে নদীর জল রক্তে পরিণত হবে। [18]নদীর সমস্ত মাছ মারা যাবে এবং নদীর জলে দুর্গন্ধ ছড়াবে। ফলে মিশরীয়রা আর এই নদীর জল পান করতে পারবে না।'"

[19]প্রভু মোশিকে বললেন, ''হারোণকে বলো এই লাঠি নিয়ে সে যেন মিশরের সমস্ত জলাশয়ে, নদী, খাল বিল, হ্রদ প্রত্যেকটি জায়গার জলে স্পর্শ করে। লাঠির স্পর্শে সমস্ত জলাশয়ের জল রক্তে পরিণত হবে। এমনকি কাঠ ও পাথরের পাত্রে সংগ্রহ করে রাখা পানীয় জলও রক্তে পরিণত হবে।"

[20]সুতরাং মোশি এবং হারোণ প্রভুর আদেশ কার্যকর করল। হারোণ ফরৌণ ও তার সভাসদগণের সামনেই তার হাতে লাঠি উঁচিয়ে ধরে নীল নদের জলে আঘাত করল। আর সঙ্গে সঙ্গে নদীর জল রক্তে পরিণত হল। [21]নদীর সমস্ত মাছ মারা গেল এবং নদীর জলে দুর্গন্ধ ছড়াতে শুরু করল। ফলে মিশরীয়রা আর সেই নদীর

জল পান করতে পারল না। মিশরের সমস্ত জলাধারের জলই রক্তে পরিণত হল।

[22]হারোণ ও মোশির মতো রাজার যাদুকরেরাও তাদের মায়াবলে একই ঘটনা ঘটিয়ে প্রমাণ করল তারাও কম জানে না। ফলে প্রভুর ভবিষ্যৎবাণী অনুযায়ী ফরৌণ আবার মোশি ও হারোণের কথা শুনতে অস্বীকার করল। [23]ফরৌণ মোশি ও হারোণের ঐ কথায় মনোযোগ না দিয়ে নিজের প্রাসাদে ঢুকে গেলেন।

[24]মিশরীয়রা নদীর জল পান করতে না পেরে তারা পানীয় জলের সন্ধানে নদীর চারপাশে কুয়ো খুঁড়তে থাকল।

ব্যাঙেরা

[25]প্রভুর নীলনদের জলকে রক্তে পরিণত করার পর সাতদিন পার হল।

8 প্রভু তখন মোশির উদ্দেশ্যে বললেন, ‘‘ফরৌণকে গিয়ে বলো যে প্রভু বলেছেন, ‘আমার লোকেদের আমাকে উপাসনার জন্য ছেড়ে দিতে! [2]যদি তুমি ওদের ছেড়ে না দাও তাহলে আমি মিশর ব্যাঙে ভর্তি করে দেব। [3]নীল নদ ব্যাঙে ভর্তি হয়ে উঠবে। নদী থেকে ব্যাঙেরা উঠে এসে তোমার ঘরে শয্যাকক্ষে প্রবেশ করে বিছানায় উঠে বসবে। তোমার উনুনের চুল্লি, জলের পাত্র ব্যাঙে ভরে যাবে। তোমার সভাসদগণের ঘরও ব্যাঙে পরিপূর্ণ হয়ে উঠবে। [4]তোমাদের চারিদিকে ব্যাঙেরা ঘুরে বেড়াবে। তোমার সভাসদগণ, তোমার লোকেদের এবং তোমার গায়েও ব্যাঙ ছেঁকে ধরবে।’’

[5]প্রভু এরপর মোশিকে বললেন, ‘‘তুমি হারোণকে বলো সে যেন তার হাতের পথ চলার লাঠি নদী, খালবিল ও হ্রদের ওপর বিস্তার করে মিশর দেশে ব্যাঙ এনে ভরিয়ে দেয়।”

[6]হারোণ মিশরের জলের ওপর তার লাঠি সমেত হাত বিস্তার করতেই নদী, খালবিল ও হ্রদ থেকে রাশি রাশি ব্যাঙ উঠে মিশরের মাটি ঢেকে ফেলল।

[7]হারোণের সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়ে রাজার যাদুকরেরাও তাদের মায়াজাল বিস্তার করে একই কাণ্ড ঘটিয়ে দেখাল। ফলে মিশরের মাটিতে আরও অসংখ্য ব্যাঙ উঠে এলো।

[8]ফরৌণ এবার বাধ্য হয়ে মোশি এবং হারোণকে ডেকে পাঠিয়ে তাদের বললেন, ‘‘প্রভুকে বলো তিনি যেন আমাকে এবং আমার লোকেদের এই ব্যাঙের উপদ্রব থেকে রেহাই দেন। আমি প্রভুকে নৈবেদ্য উৎসর্গ করার জন্য লোকেদের যাবার ছাড়পত্র দেব।”

[9]মোশি ফরৌণকে বলল, ‘‘বলুন, আপনি কখন চান যে এই ব্যাঙেরা ফিরে যাক। আমি আপনার জন্য, আপনার সভাসদগণ ও প্রজাদের জন্য তাহলে প্রার্থনা করব। তারপরই ব্যাঙেরা আপনাকে এবং আপনার ঘর ছেড়ে নদীতে ফিরে যাবে। ব্যাঙেরা নদীতেই থাকে। বলুন আপনি কবে এই ব্যাঙেদের উপদ্রব থেকে অব্যাহতি চান?”

[10]উত্তরে ফরৌণ জানালেন, ‘‘আগামীকাল।”

মোশি বলল, ‘‘বেশ আপনার কথা মতো তাই হবে। তবে এবার নিশ্চয়ই আপনি বুঝতে পেরেছেন যে আমাদের প্রভু ঈশ্বরের মতো আর কোন ঈশ্বর এখানে নেই। [11]ব্যাঙেরা আপনাকে, আপনার ঘর এবং আপনার সভাসদগণ ও প্রজাদের সবাইকে ছেড়ে ফিরে যাবে। কেবলমাত্র নদীতেই তারা এবার থেকে বাস করবে।”

[12]এরপর মোশি এবং হারোণ ফরৌণের কাছ থেকে ফিরে এলো। ফরৌণের বিরুদ্ধে পাঠানো সমস্ত ব্যাঙেদের সরিয়ে নেবার জন্য মোশি প্রভুর কাছে প্রার্থনা করল। [13]মোশির প্রার্থনায় সাড়া দিয়ে প্রভু ঘরে, বাইরে, মাঠে ঘাটের সমস্ত ব্যাঙকে মেরে ফেললেন। [14]কিন্তু মৃত ব্যাঙের স্তূপ পচতে শুরু করল এবং সারা দেশ দুর্গন্ধে ভরে উঠল। [15]ব্যাঙেদের উপদ্রব থেকে মুক্তি পাওয়ার পরই ফরৌণ আবার একগুঁয়ে ও জেদী হয়ে উঠল। প্রভুর ভবিষ্যৎবাণী অনুযায়ী মোশি ও হারোণকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি রাজা পালন করল না।

উকুন

[16]তখন প্রভু মোশিকে বললেন, ‘‘হারোণকে বলো তার হাতের লাঠি দিয়ে মাটির ধূলোয় আঘাত করতে, এবং তারপর সেই ধূলো মিশরের সর্বত্র উকুনে পরিণত হবে।”

[17]হারোণ প্রভুর কথা মতো ধূলোতে তার লাঠি আঘাত করতেই মিশরের সর্বত্র ধূলো উকুনে পরিণত হল। কিন্তু সেই উকুনগুলো মানুষ ও পশুদের গায়ের ওপর চড়ে বসল।

[18]রাজার যাদুকরেরা এবারও একই জিনিষ করে দেখানোর চেষ্টা করল কিন্তু তারা কিছুতেই ধূলোকে উকুনে পরিণত করতে পারল না। কিন্তু সেই উকুনগুলো মানুষ ও পশুদের শরীরে রয়ে গেল। [19]যাদুকরেরা এবারে ব্যর্থ হয়ে গিয়ে রাজা ফরৌণকে বলল যে ঈশ্বরের শক্তিই এটাকে সম্ভব করেছে। কিন্তু ফরৌণ তাদের কথাতে কান দিলেন না। প্রভুর ভবিষ্যৎবাণী অনুসারেই অবশ্য এই ঘটনা ঘটল।

মাছি

[20]প্রভু মোশিকে বললেন, ‘‘সকালে উঠে ফরৌণের কাছে যাবে। ফরৌণ নদীর তীরে যাবে। তখন তাকে বলবে প্রভু বলেছেন, ‘আমার উপাসনার জন্য আমার লোকেদের ছেড়ে দাও। [21]যদি তুমি তাদের ছেড়ে না দাও তাহলে তোমার ঘরে মাছির ঝাঁক ঢুকবে। শুধু তোমার ঘরেই নয় তোমার সভাসদগণ ও তোমার প্রজাদের ঘরেও মাছির ঝাঁক ঢুকবে। মিশরের প্রত্যেকটি ঘর মাছির ঝাঁকে পরিপূর্ণ হয়ে উঠবে। মিশরের মাঠে ঘাটে সর্বত্র শুধু ঝাঁকে ঝাঁকে মাছি উড়ে বেড়াবে! [22]কিন্তু মিশরীয়দের মতো ইস্রায়েলের লোকেদের আমি এই সমস্যা ভোগ করাবো না। গোশন প্রদেশে, যেখানে আমার লোকেরা বাস করে, সেখানে একটিও মাছি থাকবে না। কারণ সেখানে আমার লোকেরা বাস করে।

এর ফলে তুমি বুঝতে পারবে যে এই দেশে আমিই হলাম প্রভু। [23]সুতরাং আগামীকাল থেকেই তুমি আমার এই বিভেদ নীতির প্রমাণ পাবে।"'

[24]সুতরাং প্রভু তাই করলেন যা তিনি বলেছিলেন। ঝাঁকে ঝাঁকে মাছি মিশরে এসে গেল। ফরৌণের বাড়ী এবং তাঁর সভাসদগণের বাড়ী মাছিতে ভরে গেল। মাছিগুলোর জন্য সমগ্র মিশর ধ্বংস হল। [25]ফরৌণ মোশি এবং হারোণকে ডেকে বলল, "তোমরা তোমাদের ঈশ্বরকে এই দেশের মধ্যেই নৈবেদ্য উৎসর্গ করো।"

[26]কিন্তু মোশি বলল, ''না, তা এখানে করা ঠিক হবে না। কারণ প্রভু, আমাদের ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে পশু বলিদান মিশরীয়দের চোখে ভয়ঙ্কর ব্যাপার। আমরা যদি এখানে তা করি তাহলে মিশরীয়রা আমাদের দেখতে পেয়ে পাথর ছুঁড়ে হত্যা করবে। [27]তাই তিনদিনের জন্য আমাদের প্রভু ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে নৈবেদ্য উৎসর্গ করার জন্য আমাদের মরুপ্রান্তরে যেতে দিন। প্রভুই আমাদের এটা করতে বলেছেন।"

[28]সব শুনে ফরৌণ বলল, ''বেশ আমি তোমাদের মরুপ্রান্তরে যাবার ছাড়পত্র দিচ্ছি। তোমাদের প্রভু ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে নৈবেদ্য উৎসর্গ করার জন্য। কিন্তু মনে রেখো তোমরা কিন্তু বেশী দূর চলে যাবে না। এখন যাও এবং আমার জন্য প্রার্থনা করো।"

[29]তখন মোশি ফরৌণকে বলল, "দেখুন, আমি যাব এবং প্রভুকে অনুরোধ করব যাতে আগামীকাল তিনি আপনার কাছ থেকে, আপনার লোকেদের কাছ থেকে এবং আপনার সভাসদগণের কাছ থেকে মাছিগুলো সরিয়ে নেন। কিন্তু আপনি যেন আবার আগের মতো প্রভুকে নৈবেদ্য উৎসর্গ করার বিষয়টি নিয়ে পরে আপত্তি করবেন না।"

[30]এই কথা বলে মোশি ফরৌণের কাছ থেকে ফিরে এল এবং প্রভুর কাছে প্রার্থনা করল। [31]এবং মোশির প্রার্থনায় সাড়া দিয়ে প্রভু ফরৌণকে, সভাসদগণ ও প্রজাদের মাছির উপদ্রব থেকে রক্ষা করলেন। মিশর থেকে মাছিদের বের করে দিলেন। আর একটি মাছিও সেখানে রইল না। [32]কিন্তু ফরৌণ আবার জেদী হয়ে গেলেন এবং লোকেদের যেতে দিলেন না।

গবাদি পশুদের অসুখ

9 তারপর প্রভু মোশিকে বললেন, ফরৌণকে গিয়ে বল, ''প্রভু, ইস্রায়েলীয়দের ঈশ্বর বলেছেন, 'আমার লোকেদের আমার উপাসনা করার জন্য ছেড়ে দাও।' [2]তুমি যদি তাদের ধরে রাখো এবং যেতে বাধা দাও [3]তাহলে প্রভু তোমার গবাদি পশুদের বিরুদ্ধে তাঁর ক্ষমতা প্রয়োগ করবেন। তোমার সমস্ত ঘোড়া, গাধা, উট, গরু ও মেষের পাল প্রভুর কোপে এক ভয়ঙ্কর রোগের শিকার হবে। [4]কিন্তু প্রভু মিশরের পশুদের মতো ইস্রায়েলের পশুদের দুর্দশাগ্রস্ত করবেন না। ইস্রায়েলের লোকেদের কোনও পশু মারা যাবে না। [5]প্রভু আগামীকাল এই ঘটনা ঘটাবার জন্য সময় নির্বাচন করেছেন।"

[6]পরদিন, প্রভু যেমন বলেছিলেন তেমন করলেন। মিশরীয়দের সমস্ত গৃহপালিত পশু মারা গেল। কিন্তু ইস্রায়েলের লোকেদের কোনও পশু মারা গেল না। [7]ইস্রায়েলীয়দের কোনও পশু মারা গেছে কিনা তা দেখে আসতে ফরৌণ তার কর্মচারীদের পাঠালো এবং সে জানতে পারলো যে ইস্রায়েলীয়দের একটি পশুও মারা যায়নি। কিন্তু তবুও ফরৌণ জেদী হয়ে রইল এবং লোকেদের যেতে দিল না।

ফোঁড়া

[8]প্রভু মোশি এবং হারোণকে বললেন, ''একটা উনুন থেকে এক মুঠো ছাই নাও। মোশি তুমি সেই ছাই ফরৌণের সামনে বাতাসে ছুঁড়ে দাও। [9]এই ছাই ধূলিকণা হয়ে সারা মিশরে ছড়িয়ে পড়বে। এবং যখনই এই ধূলো মিশরের কোনও মানুষ বা পশুর গায়ে পড়বে তখনই তাদের গায়ে ফোঁড়া বের হবে।"

[10]তাই মোশি ও হারোণ চুল্লি থেকে ছাই নিয়ে ফরৌণের সামনে দাঁড়াল। মোশি সেই ছাই আকাশে ছুঁড়ে দিল আর পশু ও মানুষের গায়ে ফোঁড়া বের হতে লাগল। [11]যাদুকররা মোশির সঙ্গে প্রতিযোগীতা করতে পারল না। কারণ তাদেরও সারা গায়ে ফোঁড়া ছিল। মিশরের প্রতিটি জায়গায় এই রোগ দেখা দিল। [12]কিন্তু এতে প্রভু ফরৌণকে আরও উদ্ধত করে তুললেন। তাই ফরৌণ তাদের কথা শুনতে অস্বীকার করল। প্রভুর কথামতোই এসব ঘটেছিল।

শিলাবৃষ্টি

[13]এরপর প্রভু, ইস্রায়েলীয়দের ঈশ্বর মোশিকে বললেন, "সকালে উঠে ফরৌণের কাছে গিয়ে বলবে, প্রভু ঈশ্বর বলেছেন, 'আমার লোকেদের আমার উপাসনা করতে যেতে দাও। [14]যদি তুমি তা না কর, তবে আমি তোমার বিরুদ্ধে, তোমার সমস্ত রাজকর্মচারীদের এবং লোকেদের বিরুদ্ধে সমস্ত রকমের দুর্ভোগ পাঠাবো। তখন তুমি জানবে যে এই পৃথিবীতে আমার মতো ঈশ্বর আর নেই, [15]আমি আমার ক্ষমতা দিয়ে তোমাদের এমন রোগ দিতে পারি যা তোমাদের পৃথিবী থেকে মুছে দেবে। [16]কিন্তু আমি তোমাদের একটা কারণে এখানে রেখেছি। আমি তোমাকে আমার ক্ষমতা দেখানোর জন্য রেখেছি। যাতে সারা পৃথিবীর লোক আমার কথা জানতে পারে। [17]তুমি এখনো আমার লোকেদের সঙ্গে বিরোধিতা করছ এবং তাদের যেতে দিচ্ছ না।

[18]"তাই আগামীকাল এই সময়ে আমি এক ভয়ঙ্কর শিলাবৃষ্টি ঘটাবো। মিশরের শুরু থেকে আজ পর্যন্ত এই রকম ভয়ঙ্কর শিলাবৃষ্টি আর কখনো হয় নি। [19]এখন তুমি তোমার পশুদের একটি নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাও। তোমার ক্ষেতে যা কিছু আছে সব একটি নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাও। কেন? কারণ কোন লোক যদি ক্ষেতে পড়ে থাকে, তবে সে মারা যাবে; যদি কোন পশু মাঠে পড়ে থাকে সে মারা যাবে। তোমার বাড়ীর বাইরে যা

কিছু পড়ে থাকবে সে সব কিছুর ওপরেই শিলাবৃষ্টি হবে।'"

[20]ফরৌণের সেই কর্মচারীরা যারা প্রভুর বার্তাকে গুরুত্ব দিয়েছিল তারা তাদের পশু ও ক্রীতদাসদের ক্ষেত থেকে নিয়ে এলো এবং ঘরে রেখে দিল। [21]কিন্তু যে সব কর্মচারীরা প্রভুর বার্তা অগ্রাহ্য করেছিল তারা তাদের ক্রীতদাসদের ও পশুদের মাঠে রেখে দিল।

[22]প্রভু মোশিকে বললেন, "তোমার হাত আকাশের দিকে তোল, তাহলে মিশরের ওপর শিলাবৃষ্টি শুরু হয়ে যাবে। মিশরের সমস্ত ক্ষেতের মানুষ, পশু ও গাছপালার ওপর এই শিলাবৃষ্টি হবে।"

[23]তাই মোশি তার হাতের ছড়ি আকাশের দিকে তুলল, তারপর প্রভু ভূমির ওপর বজ্রনির্ঘোষ, শিলাবৃষ্টি ও অশনি ঘটালেন। সারা মিশরে শিলাবৃষ্টি হল। [24]শিলাবৃষ্টি হচ্ছিল এবং চারিদিকে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছিল। এই ধরণের ভয়ঙ্কর শিলাবৃষ্টি মিশরের শুরু থেকে আজ পর্যন্ত আগে কখনো হয়নি। [25]এই শিলাবৃষ্টি মিশরের ক্ষেতের সমস্ত কিছু, লোকজন ও পশুসহ গাছপালা ধ্বংস করে দিল। এই শিলাবৃষ্টিতে মাটির সমস্ত গাছ ভেঙ্গে পড়েছিল। [26]একমাত্র ইস্রায়েলের লোকদের বাসস্থান গোশন প্রদেশে শিলাবৃষ্টি হল না।

[27]ফরৌণ মোশি ও হারোণকে ডেকে বলল, "এইবার আমি পাপ করেছি। প্রভুই ঠিক ছিলেন। আমি ও আমার লোকেরা ভুল করেছি। [28]প্রভুর দেওয়া শিলাবৃষ্টি ও বজ্রপাত আর সহ্য হচ্ছে না। ঈশ্বরকে গিয়ে এই ঝড় থামাতে বল। তাহলে আমি তোমাদের যেতে দেব, তোমাদের আর এখানে থাকতে হবে না।"

[29]মোশি ফরৌণকে বললেন, "আমি যখন শহর ত্যাগ করে যাবো তখন আমি প্রভুকে প্রার্থনার ভঙ্গীতে আমার হাতগুলো ওপরে তুলব। এবং তারপর বজ্রপাত ও শিলাবৃষ্টি থামবে। তখন তুমি জানবে যে এই পৃথিবী প্রভুর অধিকারে। [30]কিন্তু আমি জানি যে তুমি এবং তোমার কর্মচারীরা এখনো প্রভুকে শ্রদ্ধা করো না।"

[31]যব ও শন গাছে ফুল এসে গিয়েছিল। তাই এই সমস্ত শস্য নষ্ট হয়ে গেল। [32]কিন্তু যেহেতু গম ও জনার বড় হল না তাই সেগুলো নষ্ট হল না।

[33]মোশি ফরৌণের কাছ থেকে শহরের বাইরে গেলেন, প্রভুকে প্রার্থনা করার ভঙ্গীতে তাঁর হাতগুলো ওপরে তুললেন এবং তৎক্ষণাৎ বজ্র, শিলাবৃষ্টি এমনকি বৃষ্টিও থেমে গেল।

[34]যখন ফরৌণ দেখল বৃষ্টি, বজ্রপাত ও শিলাবৃষ্টি থেমে গিয়েছে তখন সে আবার ভুল করল। সে ও তার কর্মচারীরা জেদী হয়ে গেল। [35]ফরৌণ উদ্ধত হল এবং ইস্রায়েলের লোকেদের যেতে দিতে অস্বীকার করল। এসবই হয়েছিল ঠিক প্রভু যেমন মোশিকে বলেছিলেন সেইরকম ভাবেই।

পঙ্গপাল

10 তারপর প্রভু মোশিকে বললেন, "ফরৌণের কাছে যাও, আমি তাকে ও তার কর্মচারীদের জেদী করে তুলেছি যাতে আমি আমার অলৌকিক শক্তি তাদের দেখাতে পারি। [2]আমি এটা এই কারণেও করেছি যাতে তোমরা, তোমাদের সন্তান এবং নাতি নাতনিদের আমি মিশরীয়দের বিরুদ্ধে কি কি করেছিলাম এবং মিশরে কেমন করে চিহ্ন-কার্য্যগুলি করেছিলাম তার সম্বন্ধে বলতে পারো। তাহলে তোমরা সবাই জানতে পারবে যে আমিই প্রভু।"

[3]তাই মোশি ও হারোণ ফরৌণের কাছে গেল এবং বলল, "প্রভু, ইস্রায়েলীয়দের ঈশ্বর বলেছেন, 'তুমি আর কতদিন প্রভুকে অমান্য করবে? আমার লোকেদের আমার উপাসনা করতে যেতে দাও। [4]তুমি যদি আমার আদেশ অমান্য কর তবে আগামীকাল আমি তোমাদের এই দেশে পঙ্গপাল নিয়ে আসব। [5]পঙ্গপালেরা সারা দেশ ঢেকে ফেলবে, চারিদিকে এত পঙ্গপাল আসবে যে তোমরা মাটি দেখতে পাবে না। শিলাবৃষ্টির হাত থেকে যা কিছু বেঁচে গিয়েছে সেসব পঙ্গপালেরা খেয়ে ফেলবে, মাঠের প্রত্যেকটি গাছের সমস্ত পাতা এই পঙ্গপালেরা খেয়ে ফেলবে।

[6]তোমার সমস্ত ঘর, তোমার কর্মচারীদের ঘর এবং মিশরের সব ঘর পঙ্গপালে ভরে যাবে। এত পঙ্গপাল হবে যা তোমার পিতামাতা অথবা তোমার পিতামহরা কখনো দেখেনি। মিশরে জনবসতি গড়ে ওঠার সময় থেকে আজ পর্যন্ত এত পঙ্গপাল আর কখনো কেউ দেখেনি।'" তারপর মোশি পিছন ফিরে ফরৌণকে ছেড়ে চলে গেল।

[7]এরপর ফরৌণের কর্মচারীরা তাকে জিজ্ঞাসা করল, "আর কতদিন আমরা এই লোকেদের ফাঁদে পড়ে থাকব? এদের ঈশ্বর, প্রভুর উপাসনা করতে যেতে দিন, আপনি যদি তা না করেন তবে আপনার বোঝার আগেই মিশর ছারখার হয়ে যাবে।"

[8]তখন ফরৌণ তার কর্মচারীদের বললেন মোশি ও হারোণকে ফিরিয়ে আনতে। তারা এলে ফরৌণ তাদের বললেন, "যাও, তোমরা তোমাদের প্রভু ঈশ্বরের উপাসনা কর। কিন্তু আমাকে বলে যাও ঠিক কারা কারা যাচ্ছে?"

[9]মোশি উত্তর দিল, "আমাদের সমস্ত লোক যুবক ও বৃদ্ধ সকলেই যাবে। আমরা আমাদের পুত্রদের, কন্যাদের, মেষ, গবাদি পশু এবং প্রত্যেকটি জিনিষ আমাদের সঙ্গে নিয়ে যাব। কারণ প্রভু আমাদের সকলকেই উৎসবে আমন্ত্রণ করেছেন।"

[10]ফরৌণ তাদের বললেন, "আমি তোমাদের ও তোমাদের সন্তানদের মিশরে ছেড়ে যেতে দেওয়ার আগে প্রভুকে সত্যিই তোমাদের সঙ্গে থাকতে হবে! দেখ তোমাদের নিশ্চয়ই কোন কু-মতলব আছে। [11]শুধুমাত্র পুরুষরাই প্রভুর উপাসনা করতে পারবে কারণ প্রথমে তোমরা একথাই বলেছিলে। কিন্তু তোমাদের সব লোক যেতে পারবে না।" এরপর ফরৌণ মোশি ও হারোণকে বিদায় দিলেন।

[12]প্রভু এবার মোশিকে বললেন, "তুমি মিশরের ওপর তোমার হাত মেলে দাও। তাতে পঙ্গপালেরা

আসবে। সারা মিশর পঙ্গপালে ভরে যাবে। শিলাবৃষ্টিতে যে সব গাছ নষ্ট হয়নি সেগুলি পঙ্গপাল খেয়ে ফেলবে।"

[13]মোশি তার হাতের ছড়ি মিশরের ওপর তুলে ধরল। এবং প্রভু পূর্ব দিক থেকে এক প্রবল বাতাস পাঠালেন। সারা দিন সারা রাত ধরে সেই হাওয়া বয়ে গেল। এবং সকালবেলা সেই হাওয়ায় পঙ্গপালরা এসে মিশরে ঢুকে পড়ল। [14]পঙ্গপালেরা উড়ে এসে মিশরের মাটিতে বসল। এত পঙ্গপাল ইতিপূর্বে কখনো মিশরে দেখা যায় নি আর পরবর্তী কালেও কখনো দেখা যাবে না। [15]পঙ্গপালেরা মাটি ঢেকে ফেলল এবং সারা দেশ অন্ধকারে ঢেকে গেল। শিলাবৃষ্টি যা ধ্বংস করে নি সে সমস্ত গাছ এবং গাছের ফল পঙ্গপাল খেয়ে ফেলল, মিশরের কোথাও কোনও গাছ বা লতা-পাতাও অবশিষ্ট রইল না।

[16]ফরৌণ তাড়াতাড়ি মোশি ও হারোণকে ডেকে পাঠিয়ে বললেন, "আমি তোমাদের ও তোমাদের প্রভু ঈশ্বরের কাছে পাপ করেছি। [17]এবারকার মতো আমার অপরাধ ক্ষমা করে দাও। তোমাদের প্রভুকে বল এই পঙ্গপালগুলোকে সরিয়ে নিতে।"

[18]মোশি ফরৌণের কাছ থেকে চলে গেল এবং প্রভুর কাছে তার জন্য প্রার্থনা করল। [19]প্রভু হাওয়ার দিক পরিবর্তন করে পশ্চিম দিক থেকে বাতাস পাঠালেন, এই প্রবল হাওয়ায় সমস্ত পঙ্গপাল মিশর থেকে বেরিয়ে গিয়ে সূফ সাগরে পড়ল। মিশরে আর একটিও পঙ্গপাল রইল না। [20]কিন্তু প্রভু আবার ফরৌণকে জেদী করে তুললেন এবং ফরৌণ ইস্রায়েলের লোকেদের যেতে দিলেন না।

অন্ধকার

[21]তারপর প্রভু মোশিকে বললেন, ''তোমার হাত উপরে আকাশের দিকে তোল যাতে সারা মিশর অন্ধকারে ঢেকে যায়। অন্ধকার এত গাঢ় হবে যে তোমরা তা অনুভব করতে পারবে।"

[22]তাই মোশি আকাশের দিকে হাত তুলল, তখন কালো মেঘ এসে মিশরকে ঢেকে ফেলল। তিনদিন ধরে এই অন্ধকার রইল। [23]কেউ কাউকে দেখতে পেল না বা কেউ উঠে কোথাও যেতে পারল না। কিন্তু ইস্রায়েলীয়রা যেখানে বাস করত সেখানে আলো ছিল।

[24]আবার ফরৌণ মোশিকে ডেকে পাঠিয়ে বললেন, ''যাও গিয়ে তোমাদের প্রভুর উপাসনা কর! তোমরা তোমাদের সন্তানদের নিয়ে যেতে পারবে কিন্তু গরু বা মেষের দল নিতে পারবে না, এখানে রেখে যাবে।"

[25]মোশি বলল, "না, আমাদের প্রভু ঈশ্বরকে উৎসর্গ এবং হোমবলি দেওয়ার জন্য তোমাকে আমাদের পশুসমূহ দিতে হবে। [26]হ্যাঁ আমরা আমাদের পশুসমূহ প্রভুর উপাসনার জন্য নিয়ে যাব। আমরা একটা ক্ষুরও ফেলে যাব না। কারণ আমরা জানি না আমাদের প্রভু ঈশ্বরের উপাসনার জন্য ঠিক কি কি লাগবে। একথা আমরা আমাদের গন্তব্যস্থলে পৌঁছে জানতে পারব। তাই আমরা এ সবকিছুই সঙ্গে নিয়ে যাব।"

[27]প্রভু আবার ফরৌণকে জেদী করে তুললেন এবং ফরৌণ তাদের যেতে বাধা দিলেন। [28]ফরৌণ মোশিকে বললেন, ''এখান থেকে দূর হয়ে যাও, আর কখনো যেন এখানে তোমাকে না দেখি, যদি তুমি এখানে আমার কাছে দেখা করতে আসো তবে তোমায় মরতে হবে।"

[29]তখন মোশি বলল, ''তুমি একটা কথা ঠিকই বলেছো, আমি আর কখনো তোমার কাছে আসব না।"

প্রথম জাতকের মৃত্যু

11 প্রভু তখন মোশিকে বললেন, ''মিশর এবং ফরৌণের বিরুদ্ধে আমি আরেকটি বিপর্যয় বয়ে আনব। তারপর, সে তোমাদের সবাইকে পাঠিয়ে দেবে। বস্তুত, সে তোমাদের চলে যেতে বাধ্য করবে।* [2]তুমি ইস্রায়েলের লোকেদের এই বার্তা পাঠাবে: 'নারী ও পুরুষ নির্বিশেষে তোমরা নিজের নিজের প্রতিবেশীদের কাছ থেকে সোনা ও রূপোর অলঙ্কার চাইবে। [3]প্রভু মিশরীয়দের তোমাদের প্রতি দয়ালু করে তুলবেন। মিশরের লোকেরা, এমনকি ফরৌণের কর্মচারীরা মোশিকে এক মহান ব্যক্তির মর্যাদা দেবে।"'

[4]মোশি লোকেদের জানাল, ''প্রভু বলেছেন, 'আজ মধ্যরাত নাগাদ আমি মিশরের মধ্যে দিয়ে যাব। [5]এবং তার ফলে মিশরীয়দের সমস্ত প্রথমজাত পুত্ররা মারা যাবে। রাজা ফরৌণের প্রথমজাত পুত্র থেকে শুরু করে যাঁতাকলে শস্য পেষণকারিণী দাসীর প্রথমজাত পুত্র পর্যন্ত সবাই মারা যাবে। এমনকি পশুদেরও প্রথম শাবক মারা যাবে। [6]তারপর, সমস্ত মিশরে এমন জোরে কান্নার রোল উঠবে যা অতীতে কখনও হয়নি এবং যা ভবিষ্যতেও কখনও হবে না।

[7]কিন্তু ইস্রায়েলের লোকেদের কোনরকম ক্ষতি হবে না। এমনকি কোনো কুকুর পর্যন্ত ইস্রায়েলীয়দের অথবা তাদের পশুদের দিকে ঘেউ ঘেউ করে চিৎকার করবে না। এর ফলে, তোমরা বুঝতে পারবে আমি মিশরীয়দের থেকে ইস্রায়েলীয়দের সঙ্গে কতখানি অন্যরকম আচরণ করি। [8]তখন তোমাদের সমস্ত (মিশরীয় কর্মচারীরা) নতজানু হবে এবং আমার উপাসনা করবে। তারা বলবে, ''তুমি তোমার সমস্ত লোককে তোমার সঙ্গে নিয়ে চলে যাও।'' তখন মোশি ক্রোধে ফরৌণকে ছেড়ে চলে গেল।'"

[9]প্রভু এরপর মোশিকে আরও বললেন যে, ''ফরৌণ তোমার কথা শোনেনি। কেন শোনেনি? শোনেনি বলেই তো আমি মিশরের ওপর আমার মহাশক্তির প্রভাব দেখাতে পেরেছিলাম।" [10]মোশি ও হারোণ ফরৌণের কাছে গিয়েছিল এবং এই সমস্ত অলৌকিক কাজগুলো করেছিল। কিন্তু প্রভু ফরৌণের হৃদয়কে উদ্ধত

তারপর ... করবে অথবা "তারপর সে তোমাদের এই জায়গা থেকে পাঠিয়ে দেবে। যেমন একজন পুরুষ তার স্ত্রীকে পরিত্যাগ করে, সে তোমাদের যৌতুকসহ পাঠিয়ে দেবে। প্রাচীন ইস্রায়েলে, যদি একজন পুরুষ বিবাহ বিচ্ছেদ করত তাকে তার স্ত্রী বিয়েতে যা অর্থ এনেছিল সেটা অবশ্যই ফেরৎ দিতে হতো।"

করেছিলেন যাতে সে ইস্রায়েলীয়দের তার দেশ থেকে যেতে না দেয়।

নিস্তারপর্ব

12 মোশি ও হারোণ মিশরে থাকার সময় প্রভু তাদের বললেন, [2]"এই মাস হবে তোমাদের জন্য বছরের প্রথম মাস, [3-5]এই আদেশ সমস্ত ইস্রায়েলবাসীর জন্য: এই মাসের দশম দিনে প্রত্যেকে তার বাড়ীর জন্য একটি করে পশু জোগাড় করবে। পশুটি একটি মেষ অথবা একটি ছাগলও হতে পারে। যদি তার বাড়ীতে একটি গোটা পশুর মাংস খাওয়ার মতো যথেষ্ট লোক না থাকে তবে সে তার কিছু প্রতিবেশীকে মাংস ভাগ করে খাওয়ার জন্য নিমন্ত্রণ করবে। প্রত্যেকের খাওয়ার জন্য যথেষ্ট মাংস থাকবে। পশুটিকে হতে হবে একটি এক বছরের পুংশাবক এবং সম্পূর্ণরূপে স্বাস্থ্যবান। [6]মাসের চতুর্দশ দিন পর্যন্ত এই পশুটির ওপর তোমাদের নজর রাখতে হবে। সেইদিন ইস্রায়েলীয় মণ্ডলীর সমস্ত লোকেরা এই পশুটিকে গোধূলি বেলায় হত্যা করবে। [7]তোমরা এই প্রাণীর রক্ত সংগ্রহ করবে, যে বাড়ীতে লোকেরা ভোজ খাবে সেই বাড়ীর দরজার কাঠামোর ওপরে ও পাশে এই রক্ত লাগিয়ে দেবে।

[8]"এই দিন রাতে তোমরা মেষটিকে পুড়িয়ে তার মাংস খাবে। তোমরা তেঁতো শাক ও খামিরবিহীন রুটিও খাবে। [9]মেষটিকে কাঁচা অথবা জলে সিদ্ধ করা অবস্থায় তোমাদের খাওয়া উচিৎ হবে না, কিন্তু আগুনের তাপে সেঁকবে। মেষশাবকটির মাথা, পা এবং ভিতরের অংশ সবকিছুই অক্ষুন্ন থাকবে। [10]তোমরা সব মাংস রাতের মধ্যেই খেয়ে শেষ করবে। যদি পরদিন সকালে কিছু অবশিষ্ট থাকে তবে তা পুড়িয়ে ফেলবে।

[11]"যখন তোমরা আহার করবে তখন তোমরা যাত্রার জন্য পুরোপুরি প্রস্তুত হয়ে থাকার পোশাকে থাকবে। তোমাদের পায়ে জুতো থাকবে, হাতে ছড়ি থাকবে এবং তোমরা তাড়াহুড়ো করে খাবে। কারণ এ হল প্রভুর নিস্তারপর্ব।

[12]"আমি মিশরীয়দের প্রথমজাত শিশুগুলিকে এবং তাদের সমস্ত পশুর প্রথমজাত শাবকগুলিকে হত্যা করব। এইভাবে, আমি মিশরের সমস্ত দেবতাদের ওপর রায় দেব যাতে তারা জানতে পারে যে আমিই প্রভু। [13]কিন্তু তোমাদের দরজায় লাগানো রক্ত একটি বিশেষ চিহ্নের কাজ করবে। যখন আমি ওই রক্ত দেখব তখন আমি তোমাদের বাড়ীগুলোর ওপর দিয়ে চলে যাব। আমি শুধু মিশরের লোকেদের ক্ষতি করব। কিন্তু এই সব মারাত্মক রোগে তোমাদের কোন ক্ষতি হবে না।

[14]"তাই তোমরা সবসময় মনে রাখবে যে, আজ তোমাদের একটি বিশেষ ছুটির দিন। তোমাদের উত্তরপুরুষরা এই ছুটির দিনের মাধ্যমে প্রভুকে সম্মান জানাবে। [15]এই ছুটিতে তোমরা সাতদিন ধরে খামিরবিহীন রুটি খাবে, ছুটির প্রথম দিনে তোমরা তোমাদের বাড়ী থেকে সমস্ত খামির সরিয়ে ফেলবে। এই ছুটিতে পুরো সাত দিন ধরে কেউ কোন খামির খাবে না। যদি কেউ সেটা খায় তবে সেই ব্যক্তিকে ইস্রায়েলীয়দের থেকে আলাদা করে দেওয়া হবে। [16]এই ছুটির প্রথম ও শেষ দিনে পবিত্র সমাগম অনুষ্ঠিত হবে। তোমরা এই দিনগুলোতে কোন কাজ করবে না। তোমরা এই দিনগুলিতে একমাত্র তোমাদের আহারের জন্য খাদ্য তৈরী করতে পারবে। [17]তোমরা খামিরবিহীন রুটির উৎসবের কথা মনে রাখবে। কেন? কারণ এই দিন আমি তোমাদের সব লোককে দলে দলে মিশর থেকে বের করে এনেছিলাম, তাই তোমাদের সব উত্তরপুরুষ এই দিনটি স্মরণ করবে, এই নিয়ম চিরকাল থাকবে। [18]তাই প্রথম মাসের চতুর্দশ দিন বিকেলে তোমরা খামিরবিহীন রুটি খাওয়া শুরু করবে। তোমরা ঐ রুটিটি ঐ মাসের একবিংশ দিনের সন্ধ্যা পর্যন্ত খাবে। [19]সাতদিন ধরে তোমাদের ঘরে কোন খামির থাকবে না, যে কোন ব্যক্তি সে ইস্রায়েলের নাগরিক হোক বা বিদেশী, যে এই সময়ে খামির খাবে তাকে ইস্রায়েলের বাকি লোকেদের থেকে আলাদা করে দেওয়া হবে। [20]এই ছুটিতে তোমরা অবশ্যই খামির খাবে না, তোমরা যেখানেই থাক না কেন খামিরবিহীন রুটি খাবে।"

[21]তাই মোশি ইস্রায়েলীয়দের সমস্ত প্রবীণদের ডেকে বলল, "তোমাদের পরিবারের জন্য মেষশাবক জোগাড় কর এবং নিস্তারপর্বের জন্য মেষশাবকটিকে হত্যা কর। [22]এক আঁটি করে এসোব নিয়ে পাত্রে রাখা রক্তে ডুবিয়ে তা দিয়ে দরজার কাঠামোর ওপর ও পাশের দিক রঙ করো। সকালের আগে কেউ নিজের বাড়ী ত্যাগ করবে না। [23]এই সময়, প্রভু মিশরের ভেতর দিয়ে মিশরীয়দের হত্যা করতে যাবেন। যখন তিনি দরজার কাঠামোর পাশে ও ওপরে রক্তের প্রলেপ দেখবেন, তখন তিনি সেই দরজাগুলোর ওপর দিয়ে যাবেন। প্রভু ধ্বংসকারীকে তোমাদের বাড়ীতে এসে আঘাত করতে দেবেন না। [24]তোমরা অবশ্যই এই আদেশ মনে রাখবে, এই বিধি তোমাদের ও তোমাদের উত্তরপুরুষদের জন্য চিরকাল থাকবে। [25]যখন তোমরা প্রভুর প্রতিশ্রুতি মত তাঁর দেওয়া ভূখণ্ডে যাবে তখন তোমাদের এই জিনিষগুলি অবশ্যই মনে রাখতে হবে। [26]যখন তোমাদের সন্তানেরা জিজ্ঞাসা করবে, 'আমরা কেন এই উৎসব করছি?' [27]তখন তোমরা বলবে, 'এই নিস্তারপর্ব প্রভুকে সম্মান জানাবার জন্য। কেন? কারণ যখন আমরা মিশরে ছিলাম তখন প্রভু আমাদের ইস্রায়েলবাসীদের বাড়ীগুলিকে নিস্তার দিয়েছিলেন। প্রভু মিশরীয়দের হত্যা করেছিলেন কিন্তু আমাদের লোকেদের বাড়ীগুলো রক্ষা করেছিলেন। সুতরাং লোকে নত হয়ে প্রভুর উপাসনা করল।'"

[28]প্রভু মোশি ও হারোণকে এই আদেশ দিয়েছিলেন তাই ইস্রায়েলবাসী প্রভুর আদেশমতো কাজ করল।

[29]মধ্যরাতে মিশরের সমস্ত প্রথম নবজাতক পুত্রদের প্রভু হত্যা করেছিলেন। ফরৌণের প্রথমজাত পুত্র থেকে জেলের বন্দীর প্রথমজাত পুত্র পর্যন্ত। সমস্ত পশুর প্রথমজাত শাবককেও হত্যা করা হল। [30]সেই রাতে মিশরের প্রত্যেক ঘরে কেউ না কেউ মারা গেল। ফরৌণ,

তার কর্মচারী ও মিশরের সমস্ত লোক উচ্চস্বরে কান্না শুরু করল।

ইস্রায়েলীয়দের মিশর ত্যাগ

[31]তাই, সেই রাতে ফরৌণ মোশি ও হারোণকে ডেকে বললেন, ‘‘উঠে পড়, আমাদের লোকেদের ছেড়ে দাও এবং চলে যাও। তুমি ও তোমার ইস্রায়েলের লোকেরা যা ইচ্ছা তাই করতে পার। তোমরা যেমন বলেছিলে, গিয়ে প্রভুর উপাসনা কর। [32]তোমাদের চাহিদা মতো সমস্ত গরু ও মেষের দল তোমরা নিয়ে যেতে পারো। যাও! যখন তোমরা যাবে আমায় আশীর্বাদ করার জন্য প্রভুর কাছে প্রার্থনা করো।” [33]মিশরীয়রা তাদের তাড়াতাড়ি চলে যাবার জন্য মিনতি করল। কেন? কারণ তারা বলল, ‘‘তোমরা না চলে গেলে আমরা সকলে মারা যাব!”

[34]ইস্রায়েলীয়রা তাদের রুটিতে খামির দেবার সময় পেল না। তারা ভিজে ময়দার তালের পাত্র কাপড়ে জড়িয়ে কাঁধে বয়ে নিয়ে চলল। [35]তারপর ইস্রায়েলের লোকেরা মোশির কথামতো তাদের মিশরীয় প্রতিবেশীদের কাছে গিয়ে কাপড় ও সোনা-রূপার তৈরী জিনিষ চাইল।

[36]প্রভু মিশরীয়দের ইস্রায়েলীয়দের প্রতি দয়ালু করে তুললেন যাতে মিশরীয়রা তাদের ধনসম্পদ ইস্রায়েলবাসীদের হাতে তুলে দেয়! এইভাবে, ইস্রায়েলীয়রা মিশরীয়দের লুণ্ঠন করল।

[37]ইস্রায়েলের লোকেরা রামিষেষ থেকে সুক্কোতে যাত্রা করল। শিশুরা ছাড়াই সেখানে প্রায় 6,00,000 লোক ছিল। [38]সেখানে প্রচুর মেষ, গবাদি পশু এবং জিনিষপত্র ছিল। তাদের সঙ্গে অনেক অ-ইস্রায়েলীয় লোক গিয়েছিল। [39]যেহেতু তাদের মিশরের বাইরে যেতে বাধ্য করা হয়েছিল, সেইহেতু তারা মাখা ময়দায়, যেটা তারা মিশর থেকে এনেছিল, খামির মেশাবার সময় পায়নি। এবং যাত্রার জন্য কোন বিশেষ খাবার প্রস্তুত করারও সময় হয়নি। তাই তারা খামিরবিহীন রুটিই সেঁকে নিয়েছিল।

[40]ইস্রায়েলবাসীরা 430 বছর ধরে মিশরে বাস করেছিল। [41]প্রভুর সৈন্যরা* 430 বছর পর সেই বিশেষ দিনে মিশর ত্যাগ করেছিল। [42]তাই সেটা ছিল একটি বিশেষ রাত্রি কারণ প্রভু তাদের মিশর থেকে বের করে আনার জন্য লক্ষ্য রাখছিলেন। সেইভাবে, সমস্ত ইস্রায়েলবাসীরা প্রভুকে সম্মান জানানোর জন্য চিরকাল এই বিশেষ রাতটির প্রতি লক্ষ্য রাখবে।

[43]প্রভু মোশি ও হারোণকে বললেন, ‘‘এই হল নিস্তারপর্বের বলির নিয়মাবলী: কোন বিদেশী এই নিস্তারপর্বে আহার করবে না। [44]কিন্তু যদি কোন ব্যক্তি কোন দাস কেনে এবং তাকে সুন্নৎ করায় তাহলে সেই দাস নিস্তারপর্ব খেতে পারবে। [45]কিন্তু যে লোক তোমার দেশের একজন সাময়িক বাসিন্দা বা ভাড়াকরা কর্মী তার নিস্তারপর্ব ভোজ খাওয়া উচিৎ নয়। এই নিস্তারপর্ব শুধুমাত্র ইস্রায়েলের লোকেদের জন্য।

[46]‘‘প্রত্যেক পরিবার একটি বাড়ীতেই আহার করবে। কোনও খাবার বাড়ীর বাইরে যাবে না, মেষ শাবকের কোন হাড় ভাঙ্গবে না। [47]সমস্ত ইস্রায়েল প্রজাতির মানুষ এই উৎসব পালন করবে। [48]যদি ইস্রায়েলীয় ছাড়া অন্য কোন উপজাতির লোক তোমাদের সঙ্গে থাকে এবং তোমাদের খাবারে ভাগ বসাতে চায় তবে তাকে এবং তার পরিবারের প্রত্যেক পুরুষকে সুন্নৎ করাতে হবে। তাহলে সে অন্যান্য ইস্রায়েলীয়দের সমকক্ষ হয়ে যাবে এবং তাদের সঙ্গে খাবার ভাগ করে খেতে পারবে। কিন্তু যদি কোন ব্যক্তির সুন্নৎ না করানো হয় তবে সে এই খাবার আহার করতে পারবে না। [49]এই নিয়ম সকলের জন্যই প্রযোজ্য। এই নিয়মটি ইস্রায়েলীয় অথবা অ-ইস্রায়েলীয় সকলের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য।”

[50]তাই প্রভু মোশি ও হারোণকে যা আদেশ দিয়েছিলেন সমস্ত ইস্রায়েলের লোক তা পালন করল। [51]তাই সেই দিন প্রভু এইভাবে দলে দলে ইস্রায়েলবাসীদের মিশর দেশ থেকে বের করে আনলেন।

13 তখন প্রভু মোশিকে বললেন, [2]‘‘ইস্রায়েলের প্রতিটি নারীর প্রথমজাত পুত্র সন্তানকে আমার উদ্দেশ্যে দান কর। এমনকি প্রত্যেকটি পশুর প্রথম পুরুষ শাবকটিও আমার হবে।”

[3]মোশি লোকেদের বলল, ‘‘এই দিনটিকে মনে রেখো। তোমরা মিশরের ক্রীতদাস ছিলে। কিন্তু প্রভু তাঁর মহান শক্তি দিয়ে এই দিনে তোমাদের দাসত্বের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করেছেন। তোমরা খামিরবিহীন রুটি খাবে। [4]আজ আবীব মাসের (বসন্তকালের) এই দিনে তোমরা মিশর ত্যাগ করেছ। [5]প্রভু তোমাদের পূর্বপুরুষদের কাছে কনানীয়, হিত্তীয়, ইমোরীয়, হিব্বীয় ও যিবূষীয়দের দেশ তোমাদের দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। প্রভু তোমাদের বহু ভাল জিনিসে ভরা ভূখণ্ডে নিয়ে আসার পর তোমরা অবশ্যই প্রতি বছর প্রথম মাসের এই বিশেষ দিনে উপাসনা করবে।

[6]‘‘সাতদিন ধরে তোমরা খামিরবিহীন রুটি খাবে। সাতদিনের দিন ভোজন উৎসব করবে। এই মহাভোজ উৎসব হবে প্রভুকে সম্মান জানানোর উদ্দেশ্যে। [7]তাই, সাতদিন ধরে তোমরা খামিরবিহীন রুটি খাবে। তোমাদের দেশের কোথাও কোন খামিরবিশিষ্ট রুটি অবশ্যই থাকবে না। [8]সেইদিন তোমরা তোমাদের সন্তানদের বলবে, ‘প্রভু আমাদের মিশর দেশ থেকে উদ্ধার করে এনেছেন বলে আমরা এই মহাভোজ উৎসব পালন করি।’

[9]‘‘এই বিশ্রামের দিনটিকে কোনও বিশেষ দিনে হাতে বাঁধা সুতোর মতো তোমাদের মনে রাখা উচিৎ।* মনে

প্রভুর সৈন্য ইস্রায়েলের লোকেরা।

এই ... উচিৎ আক্ষরিক অর্থে, “তোমার হাতে একটি দাগ এবং তোমার চক্ষুদ্বয়ের মাঝখানে একটি স্মারক-চিহ্ন।” একজন ইহুদী তার সম্বন্ধে ঈশ্বরের বিধিগুলি মনে রাখার জন্য তার হাতে এবং কপালে যে বিশেষ জিনিসটি বাঁধে এখানে সম্ভবতঃ সে কথারই উল্লেখ করা হচ্ছে।

রাখবে দুই চোখের মাঝখানে কপালে লাগানো তিলকের মতো। এই ছুটির দিনটি তোমাদের প্রভুর শিক্ষামালাকে মনে রাখতে সাহায্য করবে। এটা তোমাদের সাহায্য করবে প্রভুর মহান শক্তিকে মনে রাখতে যিনি তোমাদের মিশর থেকে মুক্ত করেছেন। [10]সুতরাং প্রতি বছর ছুটির দিনটিকে তোমরা সঠিক সময়ে স্মরণ করবে।

[11]"তোমাদের পূর্বপুরুষদের এবং তোমাদের কাছে প্রতিশ্রুতিমত প্রভু তোমাদের কনানীয়দের দেশে নিয়ে যাবেন। কিন্তু প্রভু তোমাদের পূর্বপুরুষদের কাছে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে তোমাদের তিনি এই দেশ দিয়ে দেবেন। ঈশ্বর তোমাদের এই দেশ দেওয়ার পর, [12]তোমরা কিন্তু তাঁকে তোমাদের প্রথম পুত্র সন্তান এবং ভূমিষ্ঠ হওয়া প্রথম পুরুষ শাবককে প্রভুর উদ্দেশ্যে দান করবে।

[13]প্রতিটি গাধার প্রথমজাত পুরুষ শাবককে প্রতিটি মেষ শাবকের বিনিময়ে প্রভুর কাছ থেকে কিনে মুক্ত করে আনতে পারবে। যদি মুক্ত করতে না পারো তাহলে গাধার শাবকটিকে ঘাড় মটকে হত্যা করবে। এবং সেটাই হবে প্রভুর প্রতি নৈবেদ্য। কিন্তু মানুষের প্রথমজাত পুত্র সন্তানদের অবশ্যই প্রভুর কাছ থেকে ফেরত নিয়ে আসতে হবে।

[14]"ভবিষ্যতে তোমাদের সন্তানরা জিজ্ঞাসা করবে, তোমরা এগুলো কেন করলে, 'এগুলোর মানেই বা কি?' তখন তোমরা বলবে, 'আমরা মিশরে দাসত্ব করতাম। কিন্তু প্রভুই তাঁর মহান শক্তি প্রয়োগ করে আমাদের মিশর দেশ থেকে উদ্ধার করে এনেছিলেন। [15]মিশরে ফরৌণ ছিল ভীষণ জেদী। সে কিছুতেই আমাদের মুক্তি দিচ্ছিল না। তাই প্রভু তখন সে দেশের প্রত্যেক প্রথমজাত সন্তানদের হত্যা করেছিলেন। প্রভু মানুষ ও পশু উভয়েরই প্রথমজাত পুরুষসন্তানদের হত্যা করেছিলেন। সেইজন্যই আমরা সমস্ত প্রথমজাত পুং পশুদের প্রভুর কাছে উৎসর্গ করি এবং প্রভুর কাছ থেকে আমাদের প্রথমজাত পুত্র সন্তানদের কিনে নিই।' [16]এরই চিহ্ন হিসাবে তোমাদের হাতে সুতো বাঁধা এবং দুই চোখের মাঝখানে তিলক। যাতে তোমরা মনে রাখতে পার যে প্রভু তাঁর পরাক্রম শক্তি প্রয়োগ করে আমাদের মিশর দেশ থেকে উদ্ধার করে এনেছেন।"

মিশর দেশ ত্যাগ করার যাত্রাপথ

[17]ফরৌণ যখন লোকেদের চলে যেতে দিলেন, ঈশ্বর তাদের পলেষ্টীয় দেশের মধ্যে দিয়ে ভূমধ্যসাগর বরাবর সহজ সমুদ্র পথ ব্যবহার করতে দেননি, যদিও সেটা ছিল। ঈশ্বর বলেছিলেন, "ঐ দিক দিয়ে গেলে যুদ্ধ করতে হবে। তখন লোকেরা মত পরিবর্তন করে আবার মিশরেই ফিরে যেতে পারে।"

[18]তাই ঈশ্বর তাদের সূফ সাগরের দিকবর্তী মরুভূমির মধ্যে দিয়ে নিয়ে এসেছিলেন। মিশর ত্যাগ করার সময় ইস্রায়েলের লোকেরা যুদ্ধের পোশাকে নিজেদের সজ্জিত করল।

যোষেফ ঘরে গেল

[19]মোশি যোষেফের অস্থি বয়ে নিয়ে চলল। (যোষেফ মারা যাবার আগে ইস্রায়েলের পুত্রদের এই কাজ করার প্রতিশ্রুতি করিয়ে নিয়েছিল। যোষেফ বলেছিল, "ঈশ্বর তোমাদের যখন রক্ষা করবেন তখন তোমরা মিশর দেশ থেকে আমার অস্থি সকল বয়ে নিয়ে এসো।")

প্রভু তাঁর লোকেদের নেতৃত্ব দিলেন

[20]ইস্রায়েলীয়রা সুক্কোৎ ছেড়ে এসেছিল এবং এথমে, যেটা মরুভূমির কাছে ছিল, সেখানে তাঁবু গাড়ল। [21]প্রভু সেই সময় তাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে এলেন। সেই যাত্রার সময়ে প্রভু পথ দেখানোর জন্য দিনের বেলায় লম্বা মেঘ স্তম্ভ এবং রাতের বেলায় আগুনের শিখা ব্যবহার করতেন। ঐ আগুনের শিখা রাতের বেলায় তাদের পথ চলার আলো জোগাতো। [22]লম্বা মেঘ স্তম্ভ সারাদিন তাদের সঙ্গে থাকত এবং রাতে থাকত আগুনের শিখা।

14 তারপর প্রভু মোশিকে বললেন, [2]"ওদের বলো, মিগ্‌দোল এবং সূফ সাগরের মাঝখানে বাল্‌সফোনের সামনে রাত্রিযাপন করতে। [3]তাহলে ফরৌণ ভাববে যে ইস্রায়েলের লোকেরা মরুভূমিতে হারিয়ে গেছে। ওদের আর কোথাও যাবার জায়গা নেই। [4]তখন আমি ফরৌণকে সাহসী করে তুলব যাতে সে তোমাদের তাড়া করে। কিন্তু শেষপর্যন্ত আমি ফরৌণ ও তার সেনাদের পরাজিত করব। এটা আমার সম্মান বাড়াবে। এবং মিশরের লোকেরা তখন জানতে পারবে যে আমিই প্রভু।" ইস্রায়েলের লোকেরা ঈশ্বরের কথামতোই কাজ করল।

ফরৌণ ইস্রায়েলীয়দের তাড়া করলেন

[5]মিশরের রাজা খবর পেলেন যে ইস্রায়েলীয়রা পালিয়েছে। এই খবর শুনে ফরৌণ ও তাঁর সভাসদেরা আগের মত মন পরিবর্তন করলেন। ফরৌণ বললেন, "আমরা কেন ইস্রায়েলীয়দের যেতে দিলাম? কেন ওদের পালাতে দিলাম? এখন আমরা আমাদের ক্রীতদাসদের হারালাম।"

[6]সুতরাং ফরৌণ তাঁর রথে চড়ে লোকজন সমেত ফিরে গেলেন। [7]ফরৌণ তাঁর সব চেয়ে ভালো 600 জন সারথীকে নিলেন। প্রত্যেকটি রথে একজন করে বিশিষ্ট সভাসদ ছিল। [8]ইস্রায়েলীয়রা তাদের যুদ্ধ জয়ে উঁচু করা অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ছেড়ে যাচ্ছিল। কিন্তু মিশরের রাজা ফরৌণ, যাঁর হৃদয় প্রভুর দ্বারা উদ্ধত হয়েছিল ইস্রায়েলীয়দের তাড়া করলেন।

[9]মিশরীয় সৈন্যরা তাদের তাড়া করল। ফরৌণের সমস্ত অশ্বারোহী, রথারোহী এবং সৈন্য ইস্রায়েলীয়দের ধরে ফেলল যখন তারা সূফ সাগরের কাছে বাল্‌সফোনের পূর্বে পী-হহীরোতে শিবির করেছিল।

[10]ইস্রায়েলের লোকেরা দেখতে পেল ফরৌণ এবং তাঁর সেনারা তাদের দিকে এগিয়ে আসছে। তখন তারা ভয় পেয়ে প্রভুর কাছে সাহায্যের জন্য চিৎকার করে

উঠল। 11তারা মোশিকে বলল, "কেন তুমি আমাদের মিশর থেকে বের করে আনলে? কেন মরার জন্য তুমি আমাদের এই মরুভূমিতে নিয়ে এলে? আমরা অন্তত মিশরে তো শান্তিতে মরতে পারতাম। সেখানে আর কিছু থাক না থাক প্রচুর কবর ছিল। 12এরকম যে ঘটতে পারে তা কিন্তু আমরা আগেই বলেছিলাম। আমরা বলেছিলাম, 'অনুগ্রহ করে আমাদের বিরক্ত কোরো না। আমাদের এখানেই থাকতে দাও, মিশরীয়দের সেবা করতে দাও।' এই মরুভূমিতে এসে মরার থেকে মিশরীয়দের দাসত্ব অনেক ভাল ছিল।"

13কিন্তু মোশি উত্তরে বলল, ''ভয় পেয়ে পালিয়ে যেও না! দেখো, প্রভু কিভাবে আজ তোমাদের রক্ষা করবেন। তোমরা আর কোনও দিন মিশরীয়দের দেখতে পাবে না। 14তোমাদের কিছুই করতে হবে না। শুধু শান্ত হয়ে দেখে যাও কি ঘটছে। প্রভুই তোমাদের হয়ে যুদ্ধ করবেন।"

15সেই সময় প্রভু মোশিকে বললেন, ''তুমি এখনো কেন আমার সামনে কাঁদছো! ইস্রায়েলীয়দের এগিয়ে যেতে বলো। 16যখন তুমি সূফ সাগরের ওপর তোমার হাতের লাঠি তুলে ধরবে সূফ সাগর দুভাগ হয়ে যাবে। তখন লোকেরা সমুদ্রের মাঝখানে তৈরি হওয়া সেই শুকনো পথ দিয়ে পায়ে হেঁটে যেতে পারবে। 17আমিই মিশরীয়দের সাহসী করে তুলেছি। তাই ওরা তোমাদের তাড়া করছে। কিন্তু আমি তোমাদের দেখাব যে আমি ফরৌণ, তার সমস্ত সৈন্য, তার অশ্বারোহীসমূহ এবং সারথীদের চেয়ে অনেক বেশী শক্তিশালী। 18তখন মিশরও জানবে যে আমিই প্রভু। মিশরীয়রাও আমাকে সম্মান জানাবে যখন আমি ফরৌণ, তার অশ্বারোহীগণ এবং সারথীদের পরাজিত করব।"

প্রভু মিশরের সেনাদের পরাজিত করলেন

19এরপর প্রভুর দূত যে সামনে থেকে ইস্রায়েলীয়দের নেতৃত্ব দিচ্ছিল, সে ইস্রায়েলীয়দের পিছন দিকে চলে এলো। তাই এক লম্বা মেঘস্তম্ভ মূহূর্তের মধ্যেই লোকেদের সামনে থেকে পিছনে চলে এল।

20এইভাবে ঐ মেঘস্তম্ভ মিশরীয়দের মাঝখানে বিরাজ করতে থাকল। তখন মিশরীয়দের জন্য অন্ধকার থাকলেও ইস্রায়েলীয়দের জন্য আলো ছিল। তাই ঐ রাত্রে মিশরীয়রা ইস্রায়েলীয়দের কাছে আসতে পারল না।

21মোশি সূফ সাগরের ওপর তার হাত মেলে ধরল। প্রভু পূর্বদিক থেকে প্রবল ঝড়ের সৃষ্টি করলেন। এই ঝড় সারারাত ধরে চলতে লাগল। দু'ভাগ হয়ে গেল সমুদ্র। এবং বাতাস মাটিকে শুকনো করে দিয়ে সমুদ্রের মাঝখান বরাবর পথের সৃষ্টি করল। 22ইস্রায়েলের লোকেরা ঐ পথ দিয়ে হেঁটে সূফ সাগর পেরিয়ে গেল। তাদের দুদিকে ছিল জলের দেওয়াল।

23পিছনে ফরৌণের সমস্ত অশ্বারোহী সেনা ও রথ ধাওয়া করল। 24পরদিন সকালে মেঘস্তম্ভ ও অগ্নিশিখার ওপর থেকে প্রভু মিশরীয় সেনাদের দিকে দৃষ্টিপাত করলেন। তখন প্রভু ইস্রায়েলীয়দের পক্ষ নিয়ে মিশরীয় সৈন্যবাহিনীকে আতঙ্কে ফেলে দিলেন।

25রথের চাকা আটকে গিয়ে রথ চালানো কঠিন হয়ে দাঁড়াল। মিশরীয়রা চিৎকার করে উঠল, "চলো এখান থেকে বেরিয়ে যাই। প্রভুই ইহুদীদের হয়ে আমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করছেন।"

26তখন প্রভু মোশিকে বললেন, ''সমুদ্রের ওপর তোমার হাত তুলে ধর। দেখবে তীব্র জলোচ্ছ্বাস মিশরীয়দের রথ ও অশ্বারোহী সেনাদের গ্রাস করছে।"

27মোশি তার হাত সমুদ্রের ওপর মেলে ধরলো। তাই দিনের আলো ফোটার ঠিক আগে সমুদ্র তার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে গেল। মিশরীয়রা জলোচ্ছ্বাস থেকে বাঁচার তাগিদে প্রাণপণে দৌড়তে লাগল। কিন্তু প্রভু তাদের সমুদ্রের জলে ঠেলে দিলেন। 28জলোচ্ছ্বাস রথ ও অশ্বারোহী সেনাদের গ্রাস করল। ফরৌণের যে সমস্ত সেনারা ইস্রায়েলীয়দের তাড়া করে আসছিল তারা সব ধ্বংস হল। কেউ বেঁচে থাকল না।

29ইস্রায়েলের লোকেরা সমুদ্রের মাঝখানে তৈরি হওয়া পথ দিয়ে সূফ সাগর পেরিয়ে গেল। তাদের পথের দুপাশে ছিল জলের দেওয়াল। 30সুতরাং সেইদিন এইভাবে প্রভু মিশরীয়দের হাত থেকে ইস্রায়েলীয়দের রক্ষা করলেন। পরে ইস্রায়েলীয়রা সূফ সাগরের তীরে মিশরীয়দের মৃতদেহের সারি দেখতে পেল। 31মিশরীয়দের সেই পরিণতি দেখার পর থেকে ইস্রায়েলের লোকেরা প্রভুর শক্তি সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হল। তারা প্রভুকে ভয় ও সম্মান করতে শুরু করল। তারা প্রভুকে এবং তাঁর দাস মোশিকে বিশ্বাস করতে শুরু করল।

মোশির সঙ্গীত

15 এরপর মোশি এবং ইস্রায়েলের লোকেরা প্রভুর উদ্দেশ্যে এই গানটি গাইল:

''আমি প্রভুর উদ্দেশ্যে গান গাইব! তিনি মহান কাজ করেছেন। তিনি ঘোড়া এবং ঘোড়সওয়ারদের সমুদ্রে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছেন।

2প্রভুই আমার শক্তি। তিনি আমার পরিত্রাতা। এবং আমি তাঁর প্রশংসার গান গাইব। প্রভু আমার ঈশ্বর, আমি তাঁর প্রশংসা করব। প্রভু হলেন আমার পূর্বপুরুষদের ঈশ্বর। এবং আমি তাঁকে সম্মান করব।

3প্রভু হলেন মহান যোদ্ধা। তাঁর নাম হল প্রভু।

4ফরৌণের রথ এবং সেনাদের তিনি সমুদ্রে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছেন। ফরৌণের সেরা সৈন্যরা সূফ সাগরে ডুবে গেছে।

5জলের গভীরে তারা তলিয়ে গেছে। পাথরের মতো তারা জলে ডুবে গেছে।

6''প্রভু আপনার ডান হাত অসম্ভব শক্তিশালী। প্রভু আপনার ডান হাত শত্রুবাহিনীকে চুরমার করে দিয়েছে।

7আপনি আপনার মহান রাজকীয় ঢঙে আপনার বিরুদ্ধাচারীদের ধ্বংস করেছেন। আগুনের শিখা যেমন

করে খড় পুড়িয়ে দেয়, তেমনি আপনার ক্রোধ তাদের ধ্বংস করে দিয়েছে।

8 আপনার নিঃশ্বাসের একটি সজোর ফুৎকারে জল জমে উঠেছিল। সেই জলোচ্ছ্বাস একটি নিরেট দেওয়ালে পরিণত হয়েছিল এবং সমুদ্রের গভীরতাও ঘন হয়ে উঠেছিল।

9 শত্রুরা বলেছিল, 'আমি তাদের তাড়া করে ধরে ফেলব। আমি তাদের সমস্ত ধন-সম্পত্তি লুঠ করব। আমি তরবারি ব্যবহার করে সব লুঠ করে নেব। সবকিছু আমার নিজের জন্য নিয়ে যাব।'

10 কিন্তু আপনি আপনার নিঃশ্বাস দিয়ে সমুদ্রকে উড়িয়ে দিয়েছিলেন এবং তাদের ঢেকে দিয়েছিলেন। তারা সীসার মতো সেই ক্রুদ্ধ সমুদ্রের নীচে চলে গেছে।

11 প্রভুর মতো আর কি কোনও দেবতা আছে? না! আপনার মতো আর কোনও ঈশ্বর নেই। আপনি অত্যন্ত পবিত্র। আপনি আশ্চর্যজনক শক্তিশালী। আপনি মহান অলৌকিক ঘটনা ঘটান।

12 আপনি আপনার ডান হাত প্রসারিত করেছিলেন, তাই পৃথিবী তাদের গিলে ফেলেছিল।

13 আপনি আপনার মহান করুণা দিয়ে লোকেদের রক্ষা করেছেন। এবং আপনার শক্তি দিয়ে ঐ লোকেদের আপনার পবিত্র ও সুন্দর দেশে আপনি নিয়ে এসেছেন।

14 ''অন্যান্য দেশ এই কাহিনী শুনে ভয় পাবে। পলেষ্টীয়রা ভয়ে কেঁপে উঠবে।

15 ইদোমের নেতারা ভয়ে কাঁপবে। মোয়াবের নেতারা ভয়ে কাঁপবে। কনানবাসীরা উদ্যম হারাবে।

16 ঐ শক্তিশালী লোকেরা যখন আপনার ক্ষমতার প্রমাণ পাবে তখন তারা ভয় পেয়ে যাবে। ওরা পাথরের মতো অনড় হয়ে থাকবে যতক্ষণ না আপনার লোকেরা চলে যায়; হ্যাঁ, হে প্রভু, যতক্ষণ

না আপনার লোক যাদের আপনি কিনেছিলেন, চলে যায়।

17 তাদের আপনার পর্বতে নিয়ে যান যেখানে আপনার বাসস্থান এবং সেখানে তাদের স্থাপন করুন। আমার প্রভু, ঐ জায়গাটাই হচ্ছে সেই জায়গা যেটা আপনি তৈরী করেছেন। পবিত্র স্থান যেটাকে আপনার হাত প্রতিষ্ঠা করেছে।

18 প্রভু চিরকালের জন্য যুগে যুগে শাসন করবেন।"

19 যখন ফরৌণের সমস্ত ঘোড়া, রথ ও অশ্বারোহী সমুদ্রের নীচে চলে গেল, তখন প্রভু আবার সমুদ্রের জল তাদের ওপর ফেরৎ আনলেন। কিন্তু ইস্রায়েলীয়রা সমুদ্রের মাঝখান দিয়ে শুকনো পথে হেঁটে গিয়েছিল।

20 তারপর হারোণের বোন মরিয়ম, মহিলা ভাববাদিনী, হাতে একটি খঞ্জনী তুলে নিল। মরিয়ম ও তার মহিলা সঙ্গীরা নাচতে ও গাইতে শুরু করল। গানের যে কথাগুলো মরিয়ম উচ্চারণ করছিল তা হল:

21 "প্রভুর উদ্দেশ্যে গান কর! তিনি মহান কাজ করেছেন। তিনি ঘোড়া এবং ঘোড়াসওয়ারীদের সমুদ্রে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছেন।"

22 ইস্রায়েলের লোকেদের সূফ সাগর পেরোতে মোশি নেতৃত্ব দিয়েছিল। তিন দিন ধরে শূর মরুভূমি অতিক্রম করতে করতে তারা জলের সন্ধান পেল না। 23 তিনদিন পর তারা মারাতে এসে পৌঁছালো। মারাতে জলের সন্ধান মিললেও সেই জল এত তেতো ছিল যে তা পানের অযোগ্য। (এরজন্য এই জায়গার নাম রাখা হয়েছিল মারা বা তিক্ততা।)

24 লোকেরা মোশির কাছে এসে নালিশ জানালো। তারা বলল, ''এখন আমরা কি পান করব?"

25 মোশি প্রভুর কাছে কেঁদে পড়ল। প্রভু তাকে এক গাছের সন্ধান দিলেন। মোশি সেই গাছ ঐ তেতো জলে ডুবোতেই সেই জল সুস্বাদু হয়ে উঠল।

ঐ স্থানে প্রভু লোকদের বিচার করে তাদের জন্য একটি বিধি প্রণয়নও করেছিলেন। প্রভু তাদের বিশ্বাসেরও পরীক্ষা নিলেন। 26 প্রভু বললেন, ''তোমরা অবশ্যই, তোমাদের প্রভু ঈশ্বরকে মেনে চলবে। তিনি যেটা সঠিক মনে করবেন সেটাই তোমরা করবে। তোমরা যদি প্রভুর সমস্ত নির্দেশ ও বিধি মেনে চলো তাহলে তোমরা মিশরীয়দের মতো অসুস্থ থাকবে না। আমি, প্রভু তোমাদের মিশরীয়দের মতো অসুস্থ করে তুলব না। আমিই সেই প্রভু যিনি তোমাদের আরোগ্য দান করেছেন।"

27 তারপর লোকেরা এলীমে এসে উপস্থিত হল। সেখানে বারোটি জলের ঝর্ণা এবং 70টি তাল গাছ ছিল। তারা সেই জায়গায় জলের ধারে তাদের শিবির তৈরি করল।

16 তারপর ইস্রায়েলের সমস্ত জনমণ্ডলী এলীম ছাড়ল এবং সীনয় মরুভূমিতে এল যেটা ছিল এলীম ও সীনয়ের মাঝখানে। মিশর দেশ ছেড়ে আসার দ্বিতীয় মাসের 15 দিনের মাথায় তারা সেখানে পৌঁছালো। 2 তারপর ইস্রায়েলের সমস্ত জনমণ্ডলী মরুভূমিতে মোশি ও হারোণের কাছে নালিশ করল। 3 এইসব লোকেরা বলল, ''প্রভু যদি আমাদের মিশর দেশে মেরে ফেলতেন তাহলেও ভাল ছিল। অন্তত সেখানে তো খাবার পেতাম। আমাদের ইচ্ছামতো খাবার সেখানে মজুত ছিল। কিন্তু এখন তোমরা আমাদের এই মরুভূমিতে এনে ফেললে। এখানে তো আমরা খাবারের অভাবেই মারা যাব।"

4 তখন প্রভু মোশিকে বললেন, ''আমি তোমাদের জন্য আকাশ থেকে খাবার ফেলবার ব্যবস্থা করব। সেই খাবার তোমাদের খাবার যোগ্য হবে। লোকেরা প্রতিদিন বাইরে বেরিয়ে এসে তাদের প্রয়োজনমতো সারাদিনের খাবার কুড়িয়ে নিয়ে আসবে। আমি যা বলছি তোমরা তা করছ কিনা শুধু তা দেখার জন্যই আমি এটা করব। 5 প্রত্যেকদিন তারা কেবলমাত্র একদিনের মতো পর্যাপ্ত খাবার সংগ্রহ করবে। কিন্তু শুক্রবার যখন তারা খাবার তৈরি করবে, তখন তারা দেখবে যে দুদিনের মত পর্যাপ্ত খাবার সঞ্চিত আছে।"*

শুক্রবার ... আছে এটি ঘটেছিল যাতে লোকেদের শনিবার (বিশ্রামের) দিনে কাজ করতে না হয়।

[6]মোশি এবং হারোণ ইস্রায়েলের লোকেদের বলল, ‘‘রাতে তোমরা প্রভুর শক্তির প্রমাণ পাবে। তোমরা জানবে যে তিনিই তোমাদের মিশর থেকে উদ্ধার করে নিয়ে এসেছেন। [7]তোমরা প্রভুর কাছে নালিশ জানিয়েছো এবং তিনি তা শুনেছেন। তাই আগামীকাল সকালে তোমরা প্রভুর মহিমা স্বচক্ষে দেখতে পাবে। তোমরা আমাদের কাছে কেবল নালিশই জানিয়ে যাচ্ছ। এখন কি আমরা খানিকটা বিশ্রাম পেতে পারি?”

[8]এবং মোশি বলল, ‘‘তোমরা নালিশ জানিয়েছো এবং প্রভু তোমাদের অভিযোগ শুনেছেন। তাই আজ রাতে প্রভু তোমাদের মাংস দেবেন। এবং কাল সকালের মধ্যে তোমরা তোমাদের চাহিদামতো রুটিও পেয়ে যাবে। তোমরা আমার কাছে এবং হারোণের কাছেও নালিশ জানিয়ে এসেছ। কিন্তু আমরা এখন দুজনে কিছু সময়ের জন্য বিশ্রাম নিতে পারব বলে মনে হয়। মনে রেখো, তোমরা আমার বিরুদ্ধে কিংবা হারোণের বিরুদ্ধে নালিশ জানাওনি, তোমরা স্বয়ং প্রভুর বিরুদ্ধে নালিশ জানিয়েছো।”

[9]তারপর মোশি হারোণকে বলল, ‘‘ইস্রায়েলের সমস্ত লোকদের বলো, ‘প্রভুর সামনে উপস্থিত হতে।’ কারণ প্রভু তোমাদের নালিশ শুনেছেন।”’

[10]হারোণ ইস্রায়েলের সমস্ত লোকেদের সে কথা বলল। তখন তারা সবাই একসঙ্গে এক জায়গায় এসে জড়ো হল। হারোণ যখন সবার সঙ্গে কথা বলছিল তখন সবাই পিছন ফিরে মরুভূমির দিকে তাকিয়ে দেখতে থাকল মেঘের ভিতর দিয়ে প্রভুর মহিমা প্রকাশিত হচ্ছে।

[11]প্রভু মোশিকে বললেন, [12]‘‘আমি ইস্রায়েলের লোকদের নালিশ শুনেছি। সুতরাং ওদের বলো, ‘আজ রাতে তোমরা মাংস খেতে পারো। এবং সকালে তোমরা যতখুশি রুটি খেতে পারো। তখন তোমরা বুঝবে যে তোমরা তোমাদের প্রভু তোমাদের ঈশ্বরকে বিশ্বাস করতে পার।”’

[13]রাতে, তিতির পাখীরা এসেছিল এবং শিবিরের চারপাশে বসেছিল। লোকেরা সেই পাখীগুলোকে ধরে তার মাংস খেল। সকালে শিবিরের চারপাশে শিশির পড়েছিল। [14]শিশির শুকিয়ে গেলে তুষার কণার সরু স্তরের মতো এক বস্তু মাটিতে পড়ে থাকল। [15]তা দেখে ইস্রায়েলবাসীরা একে অপরকে জিজ্ঞাসা করতে শুরু করল, ‘‘এটা আবার কি জিনিস?”* তারা জানত না সেটা কি। তাই তারা একে অপরকে কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞাসা করছিল। তখন মোশি তাদের বলল, “এটা এক ধরণের খাদ্যবস্তু যা প্রভু তোমাদের খাবার জন্য দিয়েছেন। [16]প্রভু বলেছেন, ‘প্রত্যেকেই তার প্রয়োজন মতো এটা কুড়িয়ে নেবে। এবং প্রত্যেককে তার পরিবারের প্রত্যেকের জন্য অন্তত দু’পোয়া করে নিতে হবে।”’

[17]একথা শুনে ইস্রায়েলবাসীরা প্রত্যেকে ঐ খাদ্যবস্তু কুড়িয়ে নিল, কেউ কেউ আবার অন্যদের থেকে বেশী কুড়োল। [18]পরে ওজনে দেখা গেল যে যারা বেশী সংগ্রহ করেছিল তাদের কাছে অতিরিক্ত পরিমাণ ছিল না এবং যারা কম সংগ্রহ করতে পেরেছিল তাদেরও খাবারে কম পড়েনি। প্রত্যেকের পরিবারই পর্যাপ্ত পরিমাণে খাবার পেল।

[19]মোশি তাদের বলল, ‘‘পরের দিনের জন্য ঐ খাবার মজুত করে রেখো না।” [20]কিন্তু কয়েকজন মোশির কথা না শুনে পরের দিনের জন্য ঐ খাবার রেখে দিল। কিন্তু মজুত করা খাবারগুলোয় পোকা ধরে দুর্গন্ধ ছড়িয়ে গেল। তাই মোশি ঐসব লোকেদের ওপর ক্রুদ্ধ হল।

[21]প্রতিদিন সকালে প্রত্যেকে ঐ খাবার পর্যাপ্ত পরিমাণে জমা করত। কিন্তু দুপুরের মধ্যে ঐ খাদ্যবস্তু গলে উধাও হয়ে যেত।

[22]শুক্রবারে মানুষেরা দ্বিগুণ খাবার জমা করত। তারা মাথা পিছু দু’পোয়া করে খাবার জমাত। তাই দেখে বিভিন্ন দলের নেতারা এসে মোশিকে তা জানাল।

[23]মোশি তখন তাদের বলল, ‘‘প্রভুই ওদের বলেছিলেন এটা করতে। কারণ আগামীকাল হল প্রভুকে সম্মান প্রদর্শনের জন্য বিশেষ বিশ্রামের দিন। তোমরা আজ সব খাবার রান্না করে আজকে খাবার পরে অবশিষ্ট খাবার কালকের জন্য মজুত করে রাখতে পারো।”

[24]মোশির আদেশমত, লোকেরা সেদিনকার অতিরিক্ত খাবার পরের দিনের জন্য সঞ্চয় করে রেখে দিল। কিন্তু ঐ খাবার এতটুকু নষ্ট হোল না। তার মধ্যে একটাও পোকা ছিল না।

[25]শনিবার মোশি লোকেদের বলল, “আজ হল প্রভুর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য বিশেষ বিশ্রামের দিন। তাই আজ আর কেউ তোমরা মাঠে যাবে না। গতকালের মজুত করা খাবার আজ খাবে। [26]সপ্তাহের বাকি ছয়দিন খাবার সংগ্রহ করলেও প্রতি সাতদিনের দিন হবে বিশ্রামের দিন। তাই বিশ্রামের দিনে মাঠে কোনও খাবার পাওয়া যাবে না।’’

[27]একথা বলা সত্ত্বেও শনিবার কয়েকজন খাবারের সন্ধানে বাইরে গেল। কিন্তু দেখল কোনও খাবার মাঠে পড়ে নেই। [28]তখন প্রভু মোশিকে বললেন, ‘‘আর কতদিন এই লোকেরা আমার নির্দেশ ও শিক্ষাকে অমান্য করবে? [29]দেখ, প্রভু এই বিশ্রামের দিনটি তোমাদের অবসরের জন্য নির্দিষ্ট করেছেন। তাই প্রভু শুক্রবার তোমাদের দুদিনের জন্য পর্যাপ্ত খাবার দিয়ে দেন। সুতরাং যে যেখানেই থাকো না কেন শনিবার বিশ্রামের দিনে তোমরা সকলে বিশ্রাম নেবে ও আরাম করবে।” [30]তাই লোকজন প্রভুর কথামতো বিশ্রামের দিনে আরাম করতে লাগল।

[31]ইস্রায়েলের লোকেরা ওই খাদ্যবস্তুর নাম দিল “মান্না।” মান্নাকে দেখতে সাদা রঙের ধনে বীজের মতো হলেও এর স্বাদ অনেকটা মধু দিয়ে তৈরি করা পিঠের মতো। [32]মোশি বলল, ‘‘প্রভু বলেছেন: ‘পরবর্ত্তী উত্তরপুরুষের জন্য তোমাদের দু’পোয়া করে মান্না সঞ্চয়

এটা ... জিনিস হিব্রুতে এটি হচ্ছে সেই শব্দের মত যার অর্থ ‘‘মান্না।’’

করে রাখতে হবে। তাহলে পরে তারা দেখতে পাবে এই বিশেষ খাবার যা আমি তোমাদের মিশর দেশ থেকে উদ্ধার করে এনে মরুভূমিতে দিয়েছি।'''

33তাই মোশি হারোণকে বলল, ''একটা পাত্র নাও এবং তাতে দুপোয়া মান্না রাখো। প্রভুর সামনে আমাদের উত্তরপুরুষদের জন্য এই মান্না রাখো।" **34**মোশির প্রতি প্রভুর নির্দেশ মতো হারোণ একটি পাত্রে মান্না ভরল এবং সাক্ষ্যসিন্দুকের ভেতর রাখল। **35**ইস্রায়েলীয়রা 40 বছর ধরে মান্না খেয়েছিল। কনান দেশের সীমান্তে এসে না পৌঁছানো পর্যন্ত তারা মান্না খেয়েছিল। **36**(মান্না মাপা হত পোয়া হিসেবে। এক পোয়া 8 কাপের সমান।)

17 সমস্ত ইস্রায়েলীয়রা একসঙ্গে সীন মরুভূমি থেকে তাদের যাত্রা শুরু করল। প্রভু যেমনভাবে তাদের নেতৃত্ব দিলেন তারা সেইভাবে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় যেতে শুরু করল। ঘুরতে ঘুরতে তারা রফীদীমে গিয়ে শিবির স্থাপন করল। সেখানে কোনও পানীয় জল ছিল না। **2**তাই ঐসব লোকেরা আবার মোশির সঙ্গে তর্ক শুরু করল এবং বলল, ''আমাদের পানীয় জল দাও।"

মোশি তাদের বলল, ''তোমরা কেন আমার বিরোধিতা করছো? কেনই বা তোমরা প্রভুকে পরীক্ষা করছো?"

3কিন্তু লোকেরা তখন প্রচণ্ড তৃষ্ণার্ত ছিল। তাই তারা পুনরায় মোশির কাছে নালিশ জানাতে শুরু করল। তারা বলল, ''কেন তুমি আমাদের মিশর থেকে বের করে আনলে? তুমি কি আমাদের, আমাদের সন্তানদের এবং গবাদি পশুদের পানীয় জলের অভাবে মারার জন্য মিশর থেকে বের করে নিয়ে এসেছো?"

4তারপর মোশি প্রভুর কাছে কেঁদে পড়ল এবং বলল, ''আমি এদের নিয়ে কি করি? যদি এখুনি কিছু না করা যায় তাহলে এরা তো সত্যি সত্যি আমাকে পাথর দিয়ে মেরে ফেলবে।"

5প্রভু মোশিকে বললেন, ''কিছু প্রবীণ নেতাদের নিয়ে ইস্রায়েলের লোকের সামনে গিয়ে দাঁড়াও। সঙ্গে তোমার পথচলার লাঠিকেও নেবে যে লাঠি দিয়ে তুমি নীলনদে আঘাত করেছিলে। **6**আমি তোমার সামনে হোরেব পর্বতের (সীনয় পর্বত) ওপর দাঁড়াব। পথ চলার লাঠি দিয়ে ঐ পাথরে আঘাত করো আর তখনই দেখবে পাথর থেকে জল বেরিয়ে আসছে। ঐ জল লোকেরা পান করতে পারবে।"

মোশি তাই করল এবং ইস্রায়েলের প্রবীণ নেতারাও তা স্বচক্ষে দেখতে পেল। **7**মোশি ঐ স্থানের নাম দিল মঃসা ও মরীবা, কারণ ঐ স্থানেই ইস্রায়েলের লোকেরা তার বিরোধিতা এবং ঈশ্বরের পরীক্ষা নিয়েছিল। লোকজন প্রভু তাদের সঙ্গে আছেন কিনা তা পরীক্ষা করে দেখতে চেয়েছিল।

8সেইসময় অমালেক গোষ্ঠীর লোকেরা এলো এবং রফীদীমে ইস্রায়েলের লোকদের সঙ্গে যুদ্ধ বাধিয়ে দিল। **9**তখন মোশি যিহোশূয়কে বলল, "কিছু লোককে বেছে নিয়ে আগামীকাল থেকে অমালেকদের সঙ্গে যুদ্ধ করো। আমি তোমাকে পথ চলার লাঠি যেটাতে ঈশ্বরের পরাক্রম বিদ্যমান, সেইটা নিয়ে পাহাড়ের ওপর থেকে লক্ষ্য করব।"

10পরদিন যিহোশূয় মোশির আদেশ মেনে যুদ্ধ করতে গেল। একই সময়ে মোশি, হারোণ এবং হূর পাহাড়ের চূড়ায় উঠল। **11**যতক্ষণ পর্যন্ত মোশি তার হাত তুলে রইল, ইস্রায়েলীয়রা যুদ্ধ জিতছিল, যখন সে তার হাত নামিয়েছিল তখন তারা হেরে যাচ্ছিল।

12কিছু সময় পরে হাত তুলে থাকতে থাকতে মোশি ক্লান্ত হয়ে উঠল। তখন হারোণ ও হূর একটা বিশাল পাথরে মোশিকে বসিয়ে তারা উভয়ে মোশির দুদিকে গিয়ে তার হাত তুলে ধরল। সূর্য না ডোবা পর্যন্ত তারা এইভাবেই মোশির হাত দুটোকে তুলে ধরে রইল। **13**আর যিহোশূয় অমালেকদের যুদ্ধে পরাজিত করল।

14তখন প্রভু মোশিকে বললেন, ''এই যুদ্ধ নিয়ে একটা বই লেখ যাতে লোকেরা মনে রাখে এখানে কি ঘটেছিল। এবং যিহোশূয়ের কাছে এটা জোরে পড়ে শোনাও যাতে সে জানতে পারে যে আমি অমালেকদের এই পৃথিবী থেকে সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন করে দেব।"

15এরপর মোশি একটি বেদী তৈরী করল। সেই বেদীর নাম হল "প্রভুই আমার পতাকা।" **16**মোশি বলল, "আমি প্রভুর সিংহাসনের দিকে হাত বাড়িয়েছিলাম বলেই প্রভু অমালেকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন, যেমন তিনি সর্বদা করেন।"

মোশির শ্বশুরের পরামর্শ

18 মোশির শ্বশুর যিথ্রো ছিল মিদিয়নীয়র যাজক। ঈশ্বর যে একাধিকভাবে মোশিকে এবং ইস্রায়েলের লোকেদের সাহায্য করেছেন তা সে শুনেছিল। যিথ্রো শুনেছিল যে প্রভু ইস্রায়েলীয়দের মিশর থেকে বের করে এনেছেন। **2**তাই যিথ্রো মোশির স্ত্রী সিপপোরাকে নিল এবং মোশির সঙ্গে দেখা করতে গেল। মোশি তখন ঈশ্বরের পর্বতের কাছে শিবির করে রয়েছে। মোশির স্ত্রী সিপপোরা তখন বাপের বাড়ীতে থাকত কারণ মোশিই তার স্ত্রীকে বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দিয়েছিল। **3**যিথ্রো শুধু সঙ্গে মোশির স্ত্রীকেই নয় মোশির দুই পুত্রকেও নিয়ে গিয়েছিল। প্রথম পুত্রের নাম গের্শোম কারণ সে যখন জন্মায় তখন মোশি বলেছিল, "আমি পরদেশে প্রবাসী।" **4**দ্বিতীয় পুত্রের নাম ইলীয়েষর। নামকরণের কারণ হিসেবে দ্বিতীয় পুত্রের জন্মের সময় মোশি বলেছিল, "আমার পিতার ঈশ্বর, আমাকে সাহায্য করেছেন এবং ফরৌণের তরবারি থেকে রক্ষা করেছেন।" **5**সুতরাং যিথ্রো মোশির স্ত্রী ও দুই পুত্রকে নিয়ে মোশির শিবিরে পৌঁছলো। মোশি তখন ঈশ্বরের পর্বতের কাছে মরুভূমিতে শিবিরে ছিল।

6যিথ্রো মোশির উদ্দেশ্যে এক বার্তায় বলে পাঠাল, "আমি তোমার শ্বশুর যিথ্রো। আমি তোমার স্ত্রী ও দুই পুত্রকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছি।"

7তখন মোশি তার তাঁবু থেকে বেরিয়ে এসে শ্বশুরকে হাঁটু গেড়ে প্রণাম ও চুম্বন করল। দুজনে দুজনের শরীর

ও স্বাস্থ্যের খোঁজ খবর নিয়ে মোশির তাঁবুতে প্রবেশ করল। [8]ইস্রায়েলের লোকেদের জন্য প্রভু যা যা করেছেন মোশি তা বিস্তারিতভাবে যিথ্রোকে বলল। মোশি জানাল, প্রভু ফরৌণ ও মিশরের লোকেদের কি হাল করেছেন। যাত্রাপথে সন্মুখীন হওয়া সমস্ত সমস্যার কথাও সে বলল। প্রত্যেকটি সমস্যার ক্ষেত্রে প্রভু কিভাবে ইস্রায়েলের লোকেদের রক্ষা করেছেন তাও সে শ্বশুরকে খুলে বলল।

[9]মিশরীয়দের হাত থেকে ইস্রায়েলীয়দের উদ্ধার করবার সময় প্রভু তাদের প্রতি যে সমস্ত ভাল কাজগুলি করেছিলেন সে সম্বন্ধে শুনে যিথ্রো খুশী হল। [10]যিথ্রো বলল,

"প্রভুর প্রশংসা করো! তিনিই তোমাদের মিশরীয়দের কবল থেকে মুক্ত করেছেন। ফরৌণের হাত থেকেও প্রভু তোমাদের রক্ষা করেছেন।

[11]এখন আমি জানি সকল দেবতার থেকে প্রভুই মহান! তারা ভাবত তারাই একমাত্র ক্ষমতার অধিকারী কিন্তু দেখ ঈশ্বর কি করে দেখালেন!"

[12]মোশির শ্বশুর যিথ্রো ঈশ্বরের প্রতি সম্মানার্থে নৈবেদ্য ও বলি দিল। তখন হারোণ ও ইস্রায়েলের অন্যান্য প্রবীণরা এসে ঈশ্বরের সামনে মোশি ও যিথ্রোর সঙ্গে একসঙ্গে আহার করল।

[13]পরদিন মোশি লোকদের বিচার করতে বসল। বিচার সভায় এত লোক হয়েছিল যে সকলকে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকতে হল।

[14]মোশিকে লোকেদের বিচার করতে দেখে যিথ্রো তাকে জিজ্ঞেস করল, "তুমি কেন একা বিচারকের দায়িত্ব পালন করছো? এবং সবাই সারাদিন ধরে কেনই বা শুধু তোমার কাছেই আসছে?"

[15]তখন মোশি তার শ্বশুরকে বলল, "লোকেরা আমার কাছে ঈশ্বরের সিদ্ধান্ত জানতে আসে। [16]যখন মানুষদের মধ্যে কোন বিবাদ তৈরি হয় তখন তারা আমার কাছে আসে। আমিই ঠিক করে দিই কে সঠিক আর কে বেঠিক। এই উপায়ে আমি মানুষদের মধ্যে ঈশ্বরের বিধি ও শিক্ষামালাকে ছড়িয়ে দিই।"

[17]কিন্তু মোশির শ্বশুর তাকে বলল, "এটাই ঐ কাজের সঠিক উপায় নয়। [18]এটা তোমার একার কাজ নয়। তুমি একা এই কাজ করতে পারবে না। এভাবে তুমিও উদ্যম হারাবে এবং লোকেরাও ক্লান্ত হয়ে পড়বে! [19]এখন মন দিয়ে আমার কথা শোন। আমার কিছু উপদেশ গ্রহণ করো। এবং আমি প্রার্থনা করি ঈশ্বর যেন সর্বদা তোমার সঙ্গে থাকেন। তুমি সর্বদা লোকেদের সমস্যা শুনে যাবে এবং সেগুলো নিয়ে তুমি সর্বদা ঈশ্বরের কাছে বলবে। [20]তুমি ঈশ্বরের বিধি ও শিক্ষামালাকে লোকেদের মধ্যে জাগিয়ে তুলবে। তাদের বলবে তারা যেন ঈশ্বর প্রদত্ত বিধিকে না ভাঙ্গে। তাদের বলবে সঠিক পথে চলতে। তাদের কি করা উচিৎ তাও বলে দেবে। [21]কিন্তু তোমাকে কিছু মানুষকে বিচারক হিসাবে এবং নেতা হিসেবে নির্বাচন করতে হবে।

"কিছু ভাল মানুষ যাদের তুমি বিশ্বাস করতে পারো তাদের নির্বাচন করো— ঐ মানুষরা ঈশ্বরকে সম্মান করবে। তাদেরই নির্বাচন করবে যারা অর্থের জন্য নিজেদের সিদ্ধান্ত বদল করবে না। এবং এদের মানুষদের শাসক হিসাবে তৈরি করো। 1,000 জন প্রতি, 100 জন প্রতি, 50 জন প্রতি এবং 10 জন প্রতি শাসক মনোনীত করো। [22]এবার ঐ লোকেদের শাসনের ভার এই শাসকদের হাতে ছেড়ে দাও। যদি কোনও গুরুত্বপূর্ণ মামলা থাকে তাহলে সেই শাসকেরা সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য তোমার কাছে আসবে। কিন্তু সাধারণ মামলার সিদ্ধান্তগুলি অবশ্য তারা নিজেরাই করে নেবে। এইভাবে তোমার বেশ কিছু কাজের ভার তারা বহন করবে এবং তার ফলে লোকেদের নেতৃত্ব দিতে তোমারও সুবিধা হবে। [23]যদি তুমি এভাবে এগোতে পারো, আর ঈশ্বর যদি চান তাহলে তুমি তোমার দায়িত্ব পালনে সক্ষম হবে। এবং একইভাবে লোকেরাও তাদের সমস্যার সমাধান করে ঘরে ফিরে যেতে পারবে।"

[24]যিথ্রো যা বলল মোশি তাই করল। [25]ইস্রায়েলের লোকেদের থেকে কিছু ভাল লোককে সে মনোনীত করল। তারপর সে তাদের নেতা হিসেবে তুলে ধরল। মোশি প্রতি 1,000 জনের জন্য, প্রতি 100 জনের জন্য, প্রতি 50 জনের জন্য, এমনকি প্রতি 10 জনের জন্যও শাসক নিযুক্ত করল। [26]এরপর থেকে সেই প্রধানরাই সাধারণ লোকেদের শাসন করতে শুরু করল। লোকেদের মধ্যে বিবাদ দেখা দিলে তারা সমস্যা সমাধানের জন্য নিজের নিজের অঞ্চলের নির্দিষ্ট প্রধানের কাছে যেতে লাগল। কেবলমাত্র গুরুত্বপূর্ণ কোন সমস্যা বা মামলার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হত মোশিকে।

[27]কিছুদিন পর মোশি তার শ্বশুর যিথ্রোকে বিদায় জানাল এবং যিথ্রো তার দেশে ফিরে গেল।

ইস্রায়েলের সঙ্গে ঈশ্বরের চুক্তি

19 মিশর ছেড়ে আসার ভ্রমণের তৃতীয় মাসে ইস্রায়েলের লোকেরা সীনয় মরুভূমিতে পৌঁছোল। [2]তারা রফীদীম থেকে সীনয় পর্যন্ত ভ্রমণ করেছিল এবং পর্বতের কাছে তাঁবু ফেলেছিল। [3]তারপর মোশি পর্বতে উঠল ঈশ্বরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার উদ্দেশ্যে। সেই পর্বতে ঈশ্বর মোশিকে ডেকে বললেন, "ইস্রায়েলের লোকজন ও মহান যাকোব পরিবারের লোকজনকে একথাগুলি বলো: [4]'তোমরা নিজেরাই দেখেছ আমি মিশরীয়দের কি করেছি। তোমরা দেখেছো আমি কিভাবে ঈগল পাখীর মতো মিশর থেকে তোমাদের বের করে আমার কাছে এখানে নিয়ে এসেছি। [5]তাই এখন আমি তোমাদের আমার নির্দেশগুলো মেনে চলতে বলছি। আমার চুক্তি পালন করো। তোমরা যদি তা করো তাহলে তোমরা হবে আমার বিশেষ লোক। এই পুরো পৃথিবীটাই আমার; কিন্তু আমি তোমাদের আমার বিশেষ লোক হিসেবে মনোনীত করেছি। [6]তোমরা যাজকদের একটি বিশেষ রাজ্য হবে।' মোশি তুমি কিন্তু

আমি যা বলেছি তা ইস্রায়েলের লোকেদের অবশ্যই বলবে।”

[7]তাই মোশি আবার পর্বত থেকে নীচে নেমে এসে ইস্রায়েলের প্রবীণদের প্রভুর সমস্ত নির্দেশ জানাল। [8]তারা সবাই সমস্বরে জানাল, ‘‘প্রভুর সব কথা আমরা মেনে চলব।”

তখন মোশি প্রভুকে বলল যে প্রত্যেকেই তাঁকে মেনে চলবে। [9]এবং প্রভু মোশিকে বললেন, ‘‘ঘন মেঘের মধ্যে দিয়ে আমি তোমার কাছে আসব এবং তোমার সঙ্গে কথা বলব। এবং তোমার সঙ্গে আমার বাক্যালাপ প্রত্যেকটি লোক শুনতে পাবে। লোকেদের কাছে তোমার বিশ্বাসযোগ্যতা বাড়ানোর জন্যই আমি এই উপায়ে তোমার সঙ্গে কথা বলব।”

তখন মোশি লোকেদের যাবতীয় বক্তব্য ঈশ্বরকে জানাল।

[10]এবং প্রভু মোশিকে বললেন, ‘‘আজ এবং আগামীকাল তুমি একটা বিশেষ সভার জন্য লোকেদের প্রস্তুত করো। তাদের অবশ্যই তাদের পোশাক ধুয়ে নিতে হবে। [11]এবং তৃতীয় দিনে আমার জন্য তৈরী থাকতে হবে। তৃতীয় দিনে প্রভু সীনয় পর্বত থেকে নীচে নেমে আসবে এবং প্রত্যেকটি মানুষ আমার দর্শন পাবে। [12-13]কিন্তু তুমি প্রত্যেককে বলবে পর্বত থেকে দূরে সরে থাকতে। একটি রেখা টেনে সেই রেখা ওদের পার হতে বারণ করবে। কোন লোক বা প্রাণী যদি পর্বতকে স্পর্শ করে তাহলে তার মৃত্যু হবে। তাকে অবশ্যই পাথর দিয়ে অথবা তীর বিদ্ধ করে মেরে ফেলতে হবে। তাকে কেউ ছোঁবে না। শিঙা বেজে না ওঠা পর্যন্ত প্রত্যেকে অপেক্ষা করবে। তারপর তারা পর্বতে উঠতে পারবে।”

[14]সুতরাং মোশি পর্বত থেকে নীচে নেমে এসে লোকদের বিশেষ সভার জন্য প্রস্তুত করল। লোকেরা তাদের পোশাক পরিষ্কার করে নিল।

[15]তখন মোশি লোকেদের বলল, “তৃতীয় দিনে ঈশ্বরের সঙ্গে বিশেষ সভার জন্য প্রস্তুত হও। ঐদিন পর্যন্ত কোন পুরুষ নারীকে স্পর্শ করবে না।”

[16]তৃতীয় দিন সকালে, পর্বতের চূড়া থেকে ঘন মেঘ নীচে নেমে এল। মেঘ গর্জন ও বিদ্যুৎ রেখায় উচ্চস্বরে শিঙা বেজে উঠল। শিবিরের প্রত্যেকে ভয় পেয়ে গেল। [17]তখন মোশি সবাইকে শিবির থেকে বের করে পর্বতের কাছে ঈশ্বরের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য নিয়ে এল। [18]সীনয় পর্বত ধোঁয়ায় ঢেকে গেল। চুল্লীর মতো ধোঁয়া পাকিয়ে পাকিয়ে ওপর উঠতে লাগল। সমস্ত পর্বত কাঁপতে শুরু করল। আগুনের শিখায় প্রভু পর্বত থেকে নীচে নেমে এলেন বলেই এই ঘটনা ঘটল। [19]শিঙার শব্দ ক্রমশঃ জোরালো হতে থাকল। মোশি যতবার ঈশ্বরের সঙ্গে কথা বলল ততবারই বজ্রের মতো কঠিন স্বরে ঈশ্বর উত্তর দিতে থাকলেন।

[20]প্রভু সীনয় পর্বতে নেমে এলেন। এরপর প্রভু মোশিকে পর্বত শৃঙ্গে তাঁর কাছে যেতে বললেন। তখন মোশি পর্বতে চড়ল।

[21]প্রভু মোশিকে বললেন, ‘‘নীচে গিয়ে লোকেদের বলো ওরা যেন আমার কাছে না আসে। আমাকে যেন না দেখে। যদি তা করে তাহলে অনেকে মারা পড়বে। [22]আর যে সকল যাজক আমার কাছে আসবে তাদের বলো তারা যেন এই বিশেষ সভার জন্য নিজেদের তৈরি করে আসে। যদি তারা তা না করে তাহলে আমি তাদের শাস্তি দেব।”

[23]মোশি প্রভুকে বলল, ‘‘কিন্তু লোকে পর্বতে চড়তে পারবে না। কারণ আপনিই তো বলেছিলেন একটি রেখা টানতে এবং সেই রেখা লঙ্ঘন করে কেউ যেন পবিত্র ভূমিতে না আসে।”

[24]প্রভু তাকে বললেন, ‘‘নীচে মানুষের কাছে যাও। গিয়ে হারোণকে তোমার সঙ্গে নিয়ে এসো। কিন্তু কোন সাধারণ মানুষ ও যাজককে আমার কাছে আসতে দিও না। যদি তারা আমার খুব কাছে আসে তাহলে আমি তাদের শাস্তি দেব।”

[25]সুতরাং মোশি লোকেদের এই কথাগুলি বলার জন্য নীচে নামল।

দশটি আজ্ঞা

20 তখন ঈশ্বর এই সব কথা বললেন: [2]‘‘আমিই প্রভু, তোমাদের ঈশ্বর। আমিই তোমাদের মিশরের দাসত্ব থেকে মুক্ত করেছি। তাই তোমরা এই নির্দেশগুলি মানবে:

[3]‘‘আমাকে ছাড়া তোমরা আর কোনও দেবতাকে উপাসনা করবে না।

[4]‘‘তোমরা অবশ্যই অন্য কোন মূর্ত্তি গড়বে না যেগুলো আকাশের, ভূমির অথবা জলের নীচের কোন প্রাণীর মত দেখতে। [5]কোন মূর্ত্তির উপাসনা বা সেবা করবে না। কারণ, আমিই প্রভু, তোমাদের ঈশ্বর। যারা অন্য দেবতার উপাসনা করবে তাদের আমি ঘৃণা করি। আমার বিরুদ্ধে যারা পাপ করবে তারা আমার শত্রুতে পরিণত হবে। এবং আমি তাদের শাস্তি দেব। আমি তাদের সন্তানসন্ততি এবং পরবর্তী প্রজন্মকেও শাস্তি দেব। [6]কিন্তু যারা আমায় ভালবাসবে ও আমার নির্দেশ মান্য করবে তাদের প্রতি আমি সর্বদা দয়ালু থাকব। আমি তাদের হাজার প্রজন্ম পর্যন্ত দয়া প্রদর্শন করব।”

[7]‘‘তোমরা তোমাদের প্রভু ঈশ্বরের নাম ভুল ভাবে ব্যবহার করবে না। যদি কেউ তা করে তাহলে সে দোষী এবং প্রভু তাকে নির্দোষ সাব্যস্ত করবেন না।

[8]‘‘বিশ্রামের দিনটিকে বিশেষ দিন হিসাবে মনে রাখবে। [9]সপ্তাহে ছয় দিন কাজ করো। [10]কিন্তু সপ্তমদিনটি হবে বিশ্রামের। প্রভু, তোমাদের ঈশ্বরের প্রতি সম্মান প্রর্দশনের দিন। সুতরাং সেই দিনে কেউ কাজ করবে না— তুমি নয়, অথবা তোমার ছেলেরা এবং মেয়েরা, অথবা তোমার স্ত্রী, অথবা তোমার ক্রীতদাস-দাসীরা কেউ নয়। এমনকি তোমাদের গৃহপালিত পশু এবং তোমাদের শহরে

বাস করা বিদেশীরাও বিশ্রামের দিনে কোন কাজ করবে না। [11]কারণ প্রভু সপ্তাহে ছয় দিন কাজ করে এই আকাশ-মণ্ডল, পৃথিবী, সমুদ্র এবং এর মধ্যস্থিত সব কিছু বানিয়েছেন এবং সপ্তমদিনে তিনি বিশ্রাম নিয়েছেন। এইভাবে বিশ্রামের দিনটি প্রভুর আর্শীবাদ ধন্য— ছুটির দিন। প্রভু এই দিনটিকে বিশেষ দিন হিসাবে সৃষ্টি করেছেন।

[12]"তুমি অবশ্যই তোমার পিতামাতাকে সম্মান করবে, তাহলে তোমরা তোমাদের দেশে দীর্ঘ জীবনযাপন করবে। যেটা প্রভু, তোমাদের ঈশ্বর তোমাদের দিচ্ছেন।

[13]"কাউকে হত্যা কোরো না।

[14]"ব্যভিচার কোরো না।

[15]"চুরি কোরো না।

[16]"অন্যদের সম্বন্ধে মিথ্যা বোল না।

[17]"তোমাদের প্রতিবেশীর ঘরবাড়ীর প্রতি লোভ করো না। তার স্ত্রীকে ভোগ করতে চেও না। এবং তার দাস-দাসী, গবাদি পশু অথবা গাধাদের আত্মসাৎ করতে চেও না। অন্যদের কোন কিছুর প্রতি লোভ কোরো না।"

লোকেরা ঈশ্বরকে ভয় পেল

[18]ঐ সময়ে, লোকজন বজ্র নির্ঘোষ শুনতে পেল এবং বিদ্যুৎ দেখতে পেল। তারা শিঙার শব্দ শুনতে পেল এবং দেখল ধোঁয়া ওপর দিকে উঠছে। এই দেখে লোকেরা ভয়ে কুঁকড়ে গেল। পর্বত থেকে দূরে দাঁড়িয়ে তারা এই ঘটনা দেখতে লাগল। [19]তখন লোকেরা মোশিকে বলল, "তুমি যদি আমাদের সঙ্গে কথা বলতে চাও তাহলে তা আমরা শুনব। কিন্তু ঈশ্বর যেন আমাদের সঙ্গে কথা না বলেন। তিনি কথা বললে আমরা ভয়ে মারা যাব।"

[20]তখন মোশি তাদের বলল, "ভয় পেও না! প্রভু তোমাদের পরীক্ষা করতে আবির্ভূত হয়েছেন। তিনি চান তোমরা তাঁকে সম্মান কর, যাতে তোমরা পাপ কাজ না কর।"

[21]লোকেরা পর্বত থেকে দূরে দাঁড়িয়ে থাকল, আর তখন মোশি অন্ধকার মেঘের ভেতর ঈশ্বরের কাছে গেল। [22]তখন প্রভু মোশিকে, ইস্রায়েলের লোকেদের এই কথাগুলি বলার জন্য বললেন: "তোমরা দেখেছো যে আমি স্বর্গ থেকে তোমাদের সঙ্গে কথা বলেছি। [23]সুতরাং তোমরা আমার সঙ্গে তুলনা করে সোনা অথবা রূপো দিয়ে অন্য কোন মূর্ত্তি গড়বে না।

[24]"আমার জন্য একটি বিশেষ বেদী তৈরী করো। বেদী তৈরীর সময় মাটি ব্যবহার করবে। আমার প্রতি উৎসর্গ হিসেবে ঐ বেদীর ওপর হোমবলি ও মঙ্গল নৈবেদ্য নিবেদন করবে। বলিতে তোমাদের গৃহপালিত মেষ অথবা গবাদি পশু ব্যবহার করবে। যেখানে যেখানে আমি তোমাদের আমাকে মনে রাখতে বলেছি সেই সব স্থানে তোমরা এই বলিগুলি দেবে। তখন আমি এসে তোমাদের আশীর্বাদ করব। [25]পাথরের বেদী তৈরী করলে কোন লোহার অস্ত্র দিয়ে কাটা পাথরের ফলক দিয়ে সেই বেদী তৈরী করবে না। যদি তা করো তাহলে সেই বেদী গ্রহণযোগ্য হবে না। [26]এবং আমার বেদীতে কোন সিঁড়ি তৈরী করবে না। যদি বেদীতে সিঁড়ি থাকে তাহলে ঐ সিঁড়ি দিয়ে মানুষ যখন উঠবে তখন নীচের লোকেদের কাছে তাদের নগ্নতা প্রকাশ পাবে।"

অন্য বিধি ও আজ্ঞা

21 তারপর ঈশ্বর মোশিকে বললেন, "তুমি অন্য এই সব নিয়মের কথাও লোকেদের বলবে।

[2]"তুমি যদি ইব্রীয় দাস ক্রয় করো তবে সে ছয় বছর দাসত্ব করার পর বিনামূল্যে মুক্তি পাবে। [3]যদি তোমার দাস থাকাকালীন সে বিবাহিত না হয় তাহলে মুক্তির সময়েও সে একাই মুক্তি পাবে। কিন্তু যদি সে বিবাহিত হয় তাহলে সে সস্ত্রীক মুক্তি পাবে। [4]যদি দাসটি বিবাহিত না হয় তাহলে তার মনিব তাকে বিয়ে দিতে পারে। সে যদি পুত্র অথবা কন্যা ধারণ করে তাহলে সে এবং তার ছেলেমেয়েরা মনিবের অধিকারভুক্ত হবে। এবং সে নিজে ঐ মনিবের কাছে থাকবে এবং দাসের নিজের কর্মকাল শেষ হবার পর সে একা মুক্তি পাবে।

[5]"কিন্তু যদি দাসটি বলে, 'আমি আমার মনিবকে, আমার পত্নীকে এবং ছেলে-মেয়েদের ভালবাসি, তাই আমি মুক্ত হতে চাই না,' [6]যদি এরকম হয় তাহলে তার মনিব দাসটিকে ঈশ্বরের কাছে নিয়ে আসবে। তারপর তার মনিব তাকে একটি দরজা বা দরজার কাঠের কাঠামোর কাছে নিয়ে যাবে। তারপর ছুঁচালো একটি যন্ত্র দিয়ে মনিব তার দাসের কানে একটি ফুটো করবে। তাহলে সেই দাস সারাজীবন তার মনিবের সেবা করবে।

[7]"কোন ব্যক্তি যদি তার কন্যাকে দাস হিসেবে বিক্রী করতে চায় তাহলে তার মুক্তি পাওয়ার নিয়ম পুরুষ দাসদের নিয়মের থেকে আলাদা হবে। [8]যদি সেই মহিলার মনিব তার প্রতি অসন্তুষ্ট হয় তাহলে সে তার মহিলা দাসটিকে তার পিতার কাছে ফেরৎ পাঠাতে পারে। যদি মনিবটি তাকে বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে থাকে, তাহলে অন্য লোকের কাছে সে তাকে বিক্রি করতে পারবে না কারণ সেটা হবে অন্যায়। [9]যদি তার মনিব মহিলা দাসটিকে তার পুত্রের সঙ্গে বিয়ে দেবে বলে প্রতিশ্রুতি দেয় তবে তাকে দাসের মতো না রেখে মেয়ের মতো রাখতে হবে।

[10]"যদি মনিব অন্য কোনও স্ত্রীলোককে বিয়ে করে তাহলে সে তার প্রথম স্ত্রীকে কম খাবার বা কম জামাকাপড় দিতে পারবে না। সে তার স্ত্রীর প্রতি বিবাহের অধিকার হিসেবে সব কর্তব্য করবে। [11]মনিব যদি এই তিনটি জিনিষ না করে তাহলে তার স্ত্রী বিনামূল্যে তার কাছ থেকে মুক্তি পাবে।

[12]"যদি কোনও ব্যক্তি কাউকে আঘাত করে হত্যা করে তাহলে সেই ব্যক্তিকেও হত্যা করা হবে। [13]কিন্তু যদি একটি দুর্ঘটনায় কোন ব্যক্তি মারা যায় তাহলে সেটা ঈশ্বরের অভিপ্রায় বলে ধরে নেওয়া হবে। আমি

কতগুলি বিশেষ জায়গা বেছে দেব যেগুলি লোকেরা নিরাপদ আশ্রয় হিসেবে ব্যবহার করবে। **14**কিন্তু কোনও ব্যক্তি যদি ক্রোধ বা ঘৃণা থেকে কাউকে হত্যা করে তবে সে শাস্তি পাবে। তাকে আমার বেদী থেকে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে হত্যা করা হবে।

15''যে ব্যক্তি পিতা বা মাতাকে আঘাত করবে তাকে হত্যা করা হবে।

16''যদি কোনও ব্যক্তি কাউকে চুরি করে দাস হিসেবে বিক্রি করতে চায় বা নিজের দাস করে রাখতে চায় তাহলে তাকে হত্যা করা হবে।

17''যে ব্যক্তি তার পিতা বা মাতাকে অভিশাপ দেয়, তাকে হত্যা করা হবে।

18''পরস্পর ঝগড়া করবার সময় যদি একজন অপর ব্যক্তিকে পাথর অথবা তার মুষ্টি দিয়ে আঘাত করে, তাহলে তার শাস্তি পাওয়া উচিৎ। যে আহত সে যদি মারা না যায় তবে যে আঘাত করেছে তাকে হত্যা করা হবে না। **19**আহত ব্যক্তি যদি কিছু সময়ের জন্য শয্যাশায়ী থাকে তাহলে যে আঘাত করেছে সে তার সময়ের ক্ষতিপূরণ দেবে, যতদিন না আহত ব্যক্তি সুস্থ হয়ে ওঠে।

20''কখনো কখনো মনিব তার পুরুষ বা স্ত্রী দাসদের প্রহার করে থাকে, যদি এই প্রহারে দাসটি মারা যায় তবে তার ঘাতক শাস্তি পাবে। **21**কিন্তু যদি দাসটি মারা না গিয়ে কয়েকদিন বাদে সেরে ওঠে তবে তার মনিবকে কিছু বলা হবে না কারণ সে তার দাসের জন্য অর্থ ব্যয় করে থাকে এবং সে দাসটি তার সম্পত্তি।

22''দুটি মানুষ ঝগড়া করার সময় যদি কোনও গর্ভবতী মহিলাকে আঘাত করে এবং এর ফলে যদি তার গর্ভপাত হয়ে যায় এবং কোন ক্ষতি না হয় তাহলে যে আঘাত করেছে সে শুধু তাকে জরিমানা দিয়ে ছাড়া পেয়ে যাবে। ঐ মহিলার স্বামী জরিমানার টাকার অংশ ঠিক করে দেবে। বিচারকেরা এই ব্যাপারে তাকে সাহায্য করবে। **23**কিন্তু যদি সেই মহিলার আঘাতের ফলে কোন ক্ষতি হয় তাহলে যে তাকে আঘাত করবে তাকে শাস্তি দেওয়া হবে, যে অন্যকে হত্যা করবে তাকেও মরতে হবে। একজনের জীবনের বদলে অন্যের জীবন নেওয়া হবে। **24**তুমি চোখের বদলে চোখ নেবে, দাঁতের বদলে দাঁত, হাতের বদলে হাত, পায়ের বদলে পা নেবে। **25**পোড়ার বদলে পোড়াবে, চোটের বদলে চোট দেবে, কাটার বদলে কাটবে।

26''যদি কোন ব্যক্তি তার দাসের চোখে আঘাত করে তাকে অন্ধ করে দেয় তাহলে সেই দাসকে মুক্তি দিয়ে দিতে হবে। তার চোখ হল তার মুক্তির মূল্য, স্ত্রী বা পুরুষ দাসের ক্ষেত্রে এই একই নিয়ম হবে। **27**যদি কোনও মনিব তার দাসকে মুখে আঘাত করে তার দাঁত ফেলে দেয় তবে তাকে মুক্তি দিতে হবে, তার দাঁত হবে তার মুক্তির মূল্য, এই নিয়ম স্ত্রী ও পুরুষ উভয় দাসের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে।

28''যদি কোনও ব্যক্তির ষাঁড় কোন স্ত্রী বা পুরুষকে মেরে ফেলে তাহলে ওই ষাঁড়কে পাথর মেরে মারতে হবে। ওই ষাঁড়কে খাওয়াও যাবে না। কিন্তু ষাঁড়ের মালিক দোষী হবে না। **29**কিন্তু যদি ষাঁড়টি ইতিপূর্বে কাউকে আঘাত করে থাকে এবং তার মালিককে সতর্ক করে দেওয়া হয়ে থাকে, তাহলে সেই মালিককে দোষী সাব্যস্ত করা হবে। কেননা সে জানা সত্ত্বেও ষাঁড়টিকে যথাস্থানে বেঁধে বা আটকে রাখে নি। আর যদি এরকম ষাঁড়কে ছেড়ে রাখার ফলে কারো প্রাণ যায় তাহলে সেই ষাঁড় ও তার মালিক দুজনকেই পাথর দিয়ে আঘাত করে মেরে ফেলা হবে। **30**কিন্তু মৃত ব্যক্তির পরিবার যদি অর্থ গ্রহণ করে তাহলে ষাঁড়ের মালিককে মারা হবে না। কিন্তু সে বিচারকদের নির্ধারিত টাকার অঙ্ক জরিমানা দেবে।

31''এই একই নিয়ম থাকবে যদি ষাঁড়টি কোনও লোকের পুত্র বা কন্যাকে হত্যা করে। **32**কিন্তু ষাঁড়টি যদি কোনও দাসকে হত্যা করে তবে তার মালিককে 30 টুকরো রূপো দিতে হবে মূল্য হিসেবে এবং ষাঁড়টিকে পাথর দিয়ে মারা হবে। এই নিয়ম স্ত্রী ও পুরুষ দাসের ক্ষেত্রে একই হবে।

33''কোনও ব্যক্তি কুঁয়োর ওপরের ঢাকা সরিয়ে দিতে পারে বা গভীর গর্ত খুঁড়ে ঢাকা না দিয়ে রাখতে পারে। যদি কোন ব্যক্তির পোষা জন্তু এসে এই গর্তে পড়ে যায় তবে গর্তের মালিককে দায়ী করা হবে। **34**গর্তের মালিককে জন্তুটির মূল্য দিতে হবে কিন্তু মূল্য দেওয়ার পর সে জন্তুটির দেহ নিজের কাছে রাখার অধিকার পাবে।

35''যদি এক ব্যক্তির ষাঁড় আরেক ব্যক্তির ষাঁড়কে হত্যা করে তখন জীবিত ষাঁড়টিকে বিক্রি করে দিতে হবে। উভয় ব্যক্তি সেই বিক্রয় মূল্যের অর্ধেক ভাগ পাবে এবং মৃত ষাঁড়টির দেহের অর্ধেক ভাগ পাবে। **36**যদি কারো ষাঁড় অন্য কারো ব্যক্তির জন্তুদের গুঁতিয়ে মেরে ফেলার জন্য পরিচিত থাকে, তবে সেই ষাঁড়ের মালিককে তার জন্য দায়ী করা হবে। যদি ষাঁড়টি অন্য ষাঁড়কে মেরে ফেলে, তাহলে তার মালিককেই দায়ী করা হবে কারণ সে ষাঁড়টিকে ছেড়ে রেখেছে। তাকে অবশ্যই মৃত ষাঁড়ের মূল্য দিতে হবে কিন্তু মৃত ষাঁড়টি সে নিজের জন্য রাখতে পারে।

22 ''যে ব্যক্তি ষাঁড় বা মেষ চুরি করেছে তাকে কিভাবে শাস্তি দেবে? যদি সে প্রাণীটিকে হত্যা করে বা বিক্রি করে দেয় তবে সে সেটা ফেরৎ দিতে পারবে না, তাই তাকে একটা চুরি করা ষাঁড়ের বদলে পাঁচটা ষাঁড় কিনে দিতে হবে বা একটা মেষের বদলে চারটি মেষ দিতে হবে। তাকে চুরির জন্য জরিমানা দিতে হবে। **2-4**যদি তার কাছে কিছু না থাকে তাহলে তাকে দাস হিসেবে বিক্রি করে দেওয়া হবে। যদি তুমি লোকটির কাছে জন্তুটিকে দেখতে পাও, তবে চোরকে অবশ্যই চুরি করা জন্তুটির মূল্যের দ্বিগুণ মূল্য দিতে হবে। প্রাণীটি ষাঁড় বা গাধা বা মেষ যাই হোক না কেন নিয়ম একই থাকবে।

''যদি সিঁদ কেটে চুরি করার সময় কোনও চোর মারা যায় তবে কেউই দোষী হবে না। কিন্তু যদি এটা

দিনের বেলায় হয় তাহলে যে হত্যা করবে সে দায়ী হবে।

[5]“যখন একটি ব্যক্তি তার গৃহপালিত জন্তুদের তার নিজের ক্ষেতে অথবা দ্রাক্ষাক্ষেতে চরতে দেয়, কিন্তু তারা যদি বিপথে গিয়ে অন্য কারো ক্ষেতে অথবা দ্রাক্ষাক্ষেতে চরে বেড়ায় তাহলে তাকে তার ক্ষেতের অথবা দ্রাক্ষাক্ষেতের সবচেয়ে ভালো ফসল দিয়ে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

[6]“কেউ যদি তার প্রতিবেশীর শস্যের গাদা অথবা যে শস্য কাটা হয়নি তা অথবা পুরো ক্ষেতটি পুড়িয়ে ফেলে, তাহলে যা কিছু পুড়ে গেছে তার ক্ষতিপূরণ তাকে দিতে হবে।

[7]“কোনও ব্যক্তি তার টাকা বা অন্য কিছু তার প্রতিবেশীর কাছে রাখতে দিতে পারে। কিন্তু যদি প্রতিবেশীর বাড়ি থেকে সেই জিনিষ চুরি হয়ে যায় তবে কি করবে? চোরকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করবে। যদি চোরকে পাও তবে চোর চুরি করা জিনিষের মূল্যের দ্বিগুণ জরিমানা দেবে। [8]যদি চোরকে খুঁজে পাওয়া না যায়, তাহলে ঈশ্বর বিচার করবেন যেখান থেকে চুরি হয়েছে সেই বাড়ির মালিক দোষী কি না। বাড়ির মালিক ঈশ্বরের কাছে যাবে এবং ঈশ্বর বিচার করবেন যে সে কিছু চুরি করেছে কি না।

[9]“যদি কোনও দুই ব্যক্তি উভয়েই কোনও ষাঁড় বা গাধা বা মেষ বা বস্ত্র বা কোনও হারানো বস্তুকে নিজের বলে দাবী করে তাহলে তারা দুজনেই ঈশ্বরের কাছে যাবে। ঈশ্বর যাকে দোষী করবেন সে অপর ব্যক্তিকে সেই জিনিষটির মূল্যের দ্বিগুণ দেবে।

[10]“কোনও ব্যক্তি তার প্রতিবেশীকে তার কোন প্রাণীর রক্ষণাবেক্ষণের অল্প সময়ের জন্য ভার দিতে পারে। সেটা গাধা বা ষাঁড় বা মেষ হতে পারে কিন্তু যদি সেই প্রাণী আহত হয় বা মারা যায় বা কারো অলক্ষ্যে চুরি হয়ে যায় তাহলে কি করবে? [11]তখন সেই প্রতিবেশীকে প্রভুর নামে শপথ করে বলতে হবে যে সে চুরি করেনি। তখন প্রাণীর মালিক সেই শপথ গ্রাহ্য করবে এবং প্রতিবেশীকে সেই মৃত প্রাণীর জন্য কোন জরিমানা দিতে হবে না। [12]কিন্তু যদি সেই প্রতিবেশী চুরি করে থাকে তবে তাকে জরিমানা দিতে হবে। [13]যদি কোন বন্য জন্তু প্রাণীটিকে মেরে ফেলে তবে তার দেহ প্রমাণ হিসেবে দেখাতে হবে। তাহলে প্রতিবেশীকে জরিমানা দিতে হবে না।

[14]“যদি কোনও ব্যক্তি তার প্রতিবেশীর কাছ থেকে ধার করে তবে সে তার জন্য দায়ী থাকবে। যদি কোন প্রাণী আহত হয় বা মারা যায় তবে প্রতিবেশী প্রাণীর মালিককে জরিমানা দেবে। প্রতিবেশীই দায়ী কারণ মালিক সেখানে উপস্থিত ছিল না। [15]কিন্তু যদি প্রাণীর মালিক সেখানে উপস্থিত থাকে তাহলে প্রতিবেশীকে জরিমানা দিতে হবে না। যদি প্রতিবেশী প্রাণীটিকে ব্যবহারের জন্য টাকা দেয় তাহলে তাকে প্রাণীটি আহত হলে বা মারা গেলে জরিমানা দিতে হবে না। সে ঐ প্রাণীটি ব্যবহারের জন্য যা মূল্য দিয়েছে তাই যথেষ্ট।

[16]“যদি, কোনও ব্যক্তি একজন অবাগদত্তা কুমারী মেয়ের সঙ্গে যৌন সম্পর্কে লিপ্ত হয় তাহলে সে অবশ্যই তার পিতাকে পুরো যৌতুক দেবে এবং তাকে বিয়ে করবে। [17]যদি তার পিতা মেয়েটিকে সেই ব্যক্তির সঙ্গে বিয়ে দিতে নাও চান তাহলেও তাকে মেয়েটির জন্য পুরো অর্থ দিতে হবে।

[18]“যদি কোন স্ত্রীলোক দুষ্ট কুহক করে তবে তাকে বাঁচতে দিও না।

[19]“কোন মানুষ যদি কোন পশুর সঙ্গে যৌন সম্পর্ক করে তবে তাকে অবশ্যই হত্যা করবে।

[20]“যদি কোন ব্যক্তি মূর্ত্তিকে নৈবেদ্য দেয় তবে তাকে হত্যা করবে। তোমরা অবশ্যই কেবলমাত্র প্রভুর কাছেই নৈবেদ্য উৎসর্গ করবে।

[21]“মনে রাখবে তোমরা ইতিপূর্বে মিশরে বিদেশী ছিলে তাই তোমরা কোন বিদেশীকে ঠকাবে না বা আঘাত করবে না।

[22]“কোন বিধবা বা অনাথ শিশুর কখনো কোনও ক্ষতি কোর না। [23]যদি তুমি ঐসব বিধবা ও অনাথদের নির্যাতন কর তাহলে আমি তাদের দুর্দশার কথা জেনে যাব। [24]এতে আমি রেগে গিয়ে তোমাকে হত্যা করব যার ফলে তোমার স্ত্রী বিধবা এবং তোমার সন্তানেরা অনাথ হবে।

[25]“যদি আমার লোকেদের মধ্যে কেউ দরিদ্র হয় এবং তাকে তুমি কিছু টাকা ধার দাও, তাহলে ঐ টাকার ওপর কোন সুদ দাবী করো না অথবা তাকে সুদ দিতে বাধ্য করো না। সুদ নিয়ে যে টাকা দেয় তার মতো ব্যবহার কোর না। [26]যদি কোনও ব্যক্তি তোমার কাছে ধার শোধ করার প্রমাণ হিসেবে তার গায়ের শীতবস্ত্র বন্ধক রাখে তবে তুমি সূর্যাস্তের আগে তাকে সেটা ফিরিয়ে দেবে। [27]যদি তার শীতবস্ত্র না থাকে তবে সে শীতে কষ্ট পাবে এবং তার কান্না আমি শুনতে পাবো কেননা আমি দয়ালু।

[28]“ঈশ্বর বা জনগণের নেতাদের কখনো অভিশাপ দিও না।

[29]“ফসল কাটার সময় প্রথম শস্যের দানা ও প্রথম ফলের রস বছরের শেষ পর্যন্ত অপেক্ষা না করেই আমাকে দেবে ।

“তোমাদের প্রথম সন্তানকে আমার কাছে উৎসর্গ করবে। [30]তোমাদের প্রথমজাত গরু বা মেষও আমাকে দেবে। প্রথম নবজাতককে তার মায়ের কাছে সাত দিন রেখে অষ্টম দিনে আমাকে দিয়ে দেবে।

[31]“তোমরা আমার বিশেষ লোক, কোন বন্য প্রাণীর মেরে ফেলা পশুর মাংস খাবে না। সেই মাংস কুকুরকে খেতে দেবে।

23 “অন্যদের বিরুদ্ধে মিথ্যে অপবাদ রটিও না। যদি তুমি আদালতে সাক্ষী দিতে যাও তাহলে একজন খারাপ লোককে সাহায্যের জন্য মিথ্যা সাক্ষ্য দিও না।

[2]“সবাই যা করছে তুমিও তাই করতে যেও না। যদি একটি গোষ্ঠীর মানুষ অন্যায় করে তাহলে তুমিও

তাদের দলে গিয়ে ভিড়ে যেও না বরং তুমি তাদের কাজে ইন্ধন না জুগিয়ে যা সঠিক এবং ন্যায় তাই করো।

[3]"কোন মামলা-মকদ্দমায় কোন দরিদ্র লোককে তোমার বিশেষ অনুগ্রহ করা অবশ্যই উচিৎ নয়।

[4]"যদি কোনও ব্যক্তির বলদ অথবা গাধা হারিয়ে যায় আর তা যদি তুমি খুঁজে পাও তাহলে সঙ্গে সঙ্গে তুমি হারিয়ে যাওয়া বলদ বা গাধাটিকে তার মালিকের কাছে ফিরিয়ে দেবে। এমনকি সে যদি তোমার শত্রু হয় তাহলেও তুমি এটাই করবে।

[5]"যদি কোনও মালবাহী পশু মালের ভারে আর চলতে না পারার মত অবস্থায় পৌঁছে যায় তাহলে তুমি সেই পশুটির ভার লাঘব করতে সচেষ্ট হবে। সেই পশুটি যদি তোমার শত্রুও হয় তাহলেও তুমি তা করবে।

[6]"কোনও দরিদ্রের সঙ্গে কোনওরকম অন্যায় হতে দিও না। সাধারণ মানুষদের মতোই একই বিধানে সেই দরিদ্রেরও বিচার হওয়া উচিত।

[7]"কাউকে দোষী হিসেবে চিহ্নিত করার আগে সচেতন থেকো। কারুর বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ দিও না। কোনও নির্দোষ মানুষকে শাস্তি পেতে দেখলে তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে অন্যায়ের প্রতিবাদ জানাবে। যে একজন নির্দোষ মানুষকে হত্যা করে সে একজন পাপী এবং আমি কখনোই তাকে ক্ষমা করব না।

[8]"যদি কেউ তোমাকে তার অন্যায় কাজকর্মের সঙ্গ দেওয়ার জন্য ঘুষ দিতে চায় তাহলে তুমি সেই ব্যক্তির প্রস্তাব গ্রহণ করবে না। কারণ ঘুষের অর্থ সত্যকে দেখার দৃষ্টি ঢেকে দেয় এবং এই ধরণের ঘুষের অর্থ ভাল মানুষদেরও মিথ্যা বলতে প্রলুব্ধ করবে।

[9]"কোনও বিদেশীর সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করবে না কারণ এক সময় তোমরা যখন মিশরে ছিলে তোমরাও তখন সে দেশে বিদেশী হিসেবেই বাস করতে।

বিশেষ ছুটির দিন

[10]"ছয় বছর ধরে জমিতে চাষ করো, বীজ বোনো, ফসল ফলাও। [11]কিন্তু সপ্তম বছরে আর নিজের জমিকে চাষের জন্য ব্যবহার করবে না। সপ্তম বছরটি হবে জমির বিশেষ বিশ্রামের সময়। তাই জমিতে সে বছর আর কোনও চাষ করবে না। তবু যদি সেই জমিতে কোনও ফসল ফলে তাহলে সেই ফসল গরীব মানুষদের দিয়ে দিতে হবে এবং বাকী যা পড়ে থাকবে তা খেতে দেবে বন্য প্রাণীদের। তোমাদের দ্রাক্ষাক্ষেত ও জলপাই গাছগুলির ক্ষেত্রেও এই একই নিয়ম খাটাবে।

[12]"সপ্তাহে ছ'দিন কাজ করার পর সপ্তম দিনটি ছুটির দিন হিসাবে ঘোষণা করো। ছুটির দিন শুধু বিশ্রামের জন্য তুলে রাখবে। তুমি অবশ্যই তোমার ক্রীতদাসদের এবং বিদেশীদের এবং এমন কি তোমার গৃহপালিত ষাঁড় এবং গাধাদেরও সাময়িক অবকাশ দেবে।

[13]"এই সমস্ত নিয়মগুলো তুমি সাবধানে মেনে চলবে। অন্য দেবতাদের নামও উচ্চারণ করো না; তোমার মুখে যেন ওগুলো না শুনতে পাওয়া যায়।

[14]"তোমাদের জন্য বছরে তিনটি বিশেষ ছুটির দিন থাকবে। তোমাদের আমাকে উপাসনার জন্য নির্দিষ্ট স্থানে আসতে হবে। [15]প্রথম ছুটির দিনটি হবে খামিরবিহীন রুটির উৎসব। আমার নির্দেশ মতো তা পালন করা হবে। এই সময় তোমরা যে রুটি খাবে তা হবে খামিরবিহীন। সাত দিন এই ভাবে চলবে। তোমরা এই নির্দেশ পালন করবে আবীব মাসে। কারণ এই সময়েই তোমরা মিশর থেকে ফিরে এসেছিলে। এই আবীব মাসে তোমরা প্রত্যেকে আমাকে উৎসর্গ করার জন্য কিছু না কিছু নিয়ে আসবে।

[16]"দ্বিতীয় ছুটির দিনটি হবে ফসল কাটার উৎসব। গ্রীষ্মের প্রথমদিকে এই দ্বিতীয় ছুটির দিন হবে। সে সময় তোমরা ক্ষেত থেকে ফসল কাটবে।

"তৃতীয় ছুটির দিনটি হবে ফসল তোলার উৎসব। বছরের শেষে যখন তোমরা জমি থেকে সব শস্য ঘরে তুলবে তখনই এই উৎসব পালিত হবে।

[17]"সুতরাং প্রত্যেক বছরে তিনদিন সকলে সেই নির্দিষ্ট বিশেষ স্থানে জড়ো হয়ে তোমাদের প্রভুর সঙ্গে কাটাবে।

[18]"যখন তোমরা পশু বলি দিয়ে তার রক্ত প্রভুর উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করবে তখন আর খামির দেওয়া রুটি উৎসর্গ করবে না। এবং ঐ বলির মাংস তোমরা একদিনে খেয়ে নেবে, পরের দিনের জন্য জমিয়ে রাখবে না।

[19]"ক্ষেত থেকে ফসল তোলার সময় সব ফসল তুলে প্রথমে নিয়ে আসবে তোমাদের প্রভু ঈশ্বরের গৃহে।

"কোন ছাগ শিশুকে তার মায়ের দুধে ফুটিয়ো না।"

ইস্রায়েলকে তার স্বদেশ ফিরিয়ে দিতে ঈশ্বর সাহায্য করবেন

[20]ঈশ্বর বললেন, "দেখ তোমাদের জন্য আমি এক দূত পাঠাচ্ছি। আমি তোমাদের জন্য যে স্থান নির্বাচন করেছি তোমাদের সেইখানে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমার পাঠানো দূত তোমাদের নেতৃত্ব দেবে। ঐ দূত তোমাদের রক্ষা করবে। [21]ঐ দূতকে অমান্য না করে তাকে অনুসরণ করো। তার বিরুদ্ধে কখনো অসন্তোষ প্রকাশ কোর না। ঐ দূতের শরীরে আমার শক্তি আছে; সুতরাং সে কোনরকম অন্যায় বরদাস্ত করবে না। [22]তোমরা তার সব কথা মেনে চলবে। আমার সব কথাও অক্ষরে অক্ষরে পালন করবে। যদি তোমরা তা করো তাহলে আমি তোমাদের সঙ্গে থাকব। তোমাদের শত্রুদের বিরোধিতা করব এবং যারা তোমার বিরুদ্ধে যাবে আমি তাদেরও শত্রুতে পরিণত হব।"

[23]ঈশ্বর বললেন, "আমার প্রেরিত দূত তোমাদের আগে আগে যাবে। সে তোমাদের নেতৃত্ব দেবে—ইমোরীয়, হিত্তীয়, পরিষীয়, কনানীয়, হিব্বীয় ও যিবূষীয়দের বিরুদ্ধে। কিন্তু আমি তাদের প্রত্যেককে পরাজিত করব।

[24]"তাদের দেবতাদের তোমরা পূজা করবে না। তোমরা সেইসব দেবতাদের কাছে নতজানু হবে না। তাদের জীবনযাপনের সঙ্গে তোমরা নিজেদের জড়াবে

না। তোমরা তাদের মূর্ত্তিদের ধ্বংস করবে এবং তোমরা তাদের দেবতাকে মনে রাখার সমস্ত স্তম্ভ ভেঙ্গে ফেলবে। **25**তোমরা সর্বদা তোমাদের প্রভু ঈশ্বরের সেবা অবশ্যই করবে। আমি তোমাদের রুটি ও জলকে আশীর্বাদ করব। আমি তোমাদের কাছ থেকে সমস্ত রোগ সরিয়ে নেব। **26**তোমাদের মহিলারা সন্তান ধারণে সক্ষম হয়ে উঠবে। তাদের কেউই সন্তান প্রসবকালে মারা যাবে না। আমি তোমাদের দীর্ঘ জীবন দেব।

27"তোমরা যখন তোমাদের শত্রুদের সঙ্গে যুদ্ধ করবে তখন আমি তোমাদের শক্তি জোগাবো। আমি তোমাদের শত্রুদের হারাতে সাহায্য করব। তোমাদের শত্রুরা হতচকিত হয়ে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালাতে শুরু করবে। **28**আমি তোমাদের আগে একটা ভীমরুল* পাঠাব। সেই তোমাদের শত্রুদের জোর করে তাড়িয়ে দেবে। হিব্বীয়, কনানীয় ও হিত্তীয়রা তোমাদের দেশ ত্যাগ করে পালাবে। **29**কিন্তু আমি শীঘ্রই ঐ সমস্ত মানুষগুলোকেজোর করে তোমাদের দেশ থেকে তাড়াব না। অন্তত এক বছর আমি ওদের তাড়াব না। কারণ তাহলে খুব তাড়াতাড়ি তোমাদের দেশ জনমানব শূন্য হয়ে পড়বে। ফলে সেসময় বন্য প্রাণীরা ঢুকে পড়ে বংশবৃদ্ধির দ্বারা দেশটাকে দখল করে নেবে এবং তখন সেই সমস্ত প্রাণীরাই তোমাদের সমস্যা সৃষ্টি করবে। **30**তাই আমি খুব ধীরে ধীরে ঐ মানুষগুলোকে তোমাদের দেশ থেকে তাড়াব। তোমরাও ক্রমশঃ দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে থাকবে আর আমিও ওদের একে একে তাড়াতে থাকব।

31"সূফ সাগর থেকে ফরাৎ নদী পর্যন্ত সমস্ত জমি তোমাদের দিয়ে দেব। তোমাদের দেশের পশ্চিম সীমান্ত হবে পলেষ্টীয়দের সমুদ্র পর্যন্ত। আর পূর্ব দিকের সীমান্ত হবে আরব দেশের মরুভূমি। এই সীমানার মধ্যে বসবাসকারী প্রত্যেককে আমি তোমাদের দিয়েই পরাজিত করে তাড়িয়ে ছাড়ব।

32"তোমরা ঐ সমস্ত লোকেদের সঙ্গে অথবা তাদের দেবতাদের সঙ্গে কোনওরকম চুক্তি করবে না। **33**তাদের তোমাদের দেশে একদম থাকতে দেবে না। যদি থাকতে দাও তাহলে তাদের ফাঁদে পা দিয়ে তোমরা আমার বিরুদ্ধে পাপকে সংঘটিত করবে। এবং তোমরা ঐ লোকেদের দেবতাদের পূজা করতে বাধ্য হবে।"

ঈশ্বর এবং ইস্রায়েলের চুক্তি

24 প্রভু মোশিকে বললেন, "তুমি হারোণ, নাদব, অবীহূ এবং ইস্রায়েলের 70 জন প্রবীণ পর্বতের ওপর উঠে এসে দূর থেকে আমার উপাসনা করো। **2**কিন্তু মোশি একাই প্রভুর কাছে আসবে। অন্যরা যেন প্রভুর কাছে না যায়। এমনকি বাকী লোকেরা মোশির সঙ্গে পর্বতে উঠবে না।"

3প্রভুর সমস্ত নির্দেশ ও সমস্ত বিধি মোশি লোকেদের বলল। তখন সবাই রাজী হল এবং বলল, "আমরা প্রভুর সমস্ত নির্দেশ মেনে চলব।"

4সুতরাং মোশি একটি খাতায় প্রভুর সমস্ত নির্দেশ লিখে রাখল। পরদিন সকালে সে জেগে উঠল এবং পর্বতের পাদদেশে একটি বেদী এবং ইস্রায়েলের দ্বাদশ পরিবারগোষ্ঠী অনুসারে বারোটি স্তম্ভ নির্মাণ করল। **5**তারপর মোশি ইস্রায়েলের যুবকদের পাঠাল প্রভুর বেদীতে কিছু উৎসর্গের জন্য। এই যুবকেরা হোমবলি ও মঙ্গল নৈবেদ্য স্বরূপ প্রভুর কাছে ষাঁড়গুলি উৎসর্গ করল।

6পশু বলির সময় মোশি পাত্রগুলিতে অর্ধেক রক্ত রাখল এবং বাকী রক্ত বেদীর ওপর ঢেলে দিল।

7মোশি তখন খাতাটি নিয়ে তাতে লেখা চুক্তিগুলি চেঁচিয়ে পড়তে থাকল। লোকেরা তা শুনে বলে উঠল, "আমরা প্রভুর দেওয়া বিধিগুলি শুনেছি এবং তা মানতে রাজি।"

8তখন মোশি লোকেদের মাঝে উঠে দাঁড়াল এবং ঐ পাত্রগুলিতে রাখা রক্ত ছিটিয়ে দিল। সে বলল, "দেখ, এই হচ্ছে সেই রক্ত যা তোমাদের সঙ্গে প্রভুর চুক্তির সূচনা করে। চুক্তিটিকে ব্যাখ্যা করার জন্যই ঈশ্বর তোমাদের জন্য বিধি প্রণয়ন করেছেন।"

9এরপর মোশি, হারোণ, নাদব, অবীহূ এবং ইস্রায়েলের 70 জন প্রবীণ নেতৃবৃন্দ সেই পর্বতে চড়ল। **10**পর্বতের ওপর তারা ইস্রায়েলের ঈশ্বরকে দেখতে পেল। ঈশ্বর নীল আকাশের মতো স্বচ্ছ নীলকান্ত মণির রাস্তার ওপরে দাঁড়িয়ে ছিলেন। **11**ইস্রায়েলের প্রবীণদের প্রত্যেকে ঈশ্বরকে দেখতে পেল। কিন্তু ঈশ্বর তাদের ধ্বংস করেন নি।* পরিবর্তে তারা সবাই একত্রে ভোজন ও পান করল।

মোশি ঈশ্বরের বিধির জন্য গেল

12প্রভু মোশিকে বললেন, "পর্বতের ওপর আমার কাছে এসো এবং ওখানে থাকো। আমি লোকেদের জন্য আমার শিক্ষামালা ও বিধিগুলি দুটো প্রস্তর ফলকে লিখে রেখেছি। আমি এই প্রস্তর ফলকগুলি তোমাকে দিতে চাই।"

13তখন মোশি ও তার পরিচারক যিহোশূয় ঈশ্বরের কাছে যাওয়ার জন্য পর্বতে চড়লো। **14**মোশি প্রবীণদের বলল, "এখানে তোমরা আমাদের দুজনের জন্য অপেক্ষা করো। আমরা তোমাদের কাছে ফিরে আসব। আমি যাবার পর তোমাদের কারো কোন সমস্যা হলে হারোণ ও হূরের কাছে যাবে।"

মোশি ঈশ্বরের সাক্ষাৎ পেল

15মোশি যখন পর্বতে উঠল তখন পর্বত মেঘে আচ্ছন্ন ছিল। **16**সীনয় পর্বতে প্রভুর মহিমা স্থায়ী হল। ছয় দিন

ভীমরুল এটি একটি মৌমাছির মত পতঙ্গ। এটি একটি সত্যি ভীমরুল হতে পারে অথবা ঈশ্বরের দূত অথবা তাঁর মহান ক্ষমতা হতে পারে।

ইস্রায়েলের ... করেন নি বাইবেল বলে যে লোকে ঈশ্বরকে দেখতে পারে না। কিন্তু ঈশ্বর চেয়েছিলেন যে এই নেতারা জানুক তিনি কি রকম। সেজন্য তিনি তাদের তাঁকে একটি বিশেষ উপায়ে দেখতে দিয়েছিলেন।

পর্বত মেঘে ঢেকে রইল এবং সপ্তমদিনে ঈশ্বর মেঘের ভেতর থেকে মোশির সঙ্গে কথা বললেন। 17আর তখন ইস্রায়েলের লোকেরা প্রভুর মহিমা দেখতে পেল। যেন এক আগুনের গোলা জ্বলছিল পর্বতের চূড়ায়।

18তখন মোশি মেঘের মধ্যে দিয়েই পর্বতের চূড়ায় উঠতে লাগল। মোশি ওই পর্বতে 40 দিন ও 40 রাত কাটিয়েছিল।

পবিত্র বিষয়ে উপহার

25 প্রভু মোশিকে বললেন, 2"ইস্রায়েলের লোকেদের বলো আমার জন্য উপহার নিয়ে আসতে। তারা ব্যক্তিগতভাবে নিজেদের মনে মনে ঠিক করে নেবে তারা আমাকে কি দিতে চায়। আমার হয়ে তুমি সেই উপহারগুলি গ্রহণ করো। 3এই হল তার ফর্দ যা যা তুমি তাদের থেকে গ্রহণ করবে: সোনা, রূপো এবং পিতল, 4নীল, বেগুনী এবং লাল সুতো ও মসৃণ শনের কাপড় এবং ছাগলের লোম, 5মেষের লাল রঙের চামড়া, মসৃণ চামড়া, বাবলা কাঠ, 6প্রদীপের তেল, অভিষেকের তেল, সুগন্ধি মশলা, সুগন্ধি ধূপ তৈরির মশলা। 7এগুলি ছাড়াও অলীক মণি এবং অন্যান্য মণিমাণিক্য যেগুলো যাজক দ্বারা পরিহিত এফোদ এবং বক্ষাবরণের ওপর ব্যবহৃত হবে তা গ্রহণ করো।"

পবিত্র তাঁবু

8ঈশ্বর আরও বললেন, "লোকেরা আমার জন্য একটি পবিত্র স্থান তৈরি করবে। তখন আমি তাদের মধ্যে থাকতে পারব। 9আমি তোমাদের পবিত্র তাঁবু এবং তার আসবাবপত্রাদি কেমন দেখতে হওয়া উচিৎ দেখাব। এবং আমি যেমনটি দেখাব ঠিক তেমনি একটি তাঁবু তৈরী করবে।

সাক্ষ্যসিন্দুক

10"একটি বিশেষ সিন্দুক তৈরী করবে। সিন্দুকটি তোমরা বাবলা কাঠ দিয়ে তৈরী করবে। পবিত্র সিন্দুকটির দৈর্ঘ্য হবে 2.5 হাত, প্রস্থ 1.5 হাত, এবং উচ্চতায় 1.5 হাত। 11পুরো সিন্দুকটির ভেতরে বাইরে সোনা দিয়ে মুড়ে দেবে। তোমরা অবশ্যই তার চারধারে সোনার ঝালর দেবে। 12তোমরা সিন্দুকটিকে বয়ে নেওয়ার জন্য চারটি সোনার আংটা সিন্দুকটির চারদিকে লাগাবে। দুদিকে দুটো করে সোনার কড়া বা আংটা থাকবে। 13এরপর সিন্দুকটিকে বহন করার জন্য দুটো বাবলা কাঠের দণ্ড বানাবে। এই দণ্ডটিও সোনা দিয়ে মোড়া থাকবে। 14এরপর সিন্দুকটির দু প্রান্তের আংটার মধ্যে দণ্ডগুলি ঢোকাবে এবং সিন্দুকটিকে বয়ে নিয়ে যাওয়ার কাজে ব্যবহার করবে। 15এই দণ্ডগুলি অবশ্যই সিন্দুকটির হাতার ভেতরদিকে দৃঢ় হয়ে থাকবে এবং সেগুলো কখনো খুলে নেওয়া হবে না।"

16ঈশ্বর বললেন, "আমি তোমাদের চুক্তিটি দেব। তা ঐ সিন্দুকে রেখে দেবে। 17আড়াই হাত লম্বা ও দেড় হাত চওড়া একটি সোনার আচ্ছাদন তৈরী করবে। 18"পেটানো সোনা দিয়ে দুইটি করূব দূত বানাও এবং সোনার আচ্ছাদনের দুই প্রান্তে তাদের রাখো। 19আচ্ছাদনের দুই কোণায় তাদের রেখে একই আচ্ছাদনের নীচে ওদের স্থাপন করবে। এরপর দূতদের এবং আচ্ছাদনটিকে একটি অখণ্ড বস্তু করবার জন্য তাদের যুক্ত করো। 20দূতদের ডানা দুটিকে অবশ্যই আকাশের দিকে বিস্তৃত করে দিতে হবে। এবার ডানা সমেত দূতের মূর্ত্তিকে সিন্দুকে এমনভাবে রাখবে যেন দুজনেই মুখোমুখি আচ্ছাদনের দিকে তাকিয়ে থাকে।

21"আমি তোমাদের চুক্তিটি দেব এবং তোমরা তা সিন্দুকে ভরে রাখবে এবং সিন্দুকের ওপর ঐ ঢাকনাটি দিয়ে দেবে। 22আমি যখন তোমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করব তখন আমি পরস্পর মুখোমুখি ঐ করূব দূতদের মাঝখানে আচ্ছাদনের ওপর থেকে কথা বলব। ইস্রায়েলবাসীকে দেবার জন্য আমি তোমাদের আমার সমস্ত আদেশসমূহ দেব।

টেবিল

23"বাবলা কাঠের একটি টেবিল তৈরী করবে। টেবিলটি দৈর্ঘ্যে হবে 2 হাত, প্রস্থে 1 হাত এবং উচ্চতায় 1.5 হাত। 24টেবিলটি খাঁটি সোনা দিয়ে মোড়া থাকবে এবং টেবিলের চারদিকে সোনার নিকেল করা থাকবে। 25তারপর টেবিলের চারিদিকে 1 হাত চওড়া একটি কাঠের কাঠামো তৈরী করবে এবং ঐ কাঠের কাঠামোতে সোনার নিকেল করা থাকবে। 26টেবিলের চার পায়ায় চারটি সোনার কড়া তৈরি করে রাখবে। 27পায়ায় সোনার কড়া চারটি টেবিলের ওপর রাখা কাঠামো বরাবর সোজা তুলে আনবে। এবার চারটি কড়ায় দণ্ড ঢুকিয়ে টেবিলটিকে বহন করা যাবে। 28বাবলা কাঠেরই দণ্ড তৈরি করে সেগুলি সোনারপাতে মুড়ে টেবিলটিকে বহন করবে। 29সোনার থালা, চামচ, মগ ও পাত্র তৈরি করবে। মগ ও পাত্র পেয় নৈবেদ্যের জন্য ব্যবহার করা হবে। 30টেবিলের ওপর আমার জন্য বিশেষ রুটি রাখবে। এবং তা যেন সর্বক্ষণই আমার সামনে রাখা থাকে।

দীপদান

31"এরপর একটি দীপদান বানাবে। খাঁটি সোনাকে পিটিয়ে একটি সুদৃশ্য দীপদান তৈরি করবে। এই দীপদানের কাণ্ড, শাখা, গোলাধার, প্রভৃতি সব অখণ্ড হবে।

32"এই দীপদানে অবশ্যই ছয়টি শাখা থাকতে হবে। তিনটি শাখা একদিকে প্রসারিত থাকবে এবং অন্যদিকে থাকবে তিনটি শাখা। 33প্রত্যেক শাখায় তিনটি ফুল থাকবে। ঐ দীপদানের ফুলগুলি বাদাম ফুলের মতো হবে এবং তাতে মুকুলও থাকবে। 34দীপদানের জন্য আরও চারটে ফুল তৈরি করবে। এই ফুলগুলি হবে বাদাম ফুলের মতো সঙ্গে মুকুলও থাকবে। 35দীপদানের ছয়টি শাখা থাকবে। হাতলের বা দীপদানের কাণ্ডের দুদিক থেকে যথাক্রমে তিনটি করে শাখা বেরিয়ে আসবে। কাণ্ডের যেখানে শাখাগুলি মিশছে সেখানে

ফুল ও মুকুল তৈরি করে লাগাবে। [36]পুরো দীপদানটি এমনকি শাখা ফুলগুলিও খাঁটি সোনার হওয়া চাই। এবং পুরোটাই একছাঁচে অর্থাৎ অখণ্ড হতে হবে। [37]এরপর সাতটি প্রদীপ বানাবে দীপদানে রাখার জন্য। এই প্রদীপগুলিই দীপদানের সামনে আলোকিত করে রাখবে। [38]প্রদীপের চিমটাটিও সোনার হওয়া চাই। যে থালাটিতে দীপদানটি রাখা হবে সেটিকেও সোনার হতে হবে। [39]ঐ দীপদান ও দীপদানের আনুষঙ্গিক অংশ তৈরী করতে অবশ্যই 75 পাউণ্ড সোনা ব্যবহার করতে হবে। [40]পর্বতের ওপর আমি তোমাদের যা যা দেখিয়েছি তা তৈরি করার সময় সর্বদা সর্তক থেকো, যেন কোন ভুল না হয়।”

পবিত্র তাঁবু

26 প্রভু মোশিকে বললেন, ‘‘পবিত্র তাঁবুটি তৈরী করবে 10টি পর্দা দিয়ে। পর্দাগুলি তৈরী হবে মসৃণ শনের কাপড়ে এবং নীল, বেগুনী ও লাল সুতোয়। একজন দক্ষ কারিগর পর্দাটি বুনবে এবং তাতে সে করূব দূতের চিত্র সেলাই করবে। [2]প্রত্যেকটি পর্দা একই রকম আকৃতির তৈরী করবে। প্রত্যেকটি পর্দা দৈর্ঘ্যে 28 হাত ও প্রস্থে 4 হাত হবে। [3]এক ভাগ করবার জন্য 5টি পর্দাকে যুক্ত করো। পর্দাগুলি সমান দু ভাগে ভাগ করবে। [4]এক ভাগের শেষ পর্দাটির ধার জুড়ে ফাঁস তৈরী করবার জন্য নীল কাপড় ব্যবহার কর। [5]দুই ভাগের শেষ পর্দা দুটিতে 50টি নীল কাপড়ের ঝালর থাকবে। [6]পর্দাগুলিকে একত্রে যুক্ত করবার জন্য 50টি সোনার আংটা তৈরী কর। এটা পবিত্র তাঁবুটিকে একসঙ্গে যুক্ত করবে একটি অখণ্ড তাঁবু করবার জন্য।

[7]‘‘একটি তাঁবু তৈরী করবার জন্য ছাগলের লোম দিয়ে তৈরী এগারোটি পর্দা ব্যবহার কর। এই তাঁবুটি হবে আগের পবিত্র তাঁবুর আচ্ছাদন। [8]এই সমস্ত পর্দাগুলি অবশ্যই একই আকৃতির হবে। প্রত্যেকটি পর্দা হবে 30 হাত লম্বা এবং 4 হাত চওড়া। [9]এগারোটা পর্দা দুভাগে ভাগ করে এক ভাগে পাঁচটা ও অন্য ভাগে ছয়টি পর্দা রাখবে। পবিত্র তাঁবুর সামনে ষষ্ঠ পর্দাটি ভাঁজ করে রাখবে। [10]প্রতিটি ভাগের শেষে পর্দার নীচে 50টি ফাঁস লাগাও। [11]এবার পর্দাগুলি একত্র করার জন্য 50টি পিতল আংটা তৈরি করাবে এবং একসঙ্গে সেগুলি টাঙ্গাবে। [12]এই তাঁবুর শেষ পর্দাটির অর্ধেক অবশ্যই পবিত্র তাঁবুর পিছনদিকে ঝুলে থাকবে। [13]অন্য দিকেও 1 হাত করে পর্দা পবিত্র তাঁবুর ভূমিদেশ থেকে নীচের দিকে ঝুলে থাকবে। এইভাবে পবিত্র তাঁবুকে পরবর্তী তাঁবুটি চারিদিক থেকে আচ্ছাদনের মতো ঘিরে থাকবে। [14]ভেতরের তাঁবু থেকে বাইরের তাঁবুতে যাওয়ার জন্য দুখানি চামড়ার ছাদ তৈরি করবে। একটি হবে পুং মেষের পাকা চামড়ার তৈরী এবং অন্যটি হবে উৎকৃষ্ট চামড়ার।

[15]‘‘পবিত্র তাঁবুটিকে খাড়া করে রাখার জন্য বাবলা কাঠের একটি কাঠামো তৈরি করবে। [16]ওই কাঠামোটি 10 হাত উঁচু ও 1.5 হাত চওড়া। [17]প্রত্যেকটি কাঠামোর নীচে দুটো পায়া থাকবে। পবিত্র তাঁবুর প্রত্যেকটি কাঠামো একই আকারের হবে। [18]পবিত্র তাঁবুর দক্ষিণ দিকের জন্য 20টি কাঠামো বানাবে। [19]কাঠামোগুলির নীচে লাগানোর জন্য রূপো দিয়ে 40টি ভূমিমূল তৈরি করবে। প্রত্যেকটি কাঠামোর গোড়ায় দুটি করে রূপোর পায়া বা ভূমিমূল থাকবে। [20]উত্তর দিকের জন্য আরও 20টি কাঠামো তৈরি করবে। [21]একইরকমভাবে কুড়িটি কাঠামোর দুটি করে পায়ার জন্য আরও 40টি রূপোর পায়া তৈরি করে লাগাবে। [22]পবিত্র তাঁবুর পিছনদিক অর্থাৎ পশ্চিম দিকের জন্য আরও ছয়খানি কাঠামো বানাও। [23]পবিত্র তাঁবুর পিছনদিকে দুই কোণের জন্য দুখানি কাঠামো বানাবে। [24]দুই কোণার কাঠামো দুখানি পরস্পরের সঙ্গে নীচের দিকে যুক্ত থাকবে। ওপরে একটি কড়া এই দুখানি কাঠামোকে একত্রে ধরে রাখবে। দু দিকের কোণাতেই একইরকম হবে। [25]এইরকম মোট আটটি কাঠামো থাকবে এবং 16টি রূপোর পায়া থাকবে।

[26]“পবিত্র তাঁবুর কাঠামোগুলি জোড়া লাগানোর জন্য বাবলা কাঠ ব্যবহার করবে। পবিত্র তাঁবুর প্রথম দিকে পাঁচটি জোড়া তক্তা থাকবে। [27]অন্যদিকেও পাঁচটি তক্তা জোড়া দেওয়া থাকবে। এবং পিছনদিকেও পাঁচটি জোড়া তক্তা থাকবে। [28]তক্তাগুলির মাঝখানে একটি কেন্দ্রস্থিত হুড়কো লাগাতে হবে।

[29]‘‘কাঠামোগুলি তারপর সোনা দিয়ে মুড়ে দেবে। তক্তাগুলি আটকানোর জন্য আংটা ব্যবহার করবে। আংটাগুলিও অবশ্যই সোনার হবে। কীলকগুলিকে সোনা দিয়ে ঢেকে দাও। [30]এইভাবে পর্বতের ওপর দেখানো পরিকল্পনা অনুযায়ী অবশ্যই তোমাদের পবিত্র তাঁবুটি তৈরী করতে হবে।

পবিত্র তাঁবুর অভ্যন্তর

[31]‘‘পবিত্র তাঁবুর ভেতর বিভাজনের জন্য মসৃণ শনের কাপড়ের পর্দা বানাবে। ঐ পর্দার ওপর অবশ্যই করূব দূতের চেহারা থাকতে হবে। লাল, নীল, বেগুনী সুতোর কারুকার্যে তা ফুটে উঠবে। [32]বাবলা কাঠের চারটি খুঁটি তৈরি করে সোনা দিয়ে তাও মুড়ে দেবে। চারটে খুঁটিতে সোনার আংটা লাগাবে। খুঁটির নীচে রূপোর পায়া লাগাবে। এবার পর্দাটি সোনার আংটায় লাগিয়ে টাঙ্গিয়ে দেবে খুঁটির সঙ্গে। [33]পর্দাটি সোনার আংটাগুলির নীচে টাঙিয়ে দাও। তারপর ঠিক পর্দার পিছনে সাক্ষ্যসিন্দুক রাখবে। টাঙানো পর্দা দিয়ে পবিত্র স্থান এবং অতি পবিত্র স্থানের মধ্যে বিভাজন করবে। [34]অতি পবিত্র স্থান হিসাবে সাক্ষ্যসিন্দুকের ওপর একটি আবরণ রাখবে।

[35]‘‘পবিত্র স্থানে পর্দার উল্টো দিকে নির্মিত বিশেষ টেবিলটি রাখবে। টেবিলটি বসানো হবে পবিত্র তাঁবুর উত্তর দিকে। এবার দীপদানটিকে বসাবে দক্ষিণ দিকে টেবিলের থেকে খানিকটা দূরে।

পবিত্র তাঁবুর দরজা

[36]‘‘এবারে একটি পর্দা দিয়ে পবিত্র তাঁবুর প্রবেশ পথ ঢেকে দেবে। পর্দাটি বানাবে লাল, নীল, বেগুনী

সুতো ও মসৃণ শনের কাপড় দিয়ে। এবং তাতে চিত্র ফুটিয়ে তুলবে। [37]এই পর্দা টাঙ্গানোর জন্য সোনার আংটা বানাবে। এবং বাবলা কাঠের পাঁচটি খুঁটি বানাবে। সেগুলিও সোনার পাতে মোড়া থাকবে। পাঁচটি খুঁটির পায়া পিতল দিয়ে বানাবে।"

হোমবলির জন্যে বেদী

27 প্রভু মোশিকে বললেন, ''বাবলা কাঠের একটি বেদী বানাবে। বেদীখানা হবে চৌকো আকারের। বেদীর উচ্চতা হবে 3 হাত, লম্বায় হবে 5 হাত এবং চওড়ায় হবে 5 হাত। [2]বেদীর চার কোণার প্রত্যেকটির জন্য একটি করে শিখর বানাও এবং প্রত্যেকটি শিখর বেদীর কোনায় যুক্ত কর যাতে তারা অখণ্ড হয়। তারপর ওটিকে পিতলের পাত দিয়ে মুড়ে দাও।

[3]''বেদীর সমস্ত যন্ত্রপাতি এবং বাসন-কোসন পিতল দিয়ে তৈরী কর। বেদী থেকে ছাই তুলে নেওয়ার জন্য পাত্র, তার বেলচাসমূহ, সিঞ্চনকারী পাত্রসমূহ, আঁকশি এবং উনুন তৈরী কর। ব্যবহারের পর বেদীর হোমবলির ছাই দিয়ে এগুলো পরিষ্কার করবে। [4]বেদীর জন্য ছাকনীর আকারের একটি ঝাঁঝরি রাখবে। ঝাঁঝরির চারকোণার জন্য পিতলের আংটা বানাবে। [5]বেদীর নীচে এই ঝাঁঝরি রাখবে। কিন্তু এর উচ্চতা হবে বেদীর মধ্যভাগ পর্যন্ত।

[6]''বেদীর জন্য পিতলে মোড়া বাবলা কাঠের খুঁটি ব্যবহার করবে। [7]বেদীর দুপাশে লাগানো আংটার মধ্যে খুঁটি ঢুকিয়ে বেদীকে যেখানে ইচ্ছে বয়ে নিয়ে বেড়াও। [8]খালি ধারগুলিতে কাঠের তক্তা ব্যবহার করে বেদীটি একটি শূন্য সিন্দুকের আকারে বানাও। এবং পর্বতে আমি যেভাবে দেখালাম ঠিক সেইভাবে বানাবে।

পবিত্র তাঁবুর প্রাঙ্গণে আদালত চত্বর

[9]''পবিত্র তাঁবুর জন্যে একটি আদালত চত্বর বানাবে। দক্ষিণ দিকে 100 হাত লম্বা পর্দা দেওয়া দেওয়াল থাকবে। এই পর্দা মসৃণ শনের কাপড়ের তৈরী হওয়া চাই। [10]কুড়িটি খুঁটি এবং খুঁটিগুলোর নীচে 20টি পিতলের ভিত্তি তৈরী কর। আংটা এবং পর্দার দণ্ডগুলি রূপো দিয়ে তৈরী কর। [11]উত্তরদিকেও একইভাবে 100 হাত লম্বা একটি পর্দার দেওয়াল থাকবে। এরজন্য অবশ্যই 20টি খুঁটি ও 20টি পিতলের ভিত্তি থাকবে। এই খুঁটিগুলির জন্য আংটাসমূহ ও পর্দার দণ্ডগুলি হবে রূপোর তৈরী।

[12]''আদালত চত্বরের পশ্চিম দিকে 50 হাত লম্বা পর্দা থাকবে। আর এর জন্য চাই দশটি খুঁটি ও পায়া। [13]পূর্ব দিকেও 50 হাত লম্বা পর্দা থাকবে। [14]এই পূর্বদিকটিই হবে প্রবেশ পথ। প্রবেশ পথের একদিকে থাকবে 15 হাত লম্বা পর্দা। তার জন্যও চাই তিনটি খুঁটি ও পায়া। [15]অন্যদিকেও সেই 15 হাত লম্বা পর্দা ও তার জন্য চাই 3টি খুঁটি ও 3টি পায়া।

[16]''আদালত চত্বরের পথটি ঢাকতে বানাবে 20 হাত লম্বা পর্দা। পর্দা তৈরী হবে মিহি মসীনা বস্ত্রের এবং লাল, নীল, বেগুনী ও লাল সুতোর এবং তাতে সুন্দর চিত্র ফুটিয়ে তুলবে। পর্দাটি টাঙ্গানোর জন্য চারটি খুঁটি ও চারটি পায়া থাকবে। [17]উঠোনের চারিদিকের সমস্ত খুঁটি পর্দার রূপোর দণ্ড দিয়ে যুক্ত হবে। খুঁটির ওপর পর্দা টাঙ্গানোর আংটাগুলি হবে রূপোর এবং খুঁটির নীচে পায়াগুলি হবে পিতলের। [18]আদালত চত্বরটি হবে 100 হাত লম্বা ও 50 হাত চওড়া। আদালত চত্বরের চারিদিকে 5 হাত উচ্চতার টানা পর্দার দেওয়াল থাকবে। পর্দাটি হবে মিহি মসীনা কাপড়ের। খুঁটির নীচের পায়াগুলি হবে পিতলের। [19]পবিত্র তাঁবু তৈরীর যাবতীয় জিনিসপত্র হবে পিতলের। উঠোনের চারিদিকের, পর্দায় ব্যবহারের জন্য কীলকগুলি পিতলের তৈরী হবে।

প্রদীপ জ্বালানোর তেল

[20]''ইস্রায়েলের লোকেদের আদেশ করো, তারা যেন প্রত্যেক সন্ধ্যায় যে প্রদীপ জ্বালানো হবে তার জন্য সব থেকে ভাল জলপাইয়ের তেল নিয়ে আসে। [21]হারোণ ও তার পুত্রদের কাজ হল প্রতি সন্ধ্যায় প্রভুর সামনে প্রদীপ জ্বালানোর জন্য প্রদীপকে প্রস্তুত করে রাখা। আর সাক্ষ্যসিন্দুকের ঘরের বাইরে পর্দা দিয়ে বিভাজন করা অন্য একটি ঘরে বা সমাগম তাঁবুর ঘরে তারা সন্ধ্যা থেকে সকাল পর্যন্ত সর্বদা প্রভুর সামনে প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখবে। ইস্রায়েলের লোকেরা এবং তাদের পরবর্তী উত্তরপুরুষরা এই চিরস্থায়ী বিধি মেনে চলবে।"

যাজকের পোশাক

28 প্রভু মোশিকে বললেন, ''তোমার ভাই হারোণ ও তার পুত্রগণ নাদব, অবীহূ, ইলীয়াসর এবং ঈথামরকে তোমার কাছে আসতে বলো। তারাই যাজক হিসাবে ইস্রায়েলের লোকেদের হয়ে আমাকে সেবা করবে।

[2]''তোমার ভাই হারোণের জন্য একটি বিশেষ ধরণের পোশাক বানাবে। ঐ পোশাক হারোণকে বিশেষ সন্মান ও গৌরব এনে দেবে। [3]কয়েকজন দক্ষ দর্জি সেই পোশাক তৈরি করবে। আমি সেই দর্জিদের বিশেষ জ্ঞান বা দক্ষতা প্রদান করেছি। সেই দর্জিদের বলো হারোণের জন্য বিশেষ পোশাক তৈরী করতে। এই পোশাকই প্রমাণ করবে সেই যাজক আমাকে বিশেষ ভাবে সেবা করছে। তখন সে আমাকে যাজকের মতোই সেবা করবে। [4]তাদের যে পোশাকগুলি বানাতে হবে তা হল এই: একটি বক্ষাবরণ, একটি এফোদ, একটি নীলরঙের পরিচ্ছদ এবং একটি সাদা বোনা বস্ত্র, একটি পাগড়ি এবং একটি কোমর বন্ধনী। এই বিশেষ পোশাক পরিচ্ছদগুলি বানানো হবে হারোণ ও তার পুত্রদের জন্য। এই পোশাক পরার পরেই ওরা আমায় যাজক হিসেবে সেবা করতে পারবে। [5]পোশাকগুলিতে ব্যবহার হবে সোনার জরি, মসৃণ মসীনা এবং লাল, নীল, বেগুনী সুতো।

এফোদ এবং কোমর বন্ধনী

[6]''এফোদ বানাতে সোনার জরি, মসৃণ শনের কাপড় ও লাল, নীল, বেগুনী সুতো ব্যবহার করবে। দক্ষতার

সঙ্গে অতি যত্নে তা তৈরী করতে হবে। 7এফোদের প্রতিটি কাঁধে একটি করে কাঁধ পট্টি থাকবে। এফোদের দুই কোণার সঙ্গে কাঁধ পট্টি সংযুক্ত হবে।

8"এফোদের জন্য কোমর বন্ধনী তৈরির সময় দর্জিদের সতর্ক থাকতে হবে। এফোদের মতো কোমর বন্ধনীতেও সোনার জরি, মসৃণ শনের কাপড় ও লাল, নীল, বেগুনী সুতো ব্যবহার করা হবে।

9"দুটো গোমেদক মণি নাও এবং তার ওপর ইস্রায়েলের পুত্রদের নাম খোদাই কর। 10ছয়জনের নাম এক মণিতে ও অন্য ছয় জনের নাম অপর মণিতে খোদাই করবে। নাম খোদাই করার সময় বয়স অনুযায়ী বড় থেকে ছোট এইভাবে পর পর সাজাবে। 11শীলমোহরের মতো নামগুলো খোদাই করে সোনা দিয়ে বাঁধিয়ে নেবে। 12এবারে ঐ দুটি মণি এফোদের দুই কাঁধে লাগাবে। হারোণ যখন প্রভুর সামনে দাঁড়াবে তখন সে ইস্রায়েলের পুত্রদের নামের স্মারক হিসেবে ঐ বিশেষ আচ্ছাদনটি পরবে। 13এফোদের দুই কাঁধে যাতে খোদাই করা মণি দুটি সঠিকভাবে আটকে থাকে তার জন্য খাঁটি সোনা ব্যবহার করবে। 14খাঁটি সোনার দুটি শিকল তৈরী কর, প্রত্যেকটি দড়ির মত পাকানো এবং তাদের ঐ মণি দুটির সঙ্গে আটকে দাও।

বক্ষাবরণ

15"মহাযাজকের জন্য বক্ষাবরণ তৈরি করবে। দক্ষ দর্জিরা এফোদের মতোই যত্ন করে বক্ষাবরণ তৈরি করবে। বক্ষাবরণ তৈরি হবে সোনার জরি, মসৃণ মসীনা কাপড় ও লাল, নীল, বেগুনী সুতো দিয়ে। 16বক্ষাবরণটিকে চারকোণা করবার জন্য অবশ্যই দুবার ভাঁজ করতে হবে। এর দৈর্ঘ্য হবে 1 বিঘত ও প্রস্থ হবে 1 বিঘত। 17বক্ষাবরণে চার সারিতে মণিমানিক্য বসাও। প্রথম সারিতে থাকবে চুণী, পীতমণি ও মরকত। 18দ্বিতীয় সারিতে থাকবে পদ্মরাগ, নীলকান্ত ও পান্না। 19তৃতীয়, সারিতে থাকবে পোখরাজ, যিস্ম ও কটাহেলা। 20চতুর্থ সারিতে থাকবে বৈদূর্য্য, গোমেদক ও সূর্য্যকান্ত মণি। এই মণিগুলি নিজের নিজের সারিতে সোনায় আঁটা থাকবে। 21বারোটি মণির ওপর ইস্রায়েলের সন্তানদের নাম আলাদা আলাদা করে খোদাই থাকবে। সীলমোহরের মতো ঐ মণিগুলিতে বারোজনের নাম খোদাই করা থাকবে।

22"বক্ষাবরণের ওপরের অংশটির জন্য খাঁটি সোনা দিয়ে প্রত্যেকটিকে দড়ির মত পাকিয়ে শেকল তৈরী কর। 23দুটো সোনার আংটা লাগানো থাকবে বক্ষাবরণের দুই কোণে। 24দুটো সোনার চেন বক্ষাবরণের দুপাশের আংটায় লাগাবে। 25পাকানো শেকল দুটির অন্য প্রান্ত এফোদের কাঁধের পট্টিগুলোর সঙ্গে অবশ্যই সামনে দিয়ে জোড়া থাকবে। 26আরও দুটো সোনার আংটা বানিয়ে বক্ষাবরণের অন্য দুই প্রান্তে লাগাবে। এফোদের পরে বক্ষাবরণের ভিতর ভাগে এই আংটা থাকবে। 27আরও দুটো সোনার আংটা এফোদের সামনের দিকে কাঁধের পট্টির নীচে লাগাবে। এফোদের কোমর বন্ধনীর ওপরে এই আংটা স্থাপন করতে হবে। 28বক্ষাবরণ থেকে এফোদ যাতে খসে পড়ে না যায় তার জন্য বক্ষাবরণের আংটার সঙ্গে এফোদের আংটা নীল রঙের ফিতে দিয়ে বেঁধে নেবে। এইভাবে বক্ষাবরণ কোমর বন্ধনীর কাছাকাছি থেকে এফোদকেও ধরে রাখতে সক্ষম হবে।

29"হারোণ পবিত্র স্থানে প্রবেশ করলে তাকে বক্ষাবরণ পরতেই হবে। এইভাবে, সে তার বক্ষের ওপর স্মারক হিসেবে ইস্রায়েলের বারোজন সন্তানের নাম পরবে যখন সে প্রভুর সামনে দাঁড়াবে। 30আর সেই বক্ষাবরণের অভ্যন্তরে ঊরীম ও তুম্মীম রাখবে। প্রভুর সামনে গেলে সর্বদা সেগুলি হারোণের হৃদয়ের ওপর থাকবে। এইভাবে হারোণ সর্বদা প্রভুর সামনে ইস্রায়েলের সন্তানদের বিচার প্রতিনিয়ত নিজের হৃদয়ের ওপর বয়ে নিয়ে বেড়াবে।

যাজকদের অন্যান্য পোশাক

31"এফোদের জন্য একটি সম্পূর্ণরূপে নীল রঙের আলখাল্লা তৈরি করবে। 32আলখাল্লার মাঝখান দিয়ে মাথা ঢোকানোর জন্য একটি ছিদ্র করবে এবং এই ছিদ্রটির চারধার জুড়ে একটি বোনা কাপড়ের টুকরো সেলাই করে দাও যাতে এটি ছিঁড়ে না যায়। এই কাপড় ছিদ্রটির চারদিকে গলবন্ধনীর কাজ করবে, ফলে তা ছিঁড়ে যাবে না। 33লাল, নীল, বেগুনী সুতো দিয়ে ডালিমের মতো সুতোর গোলা তৈরী কর এবং আলখাল্লার নীচে ঝুলিয়ে দেবে আর সুতোর বলের মাঝখানে মাঝখানে সোনার ছোট ছোট ঘন্টা লাগাবে। 34পুরো আলখাল্লার নীচের চারিদিকে এই রকম একটা করে সুতোর গোলা ও একটা করে সোনার ঘণ্টা লাগানো হবে। 35যাজক হিসেবে প্রভুকে সেবা করার সময় হারোণ এই আলখাল্লাটি পরবে। প্রভুর সামনে দাঁড়ানোর জন্য হারোণ পবিত্র স্থানের দিকে এগোলে ঐ ঘণ্টাগুলি বাজবে এবং পবিত্র স্থান ছেড়ে বেরনোর সময়ও ঘণ্টাগুলি বাজবে। এইভাবে হারোণ কখনো মারা যাবে না।

36"নির্মল সোনার ফলক বানিয়ে তাতে শীলমোহরের মতো জনগণের উদ্দেশ্যে খোদাই করবে এই কথাগুলি: এটি প্রভুর কাছে উৎসর্গীকৃত। 37সোনার ফলকটিকে নীল ফিতেতে আবদ্ধ করবে। পাগড়ির ওপর চারিদিকে নীল ফিতে বাঁধা থাকবে। পাগড়ির সামনের দিকে থাকবে সোনার ফলকটি। 38হারোণ পাগড়ি সমেত ওই সোনার ফলকটি মাথায় পরবে। আর তা সবসময় হারোণের মাথায় থাকবে তার ফলে ইস্রায়েলের লোকেরা প্রভুকে যে সমস্ত উপঢৌকন দেবে হারোণ তা দোষ মুক্ত করে সবকিছু পবিত্র করে তুলবে যাতে সেই সমস্ত উপঢৌকন প্রভু গ্রহণ করতে পারেন।

39"মসৃণ সাদা মসীনা সুতো দিয়ে আরও একটা আলখাল্লা বুনবে। পাগড়িও বানাবে মসৃণ মসীনা কাপড়ের। চিত্রিত কোমর বন্ধনী বানাবে। 40হারোণের পুত্রদের জন্যও গায়ের পোশাক, কোমর বন্ধনী ও পাগড়ি বানাবে। এই পোশাকেই তাদের গৌরব ও সম্মান এনে দেবে। 41এই পোশাকগুলি তোমার ভাই হারোণ ও তার

পুত্রদের পরাবে। যাজক হিসেবে অভিষেকের জন্য তাদের গায়ে বিশেষ সুগন্ধি তেল ছেটাবে। এইভাবে তারা পবিত্র হবে এবং প্রভুর সেবা করার যোগ্য যাজক হয়ে উঠবে।

[42]"যাজকদের নগ্নতা ঢাকার জন্য শরীরের ভেতরের পোশাক মসৃণ মসীনা কাপড়ে তৈরি হবে। এই ভেতরের পোশাক তাদের জঙ্ঘা থেকে কোমর পর্যন্ত ঢেকে রাখবে। [43]সমাগম তাঁবুতে প্রবেশের সময় হারোণ ও তার পুত্রদের অবশ্যই এই পোশাকগুলি পরতে হবে। পবিত্রস্থানে প্রভুর সেবার উদ্দেশ্যে বেদীর কাছে আসতে হলে তাদের এই পোশাক পরতে হবে। তারা যদি এই পোশাক না পরে তাহলে তাদের মরতে হবে কারণ তারা অপরাধী। এই পোশাক পরার বিধি হারোণ ও তার পরবর্তী বংশধরদের চিরস্থায়ী ভাবে মেনে চলতেই হবে।"

যাজক নিয়োগের উৎসব

29 প্রভু মোশিকে বললেন, "এখন আমি তোমাকে বলব আমার সেবায় বিশেষ যাজক হিসেবে নিয়োগ করার জন্য হারোণ ও তার পুত্রদের কি কি করতে হবে। একটি নির্দোষ ছোট বলদ ও দুটি মেষশাবক জোগাড় করে আনো। [2]তারপর উৎকৃষ্ট মানের গমের আটা থেকে খামিরবিহীন রুটি তৈরি করবে। এবং একই আটা বা ময়দা দিয়ে জলপাইয়ের তেল মিশিয়ে পিঠে তৈরি করবে। তেলে ভাজা সরুচাকলী পিঠেও বানাবে। [3]এই রুটি ও পিঠেগুলি ঝুড়িতে ভরবে। এবার এই ঝুড়িটি এবং ষাঁড় ও মেষ দুটি সমাগম তাঁবুতে নিয়ে এসো।

[4]"এরপর হারোণ ও তার পুত্রদের সমাগম তাঁবুর দরজায় নিয়ে আসবে। পরিষ্কার জলে তাদের স্নান করাবে। [5]বিশেষভাবে বানানো পোশাকটি হারোণকে পরাবে। তাকে বোনা সাদা পোষাকটি এবং নীল বস্ত্র সমেত এফোদ পরাবে। এফোদের সঙ্গে যুক্ত করবে বক্ষাবরণ। এরপর সুদৃশ্য কোমরবন্ধনী লাগিয়ে দেবে। [6]তার মাথায় পাগড়ি পরাও এবং পাগড়িটি ঘিরে বিশেষ পবিত্র মুকুটটি পরাও। [7]এবার অভিষেকের তেল হারোণের মাথায় ছিটিয়ে দেবে। এইভাবে হারোণ যাজক হিসেবে অভিষিক্ত হবে।

[8]"এরপর হারোণের পুত্রদের ঐ স্থানে নিয়ে এসে সাদা আলখাল্লা পরাবে। [9]তাদের কোমরে বাঁধবে কোমরবন্ধনী। তাদের মাথায় পরাবে শিরোভূষণ। এইভাবে তারা যাজক হিসাবে চিহ্নিত হবে। চিরস্থায়ী অধিকার বিধি অনুযায়ী তারা যাজক পদে উত্তীর্ণ হবে। এইভাবে তুমি হারোণ ও তার পুত্রদের যাজক হিসাবে অভিষিক্ত করবে।

[10]"এবার সেই বলদকে সমাগম তাঁবুর সামনে আনো। হারোণ ও তার পুত্ররা সেই বলদের ওপর তাদের হাত রাখবে। [11]সমাগম তাঁবুর প্রবেশপথে ঐ বলদটিকে প্রভুর উপস্থিতিতে বলি দাও। প্রভু তা দেখবেন। [12]সেই বলদ বলির কিছু পরিমাণ রক্ত নাও এবং তোমার আঙ্গুল দিয়ে বেদীর শৃঙ্গগুলির ওপরে ঐটির প্রলেপ লাগিয়ে দাও। বাকি রক্ত বেদীর নীচে ছড়িয়ে দেবে। [13]এবার বলি দেওয়া সেই বলদের শরীরের সমস্ত চর্বি, যকৃৎ এর চর্বি এবং দুটো মূত্রগ্রন্থী ও তার চারপাশের চর্বি জড়ো করে বেদীর ওপর জ্বালাবে। [14]এবার ঐ বলদের মাংস, চামড়া এবং গোবর তাঁবুর বাইরে নিয়ে যাও এবং তা আগুনে পুড়িয়ে দাও। যাজকদের পাপমোচনের হোমবলি হবে এই পদ্ধতি।

[15]"এবার হারোণ ও তার পুত্রদের বলো একটি মেষের ওপর হাত রাখতে। [16]ঐ মেষটিকে কেটে ফেল। তার এবং বলির রক্ত সংগ্রহ কর এবং ঐ রক্ত বেদীর চারপাশে লাগিয়ে দাও। [17]এরপর মেষটিকে খণ্ড খণ্ড করে কাটো। মেষের অভ্যন্তর ভাগ এবং পা-গুলি ধোও। এই অংশগুলি অন্যান্য অংশের সঙ্গে এবং মাথার সঙ্গে রাখো। [18]এবার সেগুলি বেদীতে এনে পুড়িয়ে দেবে। বেদীতে পোড়ালে তা হবে হোমবলি। প্রভুর উদ্দেশ্যে আগুনের উপহার। প্রভু এর গন্ধে খুশী হবেন।

[19]"এবার অন্য একটি মেষ নিয়ে এসো এবং হারোণ ও তার পুত্রদের বলো মাথায় হাত রাখতে। [20]ছাগলটিকে বলি দাও ও তার একটু রক্ত নাও এবং সেটি হারোণ ও তার পুত্রদের ডান কানের লতিতে লাগিয়ে দাও। একটু রক্ত লাগাও ডান হাতের বুড়ো আঙুলে এবং কিছু রক্ত লাগাবে ডান পায়ের বুড়ো আঙুলে। এরপর বাকী রক্ত বেদীর চারদিকে ঢেলে দেবে। [21]এবার বেদী থেকে একটু রক্ত তুলে নাও এবং একটি বিশেষ অভিষেকের তেলের সঙ্গে মিশিয়ে হারোণ ও তার পুত্রদের ওপর ও তাদের পোশাকের ওপর ছিটিয়ে দেবে। এটা বোঝাবে যে হারোণ ও তার পুত্রদের পোষাকগুলি প্রভুর কাছে উৎসর্গীকৃত।

[22]"এরপর সেই মেষের চর্বি ছাড়িয়ে নেবে। (এই সেই ছাগল বা মেষ যা কিনা হারোণের মহাযাজক হিসেবে অভিষেকের সময় ব্যবহৃত হয়েছে।) বলি দেওয়া ছাগলের লেজের এবং শরীরের ভেতরের চর্বি ছাড়িয়ে নেবে। যকৃৎ ও মূত্রগ্রন্থীর ওপরের চর্বি এবং ডান পায়ের চর্বিও সংগ্রহ করবে। [23]এবার প্রভুর সামনে রাখার জন্য খামিরবিহীন রুটি এবং তেলে ভাজা পিঠে ভর্তি ঝুড়িটিকে আনবে। ঝুড়ি থেকে একটি রুটি, একটি তেলেভাজা পিঠে ও একটি ছোট সরুচাকলী পিঠে বের করবে। [24]এই জিনিষগুলি হারোণ ও তার পুত্রদের দাও এবং ওদের বলো এইগুলি হাতে নিতে এবং প্রভুর সামনে সেগুলি দোলাতে। এটা হবে দোলনীয় নৈবেদ্য। [25]এবার এই জিনিষগুলি তাদের কাছ থেকে নিয়ে নাও এবং তাদের বেদীর ওপর রাখো এবং এইগুলি মেষের সঙ্গে পুড়িয়ে দাও। এটি একটি হোমবলি। এর গন্ধ প্রভুকে খুশী করে।

[26]"এরপর বলি দেওয়া মেষটির বক্ষ কেটে নেবে। (হারোণের মহাযাজকের পদে অভিষেক উৎসবে এই মেষটিকে ব্যবহার করা হয়েছিল।) মেষটির বক্ষ প্রভুর সামনে দোলনীয় নৈবেদ্যর মত দোলাও এবং তারপরে রেখে দাও। এটি তোমার খাবার জন্য থাকবে। [27]হারোণের মহাযাজক হিসাবে অভিষেকের শিষ্টাচারে ব্যবহৃত

ছাগলের পা ও স্তন এই বিশেষ অঙ্গ দুটি পবিত্র হল। এবার ঐ দুটি অঙ্গ হারোণ ও তার পুত্রদের দিয়ে দেবে। **28**এরপর থেকে সর্বদা ইস্রায়েলের জনগণ প্রভুকে যাজকের মাধ্যমে ঐ বিশেষ অঙ্গ দুটি উৎসর্গ করবে। তারা যখন যাজককে ঐ অঙ্গ দুটি দেবে তা হবে প্রভুকে দেওয়ারই সমান।

29"বিশেষভাবে তৈরি করা বিশেষ পোশাকগুলো হারোণের জন্য তৈরি করা হলেও সেগুলো যত্ন করে রেখে দেবে। কারণ হারোণের পর যে মহাযাজক হবে সে ঐ পোশাকগুলোই পরে প্রভুর সেবা করবে। **30**হারোণের পর তার পুত্রদের মধ্যে থেকেই একজন মহাযাজকের দায়ভার সামলাবে। সে যখন সমাগম তাঁবুতে পবিত্র স্থানের সেবায় নিয়োজিত হবে তখন সে সাতদিন ওই পোশাকগুলো পরবে।

31"হারোণের মহাযাজক হিসেবে অভিষেক উৎসবে ব্যবহৃত মেষের মাংস সেদ্ধ কর। পবিত্র স্থানেই ঐ মাংস রান্না হবে। **32**সমাগম তাঁবুর সামনের দরজায় বসে হারোণ ও তার পুত্ররা ঐ রান্না করা মাংস খাবে। ঝুড়ির রুটি দিয়ে তারা মাংস খাবে। **33**এই পদ্ধতিতে তাদের পাপমোচন হবে এবং তারা প্রায়শ্চিত্তের মাধ্যমে যাজক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবে। আর কাউকে ওগুলো খেতে দেওয়া হবে না, কারণ সেগুলি পবিত্র। **34**যদি কোন খাবার রুটি বা মাংস অবশিষ্ট থাকে তাহলে পরদিন সকালে সেগুলো পুড়িয়ে ফেলতে হবে। কেউ এ খাবার খাবে না কারণ এই খাবার বিশেষ উপায়ে বিশেষ সময়ে খেতে হয়।

35"আমার আদেশ মতো তুমি হারোণ ও তার পুত্রদের এগুলি করাবে। আমি যা যা বলেছি তুমি তাদের জন্য ঠিক তাই তাই করবে। তাদের যাজক হিসাবে অভিষেকের শিষ্টাচার সাত দিন ধরে চলবে। **36**সাতদিন ধরে তুমি প্রত্যেকদিনে একটি করে বলদ বলি দেবে। হারোণ ও তার পুত্রদের পাপমোচনের জন্য এই উপায় অবলম্বন করতে হবে। এই প্রায়শ্চিত্ত বেদীকে পুণ্য করার জন্য করতে হবে। এবং বেদীকে পবিত্র করার জন্য জলপাইয়ের তেল ঢালবে৷ **37**তুমি সাত দিন ধরে প্রায়শ্চিত্ত করে সাতদিন ধরে বেদীকে পুণ্য ও পবিত্র করে তুলবে। সে সময় বেদীটি অতি পবিত্র স্থান হয়ে উঠবে। বেদীর সংস্পর্শে যা আসবে তাই-ই পবিত্র হয়ে যাবে।

38"প্রত্যেকদিন তুমি বেদীতে কিছু না কিছু নৈবেদ্য দেবে। তোমাকে এক বছর বয়সের দুটো মেষ বলি দিতেই হবে। **39**একটা মেষকে সকালে ও অন্যটিকে সন্ধ্যায় বলি দেবে। **40**যখন তুমি প্রথম মেষটিকে বলি দেবে তখন তার সঙ্গে এক পোয়া খাঁটি জলপাই তেল আর তিন পোয়া দ্রাক্ষারসের সঙ্গে আট বাটি ভাল গমের আটাও উৎসর্গ করো। **41**এবার দ্বিতীয় মেষটি গোধূলি বেলায় বলি দেবে। এটির শস্য নৈবেদ্য এবং এটির পেয় নৈবেদ্য হবে সকালের নৈবেদ্যর মতই। এটা হবে একটি সুগন্ধ সৌরভ, প্রভুকে নিবেদিত একটি হোমবলি। এবং প্রভু তা নিঃশ্বাসে গ্রহণ করবেন এবং এর গন্ধ প্রভুকে খুশী করবে।

42''প্রভুর প্রতিদিনের নৈবেদ্যগুলোকেই পুড়িয়ে ফেলতে হবে। সমাগম তাঁবুর দরজাতেই এটা করবে। প্রভুকে নৈবেদ্য দেবার সময় সর্বদা এটাই করবে। আমি, প্রভু তোমাদের সঙ্গে কথা বলার জন্য ওখানেই দর্শন দেব। **43**ইস্রায়েলের লোকেদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করব ঐ স্থানেই এবং আমার মহিমা ঐ স্থানকে পবিত্র করে তুলবে।

44''তাই সমাগম তাঁবুকে আমি পবিত্র করে তুলব। এবং বেদীকে ও পবিত্র করে তুলব। হারোণ ও তার পুত্ররা যাতে আমাকে যাজকরূপে সেবা করতে পারে তার জন্য আমি ওদেরও পবিত্র করে তুলব। **45**ইস্রায়েলের লোকেদের সঙ্গেই আমি থাকব। আমিই হব তাদের ঈশ্বর। **46**লোকেরা জানবে আমিই তাদের প্রভু এবং ঈশ্বর। তারা জানতে পারবে যে আমিই 'সেই জন' যে তাদের নেতৃত্ব দিয়ে মিশর থেকে বের করে এনেছি তাই আমি তাদের মাঝেই বাস করব। আমিই তাদের প্রভু, আমিই তাদের ঈশ্বর।"

ধূপ জ্বালাবার বেদী

30 প্রভু মোশিকে বললেন, ''বাবলা কাঠের একটা বেদী তৈরী করবে। ধূপদান হিসাবে এই বেদী ব্যবহার করবে। **2**বেদীটি হবে চারকোণা। বেদীর দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ হবে 1 হাত এবং উচ্চতা হবে 2 হাত। বেদীর এই শৃঙ্গগুলি বেদীর সঙ্গে একটি অখণ্ড টুকরো হবে। **3**ওটিকে খাঁটি সোনা দিয়ে মুড়ে দাও – এর উপরিভাগ, বেদীকে ঘিরে তার চার ধার এবং তার শৃঙ্গগুলি বেদীর চারধারে সোনার নিকেল দাও। **4**সোনার নিকেলের নীচে বেদীর বিপরীত দুদিকে দুটো সোনার আংটা লাগাবে। এই আংটায় দণ্ড ঢুকিয়ে বেদীকে বয়ে নিয়ে যাওয়া হবে।

5দণ্ডও বাবলাকাঠের হবে এবং দণ্ডকে সোনা দিয়ে মুড়ে দেবে। **6**ধূপবেদীটি বিশেষ পর্দার সামনে বসাও। ঐ পর্দাটি সাক্ষ্যসিন্দুকের ওপর যে আচ্ছাদন আছে তার সামনে থাকবে। এই সেই স্থান যেখানে আমি তোমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করব।

7''প্রতি সকালে হারোণ বেদীতে সুগন্ধি ধূপ জ্বালাবে যখন সে বাতিগুলি ঠিক করতে আসবে। **8**সন্ধ্যায় যখন সে প্রদীপ জ্বালাতে আসবে তখনও তাকে বেদীতে ধূপ জ্বালাতে হবে। এখন থেকে, এই ধূপ নিয়মিতভাবে প্রভুর সামনে অর্পণ করতে হবে। **9**এই বেদীর ওপর অন্য কোন ধূপ অথবা হোমবলি উৎসর্গ করবে না। কোন রকম শস্য নৈবেদ্য ও পেয় নৈবেদ্যর জন্য এই বেদী ব্যবহার করা হবে না।

10''বছরে একবার হারোণ প্রভুর প্রতি একটি বিশেষ পশু উৎসর্গ করবে। মানুষের পাপমোচনের উদ্দেশ্যে সে পাপবলির রক্ত দিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করবে। পাপমোচনের নৈবেদ্যর রক্ত দিয়ে এই প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। এটি প্রভুর কাছে সবচেয়ে পবিত্র। এই দিনটি চিহ্নিত হবে প্রায়শ্চিত্তের দিন হিসেবে। এই দিনটি হবে প্রভুর কাছে একটি বিশেষ দিন।"

মন্দিরের কর

11প্রভু মোশিকে বললেন, 12"ইস্রায়েলের জনসংখ্যা গণনা করো তাহলে বুঝতে পারবে কতজন ইস্রায়েলে বসবাস করে। তাদের প্রত্যেকে প্রভুকে কিছু না কিছু অর্থ দান করবে। যদি প্রত্যেকে এটা মেনে চলে তাহলে তাদের জীবনে কোন ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটবে না। 13এই লোকেদের প্রত্যেককে আমলাতান্ত্রিক মান অনুযায়ী 1/2 শেকল দিতে হবে। এই আমলাতান্ত্রিক শেকলের ওজন হল 20 গেরা। এই 1/2 শেকল প্রভুর প্রতি একটি নৈবেদ্য। 14কুড়ি বছর হলে তাকে গণনার আওতায় আনা হবে। এবং গণনার আওতায় চলে আসা প্রত্যেকে এই নৈবেদ্য দেবে প্রভুর প্রতি। 15বড়লোকেরা 1/2 শেকলের বেশী দেবে না আবার গরীবরা 1/2 শেকলের কম দেবে না। প্রভুকে তাদের জীবনের প্রায়শ্চিত্তের জন্য প্রত্যেককে অবশ্যই সমপরিমাণ নৈবেদ্য দিতে হবে। 16প্রায়শ্চিত্ত নৈবেদ্যর সমস্ত অর্থ জমা কর এবং ঐ অর্থ সমাগম তাঁবুর যাবতীয় খরচের জন্য ব্যবহার কর। এই নৈবেদ্য এরকমভাবে প্রভুকে তাঁর লোকেদের কথা মনে রাখাবার জন্য। তারা তাদের নিজেদের জীবনের জন্য মূল্য দেবে।"

পরিষ্কার করার পাত্র

17প্রভু মোশিকে বললেন, 18"পিতলের একটি পায়া তৈরি করে তার ওপর একটি পিতলের পাত্র বসাবে। এই পাত্রে অন্য সব কিছু পরিষ্কার করে ধোয়া হবে। সমাগম তাঁবু ও বেদীর মাঝখানে ঐ পাত্র বসিয়ে তাতে জল ভর্তি করবে। 19হারোণ ও তার পুত্ররা ঐ পাত্রের জলে তাদের হাত পা ধোবে। 20যখনই তারা সমাগম তাঁবুতে প্রবেশ করবে অথবা প্রভুর কাছে নৈবেদ্য পোড়াবার জন্য বেদীর কাছে আসবে তখনই তাদের ঐ পাত্রের জল দিয়ে নিজেদের পরিষ্কার করতে হবে যাতে তারা মারা না যায়। এটা মেনে চললে তারা মারা যাবে না। 21যদি তারা মরতে না চায় তাহলে এই বিধি তাদের মেনে চলতে হবে। এই বিধি হারোণ এবং তার উত্তরপুরুষদের চিরকাল মেনে চলতে হবে।"

অভিষেকের তেল

22প্রভু মোশিকে বললেন, 23"সুগন্ধি মসলা খুঁজে আনো। 12 পাউণ্ড ওজনের তরল মস্তকি, 6 পাউণ্ড ওজনের সুগন্ধি দারুচিনি, 6 পাউণ্ড ওজনের সুগন্ধি এবং 24বারো পাউণ্ড ওজনের সূক্ষ্ম ধরণের দারুচিনি নিয়ে এসো। এগুলিকে প্রচলিত শেকলের মান অনুযায়ী ওজন কর। 1 গ্যালন জলপাইয়ের তেলও এনো।

25"সুগন্ধি অভিষেকের তেল তৈরি করবার জন্য এই জিনিষগুলি বিশেষজ্ঞের মত মেশাও। 26সমাগম তাঁবুর ওপর ও সাক্ষ্যসিন্দুকের ওপর ওই তেল ছিটিয়ে দাও। এর ফলে ওই জিনিষগুলোর বিশেষত্ব প্রকাশ পাবে। 27টেবিল এবং টেবিলের ওপর রাখা প্লেটে ওই তেল ছিটোবে। দীপদান ও তার সকল পাত্র ও ধূপবেদীতে ও ঐ তেল ছিটোবে। 28হোমবলির বেদীতে এবং হোমবলির জন্যে ব্যবহৃত সমস্ত পাত্রে এবং হাত পা ধোয়ার সেই পাত্র ও পাত্রের নীচে রাখা পায়াতেও ঐ তেল ছিটিয়ে দাও। 29প্রভুর সেবার জন্য এই সমস্ত জিনিষগুলোকে তোমাকে পবিত্র করে তুলতে হবে। তাহলেই তারা পবিত্র হয়ে উঠবে। এই জিনিষগুলোকে অন্য কিছু স্পর্শ করলে সেগুলোও পবিত্র হয়ে উঠবে।

30"যাজক হিসেবে বিশেষ উপায়ে আমাকে সেবার জন্য হারোণ ও তার পুত্রদের গায়েও ঐ তেল ছিটিয়ে দেবে। 31ইস্রায়েলের লোকেদের বলো যে এই অভিষেকের তেল হল পবিত্র। ইস্রায়েলের লোকেদের বল যে এই তেল অবশ্যই তোমাদের বংশ পরম্পরায় একমাত্র আমার জন্যই ব্যবহৃত হবে। 32সাধারণ সুগন্ধি হিসেবে কেউ যেন এই তেল ব্যবহার না করে। এই সূত্র অনুসারে অন্য কোন তেল তৈরী করবে না। এই তেল পবিত্র এবং তোমাদের কাছে এর বিশেষ অর্থ আছে। 33যদি কেউ এই পবিত্র তেল সাধারণ সুগন্ধি হিসাবে তৈরি করে অথবা এটি কারো ওপর আরোপ করে, তার লোকেদের থেকে তাকে বিতাড়িত করে দেওয়া হবে।"

ধূপ

34এরপর প্রভু মোশিকে বললেন, "এই সুগন্ধি মশলাগুলো জোগাড় করে আনো: ধুনো, নখী, গুগ্‌গুল, কুন্দুরু। মনে রাখবে প্রত্যেকটি মশলার পরিমাণ হবে সমান। 35পরিষ্কার লবনের সঙ্গে এই সুগন্ধি মশলাগুলো মেশাও এবং সুগন্ধি তৈরি করার মতো সুগন্ধি ধূপ বানাও। এই প্রক্রিয়া ধূপকে খাঁটি এবং পবিত্র করবে। 36খানিকটা পাউডারের মতো ধূপের গুঁড়ো করে নিয়ে সেই মিহি করা ধূপের গুঁড়ো যে সমাগম তাঁবুতে আমি তোমাদের দর্শন দেব তার মধ্যে রাখা সাক্ষ্যসিন্দুকের সামনে রাখবে। বিশেষ প্রয়োজনেই শুধুমাত্র এই ধূপের গুঁড়ো ব্যবহার করবে। 37প্রভুর জন্য বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া এর ব্যবহার হবে না। 38সুগন্ধি ধূপের গন্ধ অনুভব করতে কেউ যদি নিজের জন্য এই ধূপের গুঁড়ো নিয়ে যায় তাহলে সে সমাজচ্যুত হবে।"

বৎসলেল এবং অহলীয়াব

31 তখন প্রভু মোশিকে বললেন, 2"আমার বিশেষ কাজের জন্য আমি যিহূদা পরিবারগোষ্ঠীর এক জনকে নির্বাচন করেছি। তার নাম হল বৎসলেল। বৎসলেল হল হূরের পৌত্র এবং ঊরির পুত্র। 3আমি বৎসলেলকে ঈশ্বরের আত্মা, পটুতা, দক্ষতা এবং সমস্ত রকমের কলা ও শিল্পের জ্ঞান দিয়ে ভরে দিয়েছি। 4বৎসলেল একজন ভাল শিল্পকার। এবং সে সোনা, রূপো ও পিতল থেকে নানা জিনিষপত্র তৈরী করতে পারে। 5বৎসলেল নানা মণি মাণিক্য কাটতে ও তাতে খোদাই করে সুন্দর অলঙ্কার তৈরী করতে পারে। সে কাঠের শিল্পকর্মেও পারদর্শী। বৎসলেল সব ধরণের কাজ করতে পারে। 6বৎসলেলের সঙ্গে কাজ করার জন্য আমি অহলীয়াবকে নির্বাচন করেছি। অহলীয়াব হল দান

পরিবারগোষ্ঠীর অহীষামকের পুত্র। আমি বাকী কারীগরদের সব রকম দক্ষতা দিয়েছি যাতে ওরা তোমাকে দেওয়া আমার নির্দেশগুলো পালন করতে পারে:

[7]সমাগম তাঁবু, সাক্ষ্যসিন্দুক, সাক্ষ্যসিন্দুকের ওপরের আচ্ছাদন এবং সমাগম তাঁবুর সমস্ত আসবাবপত্র।

[8]টেবিল ও তার ওপর রাখা যাবতীয় সব কিছু, আনুষঙ্গিক অংশসহ খাঁটি সোনার বাতিস্তম্ভটি এবং ধূপবেদী।

[9]হোমবলির বেদী এবং বেদীতে ব্যবহৃত জিনিষপত্র। হাত-পা ধোয়ার পাত্র ও পাত্রের নীচের পায়া।

[10]যাজক হারোণের জন্য বোনা বিশেষ পোশাক পরিচ্ছদ এবং হারোণের পুত্ররা যখন যাজকের কাজ করবে তখন তাদের জন্য বোনা বিশেষ পোশাক পরিচ্ছদ।

[11]সুগন্ধি অভিষেকের তেল, পবিত্র স্থানে ব্যবহারের সুগন্ধি ধূপ।

আমি তোমাকে ঠিক যেভাবে নির্দেশ দিয়েছি ঠিক সেভাবেই তাদের এই জিনিষগুলো তৈরি করতে হবে।”

বিশ্রামের দিন

[12]প্রভু মোশিকে বললেন, [13]“ইস্রায়েলের লোকেদের এই কথাগুলি বলো: ‘তোমরা অবশ্যই আমার বিশ্রামের দিন বিধি অনুসারে পালন করবে। তোমরা এটা অবশ্যই করবে কারণ প্রজন্মের পর প্রজন্ম এটা তোমার এবং আমার মধ্যে একটি চিহ্ন হিসাবে বিরাজ করবে। এই চিহ্ন দেখাবে যে, আমিই প্রভু, তোমাদের পবিত্র করেছি।

[14]“‘এই বিশ্রামের দিনকে একটি বিশেষ দিনের মর্যাদা দেবে। যদি কেউ এই বিশেষ বিশ্রামের দিনকে অন্য একটি সাধারণ দিনের মতো পালন করে তাহলে তাকে অবশ্যই হত্যা করতে হবে। যদি কেউ এই বিশ্রামের দিনেও কাজ করে, তাহলে তাকে তার লোকেদের থেকে বিতাড়িত করতে হবে। [15]কাজ করার জন্য সপ্তাহের বাকি ছয়দিন নির্দিষ্ট থাকবে কিন্তু সপ্তম দিনটি হবে বিশেষ বিশ্রামের দিন। এই দিনটি তোলা থাকবে প্রভুর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের দিন হিসেবে। এই বিশেষ বিশ্রামের দিনে কেউ কাজ করলে তার মৃত্যু অনিবার্য। [16]বিশ্রামের দিনটিকে সর্বদা মনে রেখে ইস্রায়েলের মানুষ বিশেষ দিন হিসেবে পালন করবে। তারা সর্বদা এটা মেনে চলবে। এটা হল আমার ও তাদের মধ্যে এক চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত। [17]বিশ্রামের দিনটি একটি চিরস্থায়ী চিহ্ন হিসেবে বেঁচে থাকবে আমার ও ইস্রায়েলের লোকেদের মধ্যে। প্রভু সপ্তাহের ছয়দিন পরিশ্রম করে এই আকাশ-মণ্ডল ও পৃথিবী তৈরী করেছেন। কিন্তু সপ্তমদিনে তিনি বিশ্রাম ও অবসরের মধ্যে কাটিয়েছেন।’”

[18]সীনয় পর্বতে এরপর প্রভু মোশির সঙ্গে কথোপকথন শেষ করলেন। তারপর তিনি বন্দোবস্তে লেখা দুটো সমান্তরাল পাথর ফলক মোশিকে দিলেন। ঈশ্বর নিজের হাতে ঐ দুই পাথর ফলকে লিখেছেন।

সোনার বাছুর

32 পর্বত থেকে মোশির নামতে দেরী হচ্ছে দেখে লোকেরা উদ্বিগ্ন হয়ে হারোণকে ঘিরে ধরল। তারা বলল, “মোশি আমাদের পথ দেখিয়ে মিশর দেশ থেকে বের করে এনেছে কিন্তু আমরা তো এখান থেকে কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না যে মোশির কি হয়েছে। সুতরাং এসো, আমরা আমাদের নেতৃত্ব দেবার জন্য দেবতাদের তৈরী করি।”

[2]হারোণ তখন ঐ লোকেদের বলল, “তোমরা আমার কাছে তোমাদের স্ত্রী, পুত্র, কন্যাদের কানের সোনার দুল এনে দাও।”

[3]সুতরাং সবাই তাদের স্ত্রী, পুত্র ও কন্যাদের কানের দুল এনে হারোণকে দিল। [4]হারোণ সবার কাছ থেকে সোনার দুলগুলো নিয়ে সেগুলো গলিয়ে একটি বাছুরের মূর্তি গড়ল। হারোণ বাটালি দিয়ে বাছুরের মূর্ত্তি গড়ল এবং সোনা দিয়ে মূর্ত্তিটির আচ্ছাদন তৈরি করল।

তখন লোকেরা বলল, “হে ইস্রায়েল এই তোমার দেবতা যিনি তোমাকে মিশর দেশ থেকে বের করে এনেছেন।” [5]সব দেখার পর হারোণ বাছুরের মূর্ত্তির সামনে একটি বেদী তৈরি করল। এরপর হারোণ ঘোষণা করে জানাল, “আগামীকাল প্রভুর সম্মানার্থে একটি বিশেষ চড়ুই ভাতি উৎসব পালন করা হবে।”

[6]পরদিন খুব ভোরে লোকেরা উঠে কিছু পশুকে মেরে হোমবলি ও মঙ্গল নৈবেদ্য দিল। তারপর তারা বসে পাত পেড়ে খাওয়া দাওয়া করে আনন্দ ফূর্তিতে মেতে উঠল।

[7]ঠিক সেই সময়ে প্রভু মোশিকে বললেন, “তোমার লোকেরা, যাদের তুমি মিশর দেশ থেকে বের করে এনেছো, তারা মারাত্মক পাপ কাজে লিপ্ত হয়েছে। [8]আমার নির্দেশ সম্পূর্ণরূপে অগ্রাহ্য করে সোনা গলিয়ে তারা একটি বাছুরের মূর্ত্তি তৈরী করেছে। তারা গলা সোনা দিয়ে তৈরী একটি বাছুরের মূর্ত্তিকে পূজো করছে এবং তাকে নৈবেদ্য দিচ্ছে। আবার তারা বলছে, ‘ইস্রায়েল, এই হচ্ছে তোমার দেবতা যিনি তোমাকে মিশর থেকে বের করে এনেছেন।’”

[9]প্রভু মোশিকে বললেন, “আমি ওই লোকেদের ভাল করে চিনি। ওরা ভীষণ জেদী ও উদ্ধত। [10]সুতরাং আমাকে একা থাকতে দাও। আমি তাদের ওপর ক্রুদ্ধ, আমি তাদের ধ্বংস করব। তারপর আমি তোমাকে দিয়ে একটা বড় জাতির সৃষ্টি করব।”

[11]কিন্তু মোশি বিনয়ের সঙ্গে প্রভু, তার ঈশ্বরকে অনুরোধ করলো, “আপনি ক্রোধ দিয়ে আপনার লোকেদের ধ্বংস করবেন না। আপনি আপনার শক্তি ও পরাক্রম দিয়ে ওই মানুষদের মিশর দেশ থেকে বের করে এনেছিলেন। [12]কিন্তু আপনি যদি ওদের ধ্বংস করেন তাহলে মিশরীয়রা বলতে পারে যে, ‘প্রভু নিজের লোকেদের জন্য খারাপ কিছু করার পরিকল্পনা করেছিলেন। তাই তিনি ঐ লোকেদের মিশর থেকে বের করে নিয়ে গিয়েছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন পর্বতের ওপর নিয়ে গিয়ে তাদের হত্যা করতে। তিনি চেয়েছিলেন

তাদের পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিতে।' তাই আপনি তাদের ওপর রাগ করবেন না। দয়া করে আপনার মনকে বদলান। আপনার জনগণকে ধ্বংস করবেন না। [13]আপনার দাসগণ অব্রাহাম, ইস্হাক এবং যাকোবকে স্মরণ করুন। এবং আপনি তাদের কাছে নিজের নামে শপথ নিয়ে বলেছিলেন: 'আমি প্রতিজ্ঞা করছি যে আকাশের তারাদের মতো তোমাদের বংশবৃদ্ধি হবে। এই দেশ তোমাদের বংশধরদের দিয়ে দেব। ওরা এখানে চিরকালের জন্য থাকবে।"'

[14]তাই প্রভু তাঁর মন পরিবর্তন করলেন এবং তাঁর লোকেদের ধ্বংস করবার ভীতি প্রদর্শন পালন করলেন না।

[15]তখন মোশি ঘুরে দাঁড়াল এবং পর্বতের নীচে নামল। তার হাতে ছিল বন্দোবস্ত লেখা দুই পাথর ফলক। ওই দুই পাথর ফলকের দুপাশেই লেখা ছিল প্রভুর নির্দেশগুলি। [16]ঈশ্বর নিজের হাতে ওই দুই পাথর ফলক তৈরি করে নিজেই ঐ নির্দেশগুলি লিখেছেন।

[17]যিহোশূয় শিবিরের গভীরে লোকজনের কোলাহল শুনতে পেল এবং মোশিকে বলল, "মনে হচ্ছে শিবিরের লোকেরা যুদ্ধ করছে।"

[18]উত্তরে মোশি বলল, ''এই কোলাহল কোন যুদ্ধ জয়ের উল্লাস নয় আবার পরাজয়ের কান্নাও নয়। আমি কিন্তু গান বাজনা শুনতে পাচ্ছি।"

[19]মোশি সেই শিবিরের কাছে গেল। সে দেখল সোনার বাছুরের মূর্ত্তিটি এবং লোকেরা তা নিয়ে নাচানাচি করছে। এসব দেখে মোশি রেগে গেল, রাগের চোটে হাত থেকে পাথর ফলকগুলি নীচে ফেলে দিল এবং পর্বতের পাদদেশে তাদের ভেঙ্গে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিল। [20]মোশি সেই সোনার বাছুরের মূর্ত্তিকে আগুনে ছুঁড়ে ফেলে দিল। তারপর আগুনে সেই মূর্ত্তি গলে গেলে সেই ছাই জলে মিশিয়ে ইস্রায়েলের লোকেদের সেই জল খেতে বাধ্য করল।

[21]মোশি হারোণকে বলল, ''এই লোকেরা তোমার সঙ্গে কি করেছিল যে তুমি ওদের এমন পাপের দিকে ঠেলে দিলে?"

[22]হারোণ উত্তর দিল, "মহাশয়, রাগ করো না। তুমি তো জানো এরা সব সময়ই ভুল পথে পা বাড়ায়। [23]ওরা আমায় বলেছিল, 'মোশি আমাদের মিশর দেশ থেকে নেতৃত্ব দিয়ে বের করে আনলেও এখন কিন্তু তার কোন খবর পাওয়া যাচ্ছে না। তাই আমাদের জন্য এমন দেবতাসমূহ তৈরী করে দাও যারা আমাদের নেতৃত্ব দেবে।' [24]তখন আমি ওদের বলেছিলাম, 'যদি তোমাদের কোন সোনার দুল থাকে তাহলে আমাকে সব দাও।' ওরা আমাকে সোনার দুল দিলে আমি সেগুলো আগুনে ফেলে দিলে আগুন থেকে ঐ বাছুরটি বের হল।"

[25]মোশি দেখল হারোণ লোকেদের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়েছে এবং তারা স্বেচ্ছাচারী হয়ে উঠেছে। লোকেরা বন্য হয়ে উঠেছে। এবং তাদের সমস্ত শত্রুরা এই বোকামী দেখতে পেয়েছে। [26]তাই মোশি সেই শিবিরের প্রবেশ দ্বারে দাঁড়িয়ে বলে উঠল, ''কেউ যদি প্রভুকে অনুসরণ করতে চাও তাহলে আমার কাছে এসো।" এবং লেবি বংশজাত লোকেরা সবাই দৌড়ে মোশির কাছে চলে এল।

[27]তখন মোশি তাদের বলল, ''প্রভু ইস্রায়েলের ঈশ্বর কি বলেন তা আমি তোমাদের বলব: 'প্রত্যেকে তার নিজের নিজের তরবারী হাতে তুলে নিয়ে শিবিরের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে গিয়ে সমস্ত লোকেদের হত্যা করে তাদের শাস্তি দাও। প্রত্যেকে তার বন্ধু-ভাই এবং প্রতিবেশীকেও হত্যা করবে।"'

[28]লেবি বংশজাত প্রত্যেক মানুষ মোশির নির্দেশ পালন করল। সেই দিন অন্তত 3,000 ইস্রায়েলবাসীকে হত্যা করা হয়েছিল। [29]তখন মোশি বলল, ''আজ থেকে প্রভু তোমাদের তাঁর সেবার জন্য উৎসর্গ করেছেন এবং আজ তিনি তোমাদের আশীর্বাদ করেছেন কারণ তোমরা প্রত্যেকে তোমাদের পুত্রদের এবং ভায়েদের বিরুদ্ধে ঝগড়া করেছ।"

[30]পরদিন সকালে মোশি সবাইকে বলল, ''তোমরা মারাত্মক পাপ কাজ করেছো কিন্তু এখন আমি প্রভুর কাছে যাব এবং চেষ্টা করব যাতে তিনি তোমাদের এই পাপকে ক্ষমা করে দেন।" [31]সুতরাং মোশি আবার প্রভুর কাছে ফিরে গিয়ে বলল, প্রভু অনুগ্রহ করে শুনুন। ওরা সোনার দেবতা তৈরি করে মারাত্মক পাপ করেছে। [32]এখন আপনি ওদের এই পাপকে ক্ষমা করে দিন। যদি আপনি ওদের ক্ষমা না করেন তাহলে আপনার লেখা পুস্তক* থেকে আমার নাম মুছে দিন।"

[33]প্রভু মোশিকে বললেন, ''যে আমার বিরুদ্ধে পাপ সংগঠিত করেছে আমি কেবল তার নামই আমার পুস্তক থেকে কেটে ফেলব। [34]তাই এখন তুমি নীচে গিয়ে লোকেদের যে দেশে নিয়ে যেতে বলেছি সেই দেশে নিয়ে যাও। আমার দূত তোমাদের আগে পথ দেখাতে দেখাতে যাবে, পাপীর যখন বিনাশের সময় হবে তখন সে শাস্তি পাবেই।" [35]তাই প্রভু লোকদের ওপর একটি মহামারী ঘটালেন কারণ তারা হারোণকে বাছুরের মূর্ত্তি তৈরী করতে বাধ্য করেছিল।

"আমি তোমার সঙ্গে যাব না"

33 তখন প্রভু মোশিকে বললেন, ''তুমি এবং তোমার লোকেদের, যাদের তুমি মিশর থেকে এনেছিলে তাদের অবশ্যই এখান থেকে চলে যেতে হবে। অব্রাহাম, ইস্হাক ও যাকোবকে আমি যে দেশ দেব বলে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম সেই দেশে চলে যাও। আমি প্রতিজ্ঞা করেছিলাম যে আমি ওদের পরবর্তী উত্তরপুরুষদের ঐ দেশ দিয়ে যাব। [2]তাই আমি তোমার আগে একজন দূত পাঠাব এবং কনানীয়, ইমোরীয়, হিত্তীয়, পরিষীয়, হিব্বীয় ও যিবূষীয়দের পরাজিত করে ঐ দেশ থেকে তাড়িয়ে দেব। [3]তোমরা সেই বহু ভাল জিনিসে ভরা ভূখণ্ডে যাও, সেখানে সব কিছু সুন্দর।

পুস্তক এটি হল ''জীবন পুস্তক,'' ঈশ্বরের সব লোকেদের নাম এতে লেখা আছে।

কিন্তু আমি তোমার সঙ্গে যাব না। তোমরা ভীষণ একগুঁয়ে ও জেদী। তোমরা আমাকে ক্রুদ্ধ করেছ। যদি আমি তোমাদের সঙ্গে যাই তাহলে হয়তো আমি তোমাদের ধ্বংস করতে পারি।" [4]এই দুঃসংবাদ শোনার পর লোকেরা ভীষণ হতাশ হয়ে পড়ল এবং তারা মণিমাণিক্য পরা বন্ধ করে দিল। [5]কেন? কারণ মোশিকে প্রভু বলেছেন, ''ইস্রায়েলবাসীকে বলো, 'তোমরা একগুঁয়ে জেদী প্রকৃতির মানুষ। খুব কম সময়ের জন্যও আমি যদি তোমাদের সঙ্গে ভ্রমণ করি তাহলে তোমাদের বিনাশ হতে পারে। সুতরাং যখন আমি স্থির করব ইস্রায়েলকে কি করতে হবে তখন তোমরা নিজেদের দেহ থেকে অলঙ্কারাদি খুলে ফেল।"' [6]সুতরাং ইস্রায়েলবাসীরা হোরেব পর্বত থেকে তাদের যাত্রাপথে নিজেদের অলঙ্কারাদি খুলে ফেলল।

অস্থায়ী সমাগম তাঁবু

[7]মোশি শিবিরের একটু দূরে অন্য একটি তাঁবু স্থাপন করল। মোশি এই তাঁবুর নাম দিল ''সমাগম তাঁবু।" প্রভুকে কেউ যদি কিছু জিজ্ঞাসা করতে চায় তাহলে সে শিবিরের বাইরে ঐ সমাগম তাঁবুতে যেতে পারে। [8]যখন খুশি মোশি ঐ সমাগম তাঁবুতে যেত। সবাই তাকে লক্ষ্য করত। সকলে নিজস্ব তাঁবুর দরজায় দাঁড়িয়ে মোশির সমাগম তাঁবুর অভ্যন্তরে যাওয়া দেখতো। [9]মোশি যখনই ঐ সমাগম তাঁবুতে প্রবেশ করতো তখনই তাঁবুর দরজায় মেঘস্তম্ভ নেমে আসত এবং প্রভু তখন মোশির সঙ্গে কথা বলতেন। [10]লোকেরা সমাগম তাঁবুর দরজায় মেঘস্তম্ভ দেখতে পেলেই তারা নিজের নিজের তাঁবুর মধ্যে হাঁটু গেড়ে ঈশ্বরের উপাসনা করতো।

[11]এভাবেই প্রভু মোশির সঙ্গে মুখোমুখি কথা বলতেন। প্রভু বন্ধুর মতো মোশির সঙ্গে কথা বলতেন। প্রভুর সঙ্গে কথা শেষ করার পর মোশি শিবিরে ফিরে যেতো কিন্তু মোশির পরিচারক নূনের পুত্র যিহোশূয় তাঁবুর বাইরে বেরোত না।

মোশি প্রভুর মহিমা দর্শন করল

[12]মোশি প্রভুকে বললেন, ''আপনি এই লোকেদের নেতৃত্ব দিতে বলেছিলেন কিন্তু আমার সঙ্গে আপনি কাকে পাঠাবেন তা কিন্তু বলেন নি। আপনি বলেছেন, 'আমি তোমাকে ভাল করে চিনি এবং তোমার ওপর আমি সন্তুষ্ট।' [13]আমি যদি সত্যিই আপনাকে সন্তুষ্ট করে থাকি তাহলে আমাকে আপনার শিক্ষা ও জ্ঞান দিন। আমি আপনাকে জানতে চাই। তাহলে আমি আপনাকে বরাবর সন্তুষ্ট করতে পারব। মনে রাখবেন যে তাদের সবাই আপনার লোক।"

[14]প্রভু উত্তরে বললেন, ''আমি নিজে তোমার সঙ্গে যাব, আমি তোমাকে বিশ্রাম দেব।"

[15]তখন মোশি প্রভুকে বললেন, ''আপনি যদি আমাদের সঙ্গে না যান তাহলে আমাদের এই স্থান থেকে সরাবেন না। [16]এছাড়া, আমরা কি করে বুঝব আপনি আমার এবং আপনার লোকেদের ওপর সন্তুষ্ট? আপনি যদি আমাদের সঙ্গে যান তাহলে বুঝব আপনি আমাদের ওপর সন্তুষ্ট হয়েছেন। আপনি যদি আমাদের সঙ্গে না আসেন, তাহলে আমার এবং আপনার লোকেদের মধ্যে এবং পৃথিবীর অন্য জাতির মধ্যে আর কোন পার্থক্য থাকবে না।"

[17]তখন প্রভু মোশিকে বললেন, "বেশ আমি তোমার ইচ্ছা পূরণ করব। কারণ আমি তোমার ওপর সন্তুষ্ট এবং আমি তোমাকে ভাল করে জানি।"

[18]তখন মোশি বলল, ''দয়া করে আপনার মহিমা আমায় দেখান।"

[19]তখন প্রভু উত্তর দিলেন, ''আমি আমার সমস্ত গুণাবলীকে তোমার সামনে দিয়ে গমন করাবো। আমিই প্রভু এবং তোমরা যাতে শুনতে পাও সেইজন্য আমি আমার নাম ঘোষণা করব। কারণ আমার যাকে খুশি আমি আমার করুণা ও ভালবাসা দেখাতে পারি। [20]কিন্তু তোমরা আমার মুখ দেখতে পাবে না। আমাকে দেখার পর, কেউ বাঁচতে পারবে না।

[21]"আমার খুব কাছেই একটি পাথর আছে তোমরা সেই পাথরের ওপর দাঁড়াতে পারো। [22]ঐ স্থান দিয়েই আমার মহিমা প্রকাশ পাবে। আমি তোমাদের ঐ পাথরের একটি বিশাল ফাটলে রেখে দেব এবং আমি যখন ওখান দিয়ে যাব তখন আমার হাত তোমাদের ঢেকে দেবে। [23]এরপর আমি তোমাদের ওপর থেকে হাত সরিয়ে নেব এবং তোমরা আমার পিছন দিক দেখতে পাবে কিন্তু আমার মুখ দেখতে পাবে না।"

নতুন প্রস্তর ফলক

34 তখন প্রভু মোশিকে বললেন, ''পূর্ববর্ত্তী দুটি প্রস্তর ফলকের মতো, যে দুটি তুমি ভেঙ্গেছিলে, আরো দুটি প্রস্তর ফলক তৈরী কর। প্রথম ফলক দুটিতে যেসব কথা লেখা হয়েছিল সেইসব কথা আমি আবার এই ফলক দুটিতে লিখব। [2]কাল সকালে প্রস্তুত হয়ে নিও এবং আমার সঙ্গে দেখা করবার জন্য সীনয় পর্বতের চূড়ায় এসো। [3]আর কেউ তোমার সঙ্গে আসবে না। অন্য কাউকে যেন পর্বতের কোথাও না দেখা যায়। এমনকি কোনও পশুর দল বা মেষের পালকেও পর্বতের নীচে চরতে দেওয়া যাবে না।"

[4]তাই মোশি প্রথম পাথরের ফলকের মতো আরও দুটি ফলক তৈরী করল। তারপর পরদিন সকালে উঠে সীনয় পর্বতের উপর গেল। মোশি প্রভুর আদেশ অনুসারে সবকিছু করল। সে পাথরের ফলক দুটি সঙ্গে করে নিয়ে গেল। [5]অতঃপর প্রভু মেঘের মধ্যে মোশির কাছে নেমে এলেন এবং তার সঙ্গে দাঁড়ালেন এবং মোশি প্রভুর নাম ঘোষণা করলেন।

[6]প্রভু মোশির সামনে দিয়ে গেলেন এবং বললেন, ''যিহোবা, প্রভু হলেন দয়ালু ও করুণাময়। তিনি ক্রোধের বিষয়ে ধৈর্য্যশীল। তিনি পরমস্নেহে পরিপূর্ণ এবং বিশ্বস্ত। [7]হাজার হাজার পুরুষ ধরে প্রভু তাঁর করুণা দেখান। তিনি ভুল কাজ, অবাধ্যতা এবং পাপ ক্ষমা করে দেন। কিন্তু তবু তিনি দোষীদের শাস্তি দিতে ভোলেন না।

তিনি কেবলমাত্র দোষীদেরই শাস্তি দেন না, তাদের দণ্ডনীয় অপরাধের জন্য তাদের তৃতীয় ও চতুর্থ পুরুষের উত্তরপুরুষদেরও শাস্তি দেন।"

8তখন মোশি সঙ্গে সঙ্গে হাঁটু গেড়ে বসল ও আভূমি মাথা নত করে প্রভুর কাছে প্রার্থনা করল এবং বলল, 9"প্রভু, আপনি যদি আমার প্রতি সন্তুষ্ট হন তাহলে আমাদের সঙ্গে চলুন। আমি জানি আমরা জেদী কিন্তু আমাদের অপরাধ ক্ষমা করে দিন। আমাদের আপনার নিজের অধিকার বলে মনে করুন এবং আমাদের গ্রহণ করুন।"

10তখন প্রভু বললেন, "আমি তোমার লোকেদের সঙ্গে এই চুক্তি করি যে আমি তোমার লোকেদের সামনে এমন সব আশ্চর্য্য কার্য্য করব যা ইতিপূর্বে পৃথিবীর কোনও দেশে হয় নি। তখন তোমাদের চারপাশের সমস্ত জাতিসমূহ দেখতে পাবে আমি কত মহান। তারা এইসব আশ্চর্য্য জিনিস দেখবে যা আমি তোমাদের জন্য করব। 11আমি যা আদেশ দিচ্ছি, আজ তা পালন কর তাহলে আমি তোমাদের শত্রুদের তোমাদের দেশ ত্যাগ করতে বাধ্য করব। আমি ইমোরীয়, কনানীয়, হিত্তীয়, পরিষীয়, হিব্বীয় ও যিবূষীয়দের বিতাড়ন করব। 12সাবধান! তোমরা যেখানে যাচ্ছো সেখানকার লোকেদের সঙ্গে কোনও চুক্তি কোরো না। তাহলে তোমরা বিপদে পড়বে। 13তাদের বেদী ধ্বংস কর। যে পাথরকে তারা পূজো করে তা ভেঙ্গে ফেল। তাদের পবিত্র দণ্ডগুলি ধ্বংস কর। 14অন্য কোনও দেবতাকে পূজো করো না কারণ আমার নাম "ঈর্ষা।" আমি হলাম ঈর্ষাপরায়ণ ঈশ্বর।

15"ঐ দেশের লোকেদের সঙ্গে কোনও চুক্তি না করার ব্যাপারে সাবধান থেকো। কারণ তোমরা তাদের দেবতাদের পূজো করে এবং তাদের নৈবেদ্য উৎসর্গ করে ব্যভিচার করবে। তারা তাদের নৈবেদ্য ভক্ষণ করতে তোমাদের নিমন্ত্রণ করবে। 16তোমরা যদি তাদের কন্যাদের পুত্রবধূরূপে গ্রহণ করো তাহলে ঐ মহিলারা তোমাদের পুত্রদের তাদের ঐ দেবতাদের পূজো করাবে এবং তারা তোমাদের পুত্রদের প্রভুর প্রতি অবিশ্বস্ত করে তুলবে।

17"কোনও মূর্ত্তি তৈরী করবে না।

18"খামিরবিহীন রুটির উৎসব পালন করবে। আমি তোমাদের যেমন আদেশ দিয়েছিলাম সেই মতো সাতদিন ধরে খামিরবিহীন রুটি খাবে। তোমরা এটা আবীব মাসে করবে কারণ ঐ মাসে তোমরা মিশর ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিলে।

19"কোনও নারীর প্রথম গর্ভজাত পুত্র সন্তান হবে আমার। এমনকি গবাদি পশুর অথবা মেষের প্রথমজাত পুরুষশাবকও আমার অধিকারভুক্ত। 20তোমরা যদি গাধার প্রথমজাত পুরুষশাবককে রাখতে চাও, তবে তোমরা একটি মেষশাবকের বিনিময়ে তা রাখতে পারো। কিন্তু তুমি যদি ঐ গাধার শাবকটিকে একটি মেষের বিনিময়ে না কেনো তাহলে তোমাকে ঐ গাধার ঘাড় মটকাতে হবে। তোমাদের সমস্ত প্রথমজাত পুত্র সন্তানদের আমার কাছ থেকে ফেরত নিতে হবে। কিন্তু কোনও লোকই উপহার ছাড়া আমার কাছে আসবে না।

21"তোমরা ছয়দিন যাবৎ পরিশ্রম করবে ও সপ্তম দিনে বিশ্রাম নেবে। চাষের বীজ রোপন ও ফসল কাটার সময় তোমরা অবশ্যই বিশ্রাম নেবে।

22"সাত সপ্তাহের উৎসব পালন করবে। গম কাটার পর প্রথম কাটা ফসলের দানাগুলো এই উৎসবের জন্য ব্যবহার করবে। এবং বছরের শেষে ফসল কাটার উৎসব পালন করবে।

23"বছরে তিনবার তোমাদের সমস্ত লোক সর্বশক্তিমান প্রভু, ইস্রায়েলের ঈশ্বরের সামনে তাদের উপস্থিত করবে।

24"তোমরা যখন তোমাদের দেশে যাবে তখন আমি তোমাদের শত্রুদের সেখান থেকে বিতাড়িত করতে বাধ্য করব। আমি তোমাদের দেশের সীমা বিস্তার করে দেব যাতে তোমরা আরও বেশী জমি পাও। তোমাদের অবশ্যই প্রতি বছরে তিনবার প্রভু, তোমাদের ঈশ্বরের সামনে যেতে হবে। এবং তখন কেউ তোমাদের দেশ অধিকার করার চেষ্টা করবে না।

25"যখন তোমরা আমাকে নৈবেদ্য হিসাবে রক্ত উৎসর্গ করবে তখন তার সঙ্গে খামির দেবে না।

"নিস্তারপর্বে উৎসর্গীকৃত মাংস পরদিন সকাল পর্যন্ত রাখা উচিৎ হবে না।

26"তোমাদের ক্ষেতের প্রথম ফসল প্রভুকে দেবে। ঐ ফসল প্রভু, তোমাদের ঈশ্বরের গৃহে নিয়ে আসবে।

"কখনও কোনও ছাগশিশুকে তার মায়ের দুধ দিয়ে রান্না করবে না।"

27তারপর প্রভু মোশিকে বললেন, "তোমাকে আমি যা বলেছি সবকিছু লিখে রাখো। এইগুলিই হল তোমার এবং ইস্রায়েলের লোকেদের মধ্যে চুক্তির দলিল।"

28মোশি সেখানে প্রভুর সঙ্গে 40 দিন ও 40 রাত বাস করেছিল। মোশি 40 দিন ও 40 রাত কোন ভোজন বা জল পান করল না। মোশি দুটি পাথরের ফলকের ওপর চুক্তির কথাগুলি লিখেছিল।

মোশির উজ্জ্বল মুখ

29তারপর মোশি সীনয় পর্বত থেকে নেমে এল। সে সেই চুক্তি লেখা পাথরের ফলক দুটি বয়ে নিয়ে এল। প্রভুর সঙ্গে কথা বলার পর মোশির মুখ জ্বলজ্বল করছিল। কিন্তু মোশি নিজে তা জানত না। 30হারোণ ও ইস্রায়েলের অন্য সব লোকেরা তার উজ্জ্বল মুখ দেখে তার কাছে যেতে ভয় পাচ্ছিল। 31তখন মোশি তাদের ডেকে পাঠাল। মোশি হারোণ এবং দলপতির সঙ্গে কথা বলল। 32তারপর সমস্ত ইস্রায়েলবাসী মোশির কাছে এল। সীনয় পর্বতে প্রভু যেসব আদেশ দিয়েছেন মোশি সেই আদেশের কথা তাদের শোনাল।

33মোশি তার কথা শেষ করে নিজের মুখ আবরণ দিয়ে ঢেকে ফেলল। 34কিন্তু মোশি যখনই প্রভুর সঙ্গে কথা বলতে যেত তখন সে যতক্ষণ না বাইরে আসত

ততক্ষণ সেই আবরণ খুলে রাখত। মোশি যখন প্রভুর সান্নিধ্য থেকে বেরিয়ে আসত এবং ইস্রায়েলের লোকেদের প্রভুর আদেশসমূহ বলত, [35]তখন তারা মোশির মুখমণ্ডলের ওপর একটি দীপ্তি দেখতে পেত। তাই সে আবার তার মুখ ঢেকে ফেলত, পরের বার প্রভুর সঙ্গে কথা বলতে না যাওয়া পর্যন্ত সে ঐভাবেই মুখ ঢেকে রাখত।

বিশ্রামের দিন সংক্রান্ত নিয়ম

35 মোশি সমস্ত ইস্রায়েলবাসীকে একত্র করল। সে তাদের বলল, "প্রভু তোমাদের যা আদেশ করেছেন তা আমি তোমাদের বলব:

[2]"তোমরা ছয়দিন ধরে কাজ করবে কিন্তু সপ্তম দিনটি বিশেষভাবে বিশ্রামের জন্য থাকবে। তোমরা ঐদিন বিশ্রাম নেবে এবং এইভাবে প্রভুকে সম্মান জানাবে। যে ব্যক্তি সপ্তম দিন কাজ করবে তাকে হত্যা করা হবে। [3]"ঐ বিশ্রামের দিন তোমাদের বাড়ীর কোথাও, এমনকি আগুনও জ্বালিও না।"

পবিত্র তাঁবুর জন্য জিনিসপত্র

[4]মোশি ইস্রায়েলের সমস্ত মণ্ডলীকে বলল, "এইগুলি হল প্রভুর আদেশসমূহ: [5]প্রভুর জন্য বিশেষ উপহার সংগ্রহ কর। প্রত্যেকে মনে মনে ঠিক করে নেবে তোমরা কি দেবে। তারপর তোমরা প্রভুর কাছে উপহারসমূহ আনবে। সোনা, রূপো, পিতল; [6]নীল, বেগুনী ও লাল সুতো ও সূক্ষ্ম মসীনা বস্ত্র; ছাগলের লোম; [7]লাল রঙ করা মেষ চর্ম ও মসৃণ চর্ম; বাবলা কাঠ; [8]প্রদীপের জন্য তেল, অভিষেকের তেলের জন্য মশলাপাতি এবং সুগন্ধী ধূপকাঠির জন্য মশলা এনে তোমরা প্রভুকে দেবে। [9]এফোদ ও বক্ষাবরণের জন্য গোমেদক ও অন্যান্য মূল্যবান মণিমাণিক্যও সঙ্গে এনো।

[10]তোমাদের মধ্যে যারা দক্ষ কারিগর তারা এসে প্রভুর আদেশমতো জিনিস তৈরী করো: [11]পবিত্র তাঁবু, তার বাইরের তাঁবু, তার আস্তরণ, আংটাগুলি, তক্তাসমূহ, আগল, খুঁটিগুলি ও ভিত্তিগুলি; [12]পবিত্র সিন্দুক, তার খুঁটিগুলি, আস্তরণ এবং পর্দা যা পবিত্র সিন্দুক যেখানে রাখা আছে সেই জায়গা ঢেকে দেয়। [13]সেই টেবিল ও তার পায়াগুলি, টেবিলের ওপরের সমস্ত জিনিস এবং টেবিলের ওপরের বিশেষ রুটি। [14]বাতির জন্য বাতিদানসমূহ, তার আনুষঙ্গিক অঙ্গ এবং বাতির জন্য তেল। [15]ধূপ বেদী এবং তার খুঁটিসমূহ; অভিষেকের তেল এবং সুগন্ধী ধূপ; যে পর্দা পবিত্র তাঁবুর প্রবেশদ্বার ঢেকে রাখবে। [16]হোমবলির জন্য বেদী এবং তার পিতলের জাল, খুঁটিগুলি এবং তার বাসন-কোসন, পিতলের পাত্র ও তার দান; [17]প্রাঙ্গণের চারদিকের পর্দা, তাদের খুঁটি ও ভিত্তিসমূহ এবং প্রাঙ্গণের প্রবেশদ্বারের পর্দা [18]সমাগম তাঁবুর জন্য এবং প্রাঙ্গণের জন্য কীলকগুলি এবং তাদের দড়িগুলি; [19]পবিত্র স্থানে পরার জন্য যাজকের বিশেষ বস্ত্র — এসবই তোমরা আনবে। এই বিশেষ বস্ত্র যাজক হারোণ ও তার পুত্রেরা পরবে। তারা যখন যাজক হবে তখন তারা এই বস্ত্র পরবে।"

লোকেদের মহান নৈবেদ্য

[20]তারপর ইস্রায়েলের সমগ্র মণ্ডলী মোশির কাছ থেকে চলে গেল। [21]প্রত্যেকে যাদের হৃদয়ে প্রবৃত্তি ও মনে ইচ্ছা হল তারা প্রভুর জন্য উপহার নিয়ে এলো। এই উপহার সামগ্রীগুলি সমাগম তাঁবুর জন্য, তাঁবুর ভেতরের প্রয়োজনীয় জিনিস এবং বিশেষ বস্ত্র তৈরীর কাজে লাগানো হল। [22]পুরুষ, স্ত্রী যারা ইচ্ছুক ছিল প্রভুর জন্য উপহার সামগ্রী নিয়ে এলো। তারা পিন, দুল, আংটি ও অন্যান্য গয়না নিয়ে এল এবং সমস্ত প্রভুকে দিয়ে দিল। এটা ছিল প্রভুর জন্য বিশেষ নৈবেদ্য।

[23]যে সমস্ত লোকের কাছে মিহি শনের কাপড় ছিল এবং নীল, বেগুনী ও লাল সুতো ছিল তারা তা নিয়ে প্রভুর কাছে এলো, যাদের কাছে ছাগলের লোম, বা লাল রঙ করা মেষের চামড়া বা মসৃণ চামড়া ছিল তারা নিল এবং প্রভুকে দিল। [24]যারা প্রভুকে রূপো বা পিতল দিতে চাইল তারা সেটা নিয়ে এল। যাদের কাছে বাবলা কাঠ ছিল যা সমাগম তাঁবু নির্মাণের কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে তারা সেটা আনল এবং তা প্রভুকে দিল। [25]প্রতিটি দক্ষ মহিলা তাদের হাত দিয়ে সুতো কেটে মিহি শনের কাপড় বুনল এবং লাল, নীল ও বেগুনী সুতো কাটল। [26]ঐ দক্ষ মহিলারা যারা সাহায্য করতে চাইল, তারা ছাগলের লোম থেকে কাপড় তৈরী করল।

[27]ইস্রায়েলবাসীদের দলপতিরা গোমেদ ও অন্যান্য মণিমাণিক্য নিয়ে এল যেগুলি এফোদ ও যাজকের বক্ষাবরণের উপর লাগানো হবে। [28]তারা মশলা ও জলপাই তেলও নিয়ে এল, এগুলি সুগন্ধি ধূপ, অভিষেকের তেল ও প্রদীপের তেল হিসেবে ব্যবহৃত হবে।

[29]সমস্ত পুরুষ ও নারী, যারা সাহায্য করতে চাইছিল তারা প্রভুর জন্য উপহার সামগ্রী নিয়ে এল। তারা নিজেদের ইচ্ছায় স্বতঃস্ফূর্তভাবেই এই উপহারসামগ্রী প্রদান করল। প্রভু মোশি ও তার লোকেদের যেসব জিনিস বানাতে আদেশ করেছিলেন সেইসব জিনিসই এই উপহার সামগ্রীর সাহায্যে তৈরী করা হল।

বৎসলেল ও অহলীয়াব

[30]তারপর মোশি ইস্রায়েলবাসীদের বলল, "দেখ, প্রভু যিহূদা বংশের হূরের পৌত্র, ঊরির পুত্র বৎসলেলকে মনোনীত করেছেন। [31]তিনি তাকে ঐশ্বরিক ক্ষমতা দিয়েছেন। তিনি তাকে জ্ঞানে ও সর্বপ্রকার বিদ্যায় পারদর্শী করে তুলেছেন। [32]সে সোনা, রূপো ও পিতলের জিনিস তৈরী করে তার ওপর কারুকার্য্য করতে পারে। [33]সে মূল্যবান পাথর ও মণিমাণিক্য কেটে বসাতে পারে। সে কাঠ দিয়েও সর্বপ্রকার জিনিস তৈরি করতে পারে। [34]প্রভু বৎসলেল ও অহলীয়াবকে শিক্ষাদান করার বিশেষ ক্ষমতা দিয়েছেন। অহলীয়াব হল দান বংশীয়

অহীষামকের পুত্র। [35]প্রভু এই দুজনকেই সর্বপ্রকার কাজ করার জন্য বিশেষ দক্ষতা দিয়েছেন। তারা ছুতোর এবং ধাতুর কাজেও দক্ষ। তারা মিহি শনের কাপড়, নীল, বেগুনী এবং লাল সুতোর সাহায্যে কাপড়ে কারুকার্য্য করে ও কাপড় বোনে। তারা পশম দিয়েও কাপড় বুনতে পারে।

36 "অতএব বৎসলেল, অহলীয়াব ও অন্যান্য সব দক্ষ কারিগরদের অবশ্যই প্রভুর আদেশ অনুসারে কাজটি করতে হবে। প্রভু এদের জ্ঞান ও বুদ্ধি দিয়েছেন যাতে এরা পারদর্শিতার সঙ্গে পবিত্র স্থান তৈরির কাজ করতে পারে।"

[2-3]তারপর মোশি বৎসলেল, অহলীয়াব এবং যেসব লোকেদের প্রভু বিশেষ দক্ষতা দিয়েছিলেন তাদের ডেকে ইস্রায়েলবাসীদের আনা উপহার সামগ্রীগুলি তাদের হাতে তুলে দিল। এই সব লোকেরা পবিত্র স্থান তৈরীর কাজে সাহায্য করার জন্যই এসেছিল এবং তারা এই উপহারগুলি ঈশ্বরের পবিত্র স্থান তৈরীর কাজে লাগাল। লোকেরা প্রত্যেক দিন সকালেই উপহার নিয়ে আসত। [4]শেষকালে ঐসব কারিগররা পবিত্র স্থানের কাজ ছেড়ে মোশির কাছে এল। তারা বলল, [5]"আমাদের তাঁবুর কাজ শেষ করার জন্য যা প্রয়োজন তার চেয়ে লোকেরা অনেক বেশী জিনিস এনেছে।"

[6]তখন মোশি শিবিরের চারদিকে খবর পাঠাল: "কোনও নারী বা পুরুষ পবিত্র স্থানের জন্য আর কোনও উপহার তৈরী করবে না।" তাই লোকেদের উপহার না দিতে বাধ্য করা হল। [7]তারা প্রয়োজনের চেয়ে অনেক বেশী জিনিস এনেছিল।

পবিত্র তাঁবু

[8]তারপর দক্ষ কারিগররা পবিত্র তাঁবু তৈরী করবার কাজ আরম্ভ করল। তারা মিহি শনের কাপড়, বেগুনী, নীল ও লাল সুতো দিয়ে দশটি পর্দা তৈরি করল। তারা তার ওপর সুতো দিয়ে ঈশ্বরের বিশেষ ডানাযুক্ত করূব দূতের ছবি বসাল। [9]প্রত্যেকটি পর্দাই ছিল সমান মাপের — 28 হাত লম্বা ও 4 হাত চওড়া। [10]তারপর কারিগরেরা সেই পর্দাগুলি জুড়ে দুভাগে ভাগ করল। পাঁচটি করে পর্দা নিয়ে এককেটি ভাগ হলো। [11]তারা নীল কাপড় দিয়ে প্রত্যেক ভাগের পর্দার কিনারায় একটি ফাঁস তৈরী করল। [12]প্রতিটি ভাগের পর্দার ধারে 50টি করে ফাঁস ছিল। ফাঁসগুলি ছিল একে অপরের বিপরীতে। [13]তারা দুটি পর্দাকে জোড়া দেবার জন্য 50টি সোনার আংটা তৈরি করল। এইভাবে পবিত্র তাঁবুটিকে একসঙ্গে একটি খণ্ডে যুক্ত করা হল।

[14]তারপর কারিগররা সেই পবিত্র তাঁবুর আচ্ছাদনের জন্য আরেকটি তাঁবু তৈরি করল। তারা ছাগলের লোম দিয়ে এগারোটি পর্দা বানাল। [15]সবগুলি পর্দাই ছিল সমান মাপের — 30 হাত লম্বা ও 4 হাত চওড়া। [16]তারপর পাঁচটি পর্দা জুড়ে একটি ও ছয়টি পর্দা জুড়ে আরেকটি ভাগ করা হল। [17]দুই ভাগের পর্দার ধারেই 50টি করে ফাঁস লাগানো হল। [18]তারা 50 টি পিতলের আংটা তৈরী করল দুই ভাগের পর্দাগুলি জুড়ে একটি তাঁবু বানানোর জন্য। [19]তারপর তারা পবিত্র তাঁবুর জন্য আরো দুটি আচ্ছাদন তৈরী করল। একটি বানানো হলো লাল রঙ করা ভেড়ার চামড়া দিয়ে আর অন্যটি বানানো হল মসৃণ চামড়া দিয়ে।

[20]তারপর কারিগররা পবিত্র তাঁবুকে দাঁড় করানোর জন্য বাবলা কাঠের কাঠামো বানালেন। [21]প্রতিটি কাঠামো ছিল 10 হাত লম্বা ও 1.5 হাত চওড়া। [22]প্রতিটি কাঠামো পাশাপাশি দুটি তক্তা জোড়া দিয়ে তৈরি হয়েছিল। প্রতিটি কাঠামো ছিল একইরকম। [23]এইভাবে তারা পবিত্র তাঁবুর কাঠামোগুলো তৈরী করল। তারা পবিত্র তাঁবুর দক্ষিণ দিকের জন্য 20 টি কাঠামো তৈরী করল। [24]তারপর ঐ কাঠামোর জন্য 40 টি রূপোর পায়া তৈরী করা হল। প্রত্যেকটি কাঠামোতে দুটি করে পায়া ছিল। প্রতিটি তক্তার ধারে একটি করে পায়া। [25]তাঁবুর উত্তর দিকের জন্যও তারা 20 টি কাঠামো তৈরী করল। [26]তারা 40 টি রূপোর ভিত্তি তৈরী করল, প্রত্যেক কাঠামোর জন্য দুটি করে ভিত্তি। [27]তাঁবুর পিছনে পশ্চিম দিকের জন্য তারা আরো ছটি কাঠামো তৈরী করল। [28]পবিত্র তাঁবুর পিছনে কোনার দিকের জন্যও তারা দুটি কাঠামো তৈরী করল। [29]এই কাঠামোগুলিকে একত্র করে নীচের দিকে জোড়া দেওয়া হল। এবং ওপর দিকে একটা আংটা দিয়ে দুদিকের কোনার কাঠামোগুলি জোড়া হল। [30]পবিত্র তাঁবুর পশ্চিম দিকের জন্য মোট আটটি কাঠামো ছিল। সেখানে 16টি রূপোর পায়াও ছিল যা প্রতিটি কাঠামোতে দুটি করে লাগানো হল।

[31]তারপর কারিগররা বাবলা কাঠ দিয়ে কাঠামোর আগল তৈরী করল। তাঁবুর প্রথম পাশে পাঁচটি আগল, [32]তারা অন্য দিকে পাঁচটি আগল লাগালো এবং পেছনদিকে অর্থাৎ পশ্চিম দিকে পাঁচটি আগল লাগালো। [33]মাঝের আগলটিকে রাখা হল কাঠামোর একপ্রান্ত থেকে আরেকপ্রান্ত জুড়ে। [34]কাঠামোগুলিকে সোনায় মুড়ে দেওয়া হল। তারপর তারা সোনার আংটা তৈরী করল আগলগুলি ধরে রাখার জন্য এবং আগলগুলিও সোনা দিয়ে মুড়ে দেওয়া হল।

[35]তারা মিহি শনের কাপড় দিয়ে পর্দাসমূহ তৈরী করল এবং তারা বিশেষ পর্দাটি তৈরী করবার জন্য নীল, বেগুনী ও লাল সুতো তৈরী করল। তারা সেগুলোর ওপর করূব দূতদের চেহারা সেলাই করল। [36]চারটি বাবলা কাঠের খুঁটি বানিয়ে সোনা দিয়ে মুড়ে দেওয়া হল। তারা খুঁটির জন্য সোনার আংটা তৈরী করল এবং চারটি করে রূপোর পায়া তৈরী করল। [37]তারপর তারা তাঁবুতে ঢোকার জন্য দরজার পর্দা বানাল মিহি শনের কাপড় এবং নীল, বেগুনী ও লাল সুতা ব্যবহার করে। এর ওপর তারা সূতার কাজও করল। [38]তারপর তারা এই ঢোকার দরজার পর্দার জন্য পাঁচটি খুঁটি ও আংটা তৈরি করল। তারপর এই খুঁটির ও পর্দার আংটার মাথাগুলি সোনা দিয়ে মুড়ে দেওয়া হল। তারপর খুঁটির জন্য পাঁচটি করে পিতলের পায়া প্রস্তুত করা হল।

সাক্ষ্যসিন্দুক

37 বৎসলেল বাবলা কাঠ দিয়ে পবিত্র সিন্দুক তৈরী করল। সিন্দুকটি 2.5 হাত লম্বা, 1.5 হাত চওড়া আর 1.5 হাত উঁচু। [2]তারপর সে খাঁটি সোনা দিয়ে সিন্দুকের ভেতর ও বাইরের দিক মুড়ে দিল। সে সিন্দুকের চারিদিকে সোনার জরি দিয়ে ঘিরেও দিল। [3]এরপর সে সিন্দুকটি বয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য চারটি সোনার আংটা চারকোণায় রাখল। এর একদিকে দুটি আংটা লাগানো ছিল এবং দুটি আংটা লাগানো ছিল এর অন্য দিকে। [4]সিন্দুকটি বয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য বাবলা কাঠের খুঁটি তৈরী করে সে সেগুলি খাঁটি সোনায় মুড়ে দিল। [5]তারপর সে পবিত্র সিন্দুকের প্রতিটি ধারে আংটাগুলির ভিতর দিয়ে খুঁটিগুলি ঢুকিয়ে দিল। [6]তারপর সে খাঁটি সোনা দিয়ে আচ্ছাদনটি তৈরী করল। এটা ছিল 2.5 হাত লম্বা ও 1.5 হাত চওড়া। [7]তারপর সে পেটানো সোনা দিয়ে দুটি করূব দূত তৈরী করল এবং সেগুলো আচ্ছাদনের দুধারে রেখেছিল। [8]তারপর সে করূব দূতের মূর্ত্তিদুটি পাপমোচন স্থানের আচ্ছাদনের সঙ্গে জুড়ে একত্র করল। [9]দূতের ডানা আকাশে ছড়িয়ে পবিত্র সিন্দুকটিকে ঢেকে দিল। দূতেরা পরস্পর মুখোমুখি হয়ে পাপমোচন স্থানের দিকে তাকিয়ে রইল।

বিশেষ টেবিল

[10]বৎসলেল বাবলা কাঠ দিয়ে একটি 2 হাত লম্বা, 1 হাত চওড়া ও 1.5 হাত উঁচু টেবিল বানাল। [11]টেবিলের চারধার খাঁটি সোনার পাত দিয়ে সে মুড়ে দিল এবং তার চারধারে একটি সোনার ঝালর লাগিয়ে দিল। [12]তারপর সে একটি 1 হাত চওড়া কাঠামো করল টেবিলের সব ধার ঘিরে এবং কাঠামোর চারপাশে সোনার ঝালর লাগালো। [13]তারপর সে টেবিলের চারকোণায় চারপায়ায় চারটি সোনার আংটা লাগাল। [14]সে টেবিলটাকে বইবার জন্য আংটাগুলো কাঠামোর খুব কাছে আটকে দিল। [15]তারপর সে টেবিলটি বয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য বাবলা কাঠের খুঁটি তৈরি করল। খাঁটি সোনা দিয়ে খুঁটিগুলিও মুড়ে দিল। [16]এরপর সে টেবিলে ব্যবহারের জন্য সোনার প্লেট, চামচ, বাটি ও কলসী বানাল। পেয় নৈবেদ্য ঢালার জন্য বাটি ও কলসী ব্যবহার করা হল।

বাতিদান

[17]তারপর সে সোনার বাতিদানটি তৈরি করল। সে খাঁটি সোনা হাতুড়ি দিয়ে পেটালো এবং তৈরি করল বাতিদানের বিস্তৃত পাদানী। সে ফুল, পাতা, কুঁড়ি দিয়ে কারুকার্য্য করে সবকিছু একত্রে জুড়ে দিল। [18]বাতিদানের ছয়টি শাখা, একদিকে তিনটি অপরদিকে আরও তিনটি। [19]প্রতিটি ডালে থাকল তিনটি করে ফুল। সেগুলি কাঠ বাদামের ফুলের মতো তাতে কুঁড়ি ও পাতা রাখা হল। [20]বাতিদানের দণ্ডে আরও চারটি ফুল রাখা হল কুঁড়ি ও পাপড়ি সমেত যা দেখতে বাদাম ফুলের মতো। [21]তাতে একেক দিকে তিনটি করে মোট ছয়টি ডালও রাখা হল। প্রতি জোড়া ডালগুলির নীচে, যেগুলি বিস্তৃত পাদানির সঙ্গে যুক্ত ছিল, সেখানে কুঁড়ি ও পাপড়িসহ একটি ফুল ছিল। [22]পুরো বাতিদানটি খাঁটি সোনায় ফুলপাতাসহ একসাথে জোড়া দিয়ে তৈরি করা হল। [23]এই বাতিদানের জন্য সাতটি প্রদীপ তৈরি করা হল। তারপর সে খাঁটি সোনা দিয়ে সলতের চিমটা ও শীষদানী পাত্র তৈরী করল। [24]সে মোট 75 পাউণ্ড খাঁটি সোনা ব্যবহার করে এই বাতিদান ও তার আনুষঙ্গিক জিনিসপত্র তৈরি করল।

ধূপ জ্বালাবার বেদী

[25]এরপর ধূপ-ধুনা পোড়াবার জন্য সে বাবলা কাঠ দিয়ে একটি ধূপদানী তৈরী করল। এটা ছিল 1 হাত লম্বা, 1 হাত চওড়া এবং 2 হাত উচ্চতা বিশিষ্ট একটি চৌকোনা জিনিষ। ধূপদানের চারকোণের প্রতিটিতে একটি করে শিং ছিল। এই শৃঙ্গগুলি ও ধূপবেদী একটি অখণ্ড টুকরো ছিল। [26]সে ধূপদানের ওপর চারপাশ এবং শিং খাঁটি সোনা দিয়ে মুড়ে দিল। তারপর ধূপদানের চারপাশ সোনার জরি দিয়ে মুড়ে দিল। [27]এই জরির নীচে দুধারে আংটা লাগানো হল। এই আংটা লাগানো হল বয়ে নিয়ে যাওয়ার খুঁটি ধরে রাখার জন্য। [28]সে এই খুঁটিগুলি বাবলা কাঠ দিয়ে তৈরি করে সোনা দিয়ে মুড়ে দিল।

[29]তারপর সে একজন সুগন্ধি প্রস্তুতকারক যেমন করে সুগন্ধ তৈরী করে সেইভাবে পবিত্র অভিষেকের তেল এবং খাঁটি ও সুগন্ধি ধূপ-ধূনা তৈরি করল।

হোমবলির বেদী

38 তারপর বৎসলেল বাবলা কাঠ দিয়ে হোমবলির বেদী তৈরী করলেন। এটা ছিল 5 হাত লম্বা, 5 হাত চওড়া ও 3 হাত উচ্চতা বিশিষ্ট চৌকোনা আকারের। [2]তারপর সে বেদীর প্রত্যেকটি কোণের জন্য একটি শৃঙ্গ বানালো এবং তাদের কোণায় জুড়ে দিল যাতে তা অখণ্ড হয় এবং বেদীটি পিতল দিয়ে ঢেকে দিল। [3]সে বেদীতে ব্যবহারের সব সরঞ্জাম পিতল দিয়ে তৈরী করল। সে পাত্র, বেলচা, বাটি, কাঁটা চামচ, চাটু ইত্যাদি তৈরী করল। [4]তারপর সে পিতল দিয়ে জালের মতো একটি ঝাঁঝরি তৈরী করল। বেদীর বেড়ের নীচ থেকে মাঝখান পর্যন্ত এই ঝাঁঝরি বসানো হল। [5]তারপর সে বেদীটি বয়ে নিয়ে যাওয়ার খুঁটি লাগাবার জন্য ঝাঁঝরির চারকোণায় চারটি আংটা লাগাল। [6]তারপর সে বাবলা কাঠ দিয়ে খুঁটি তৈরী করে পিতল দিয়ে মুড়ে দিল। [7]বেদীটি বয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য খুঁটিগুলো আংটার ভিতরে ঢুকিয়ে দেওয়া হল। বেদীর ধারগুলো তৈরী করা হল তক্তা দিয়ে। এটা ছিল একটা খালি সিন্দুকের মতো ফাঁপা।

[8]তারপর সে পিতল দিয়ে পাত্র এবং পাত্রের পায়া তৈরী করল। এটা মহিলাদের দেওয়া পিতলের আয়না থেকে নেওয়া হয়েছিল। এই মহিলারা সমাগম তাঁবুর প্রবেশ দরজায় সেবা করার জন্য এসেছিল।

পবিত্র তাঁবুর চারিদিকের প্রাঙ্গণ

[9]তারপর সে প্রাঙ্গণের চারিদিকে পর্দার একটি দেওয়াল তৈরী করল। দক্ষিণ দিকে সে 100 হাত লম্বা পর্দার একটি দেওয়াল তৈরী করল। এই পর্দাগুলো ছিল মিহি শনের কাপড় দিয়ে তৈরী। [10]কুড়িটি খুঁটির সাহায্যে এই পর্দাগুলিতে অবলম্বন দেওয়া ছিল। খুঁটিগুলো ছিল 20টি পিতলের ভিত্তির উপর। খুঁটির আংটা ও পর্দার বন্ধনী ছিল রূপোর তৈরী। [11]উত্তর দিকের প্রাঙ্গণেও ছিল 100 হাত লম্বা পর্দার একটি দেওয়াল। সেখানে 20টি পিতলের ভিত্তির ওপর 20টি খুঁটি ছিল। খুঁটির আংটা ও পর্দার বন্ধনী ছিল রূপোর।

[12]পশ্চিমদিকের প্রাঙ্গণে থাকল 50 হাত লম্বা পর্দার দেওয়াল। আর থাকল 10টি খুঁটি ও 10টি ভিত্তি। খুঁটির আংটা ও পর্দার বন্ধনী তৈরী করা হল রূপো দিয়ে।

[13]প্রাঙ্গণের পূর্বদিক 50 হাত চওড়া। প্রাঙ্গণে প্রবেশের দরজা রাখা হল এই দিকেই। [14]প্রবেশ দরজার দিকের পর্দা ছিল 15 হাত লম্বা। এইদিকে তিনটি খুঁটি ও তিনটি ভিত্তি ছিল। [15]অন্যদিকের প্রবেশ দরজাও ছিল 15 হাত লম্বা। ঐদিকে তিনটি খুঁটি ও তিনটি পায়া ছিল। [16]প্রাঙ্গণের চারিদিকের সব পর্দাই ছিল মিহি শনের কাপড়ের তৈরী। [17]খুঁটির ভিত্তিগুলো ছিল পিতলের তৈরী। দণ্ডগুলির আংটা ও পর্দার বন্ধনী ছিল রূপো দিয়ে তৈরী। খুঁটির মাথাগুলো ছিল রূপো দিয়ে মোড়া। প্রাঙ্গণের সব খুঁটিতেই ছিল রূপোর পর্দাবন্ধনী।

[18]প্রাঙ্গণের প্রবেশ দরজার পর্দা তৈরী করা হল মিহি শনের কাপড় দিয়ে। এবং নীল, বেগুনী ও লাল সুতো দিয়ে। পর্দার ওপর সুতোর কারুকার্য্যও করা হল। পর্দাটি ছিল 20 হাত লম্বা এবং 5 হাত উঁচু। এগুলো প্রাঙ্গণের চারিদিকের পর্দার সমান উঁচু। [19]পর্দা ঠেকা দেওয়া হল চারটি খুঁটি ও চারটি পিতলের পায়া দিয়ে। খুঁটির আংটা তৈরি করা হল রূপো দিয়ে। খুঁটির ওপরের দিক আর পর্দার বন্ধনী রূপোর। [20]পবিত্র তাঁবুর সমস্ত কীলকগুলো এবং প্রাঙ্গণের চারিদিকের পর্দাগুলো ছিল পিতলের তৈরী।

[21]মোশি লেবীয়দের আদেশ দিল পবিত্র তাঁবু বা সাক্ষ্যের তাঁবু তৈরির কাজে যা কিছু ব্যবহার করা হয়েছে তা একটি তালিকায় লিখে রাখতে। এই তালিকার দায়িত্ব দেওয়া হল যাজক হারোণের পুত্র ঈথামরকে।

[22]যিহূদা বংশীয় হূরের পৌত্র ও ঊরির পুত্র বৎসলেল মোশিকে দেওয়া প্রভুর আদেশ অনুসারে সবকিছু তৈরি করল। [23]দান বংশীয় অহীষামকের পুত্র অহলীয়াব তাকে এই কাজে সাহায্য করল। সে একজন দক্ষ কারিগর ও কারুশিল্পী। সে মিহি শনের কাপড়, নীল, বেগুনী ও লাল সুতো বোনায় পারদর্শী ছিল।

[24]এই পবিত্র স্থান নির্মাণের জন্য 2 টনেরও বেশী সোনা দেওয়া হয়েছিল। এটা ছিল সরকারি হিসাব অনুযায়ী ওজন।

[25]যতজন লোককে গোণা হয়েছিল তারা সবাই আমলাতান্ত্রিক পরিমাপ অনুসারে 3.75 টন রূপো দিয়েছিল। [26]কুড়ি বছর বা তার বেশি বয়সের লোকেদের গোণা হয়েছিল। মোট 6,03,550 জন পুরুষ ছিল এবং প্রত্যেককে আমলাতান্ত্রিক পরিমাপ অনুসারে 1.5 আউন্স রূপো কর হিসেবে দিতে হয়েছিল। [27]তারা 3.75 টন রূপো ব্যবহার করে প্রভুর পবিত্র স্থান এবং পর্দার জন্য 100টি ভিত্তি তৈরী করেছিল। তারা পবিত্র স্থানের ভিত্তির জন্য এবং পর্দার পায়ার জন্য 3.75 টন রূপো ব্যবহার করেছিল। মোট 100টি ভিত্তি করা হয়েছিল। তারা প্রতিটি ভিত্তির জন্য 75 পাউণ্ড রূপো ব্যবহার করেছিল। [28]বাকি 50 পাউণ্ড রূপো দিয়ে আংটা পর্দার বন্ধনী তৈরী করেছিল এবং খুঁটির মাথা মুড়ে দিয়েছিল।

[29]প্রভুকে 26.5 টনেরও বেশী পিতল নৈবেদ্য দেওয়া হয়েছিল। [30]ঐ পিতল দিয়ে সমাগম তাঁবুর প্রবেশ দরজার পায়া তৈরী করা হয়েছিল। পিতল দিয়ে, বেদী ও ঝাঁঝরি তৈরী হয়েছিল। বেদীতে প্রয়োজনীয় সমস্ত জিনিসপত্র পিতল দিয়ে তৈরী করা হয়েছিল। [31]প্রাঙ্গণের চারিদিকের পর্দা ও প্রবেশ দরজার পর্দার পায়াও পিতল দিয়ে বানানো হয়েছিল। পবিত্র তাঁবুর খুঁটি এবং প্রাঙ্গণের চারদিকের পর্দার জন্য পিতল ব্যবহার করা হয়েছিল।

যাজকের বিশেষ বস্ত্র

39 যাজকরা যখন প্রভুর পবিত্র স্থানে সেবা করবে তখন তারা যে বিশেষ পোশাক পরবে, সেটা নীল, বেগুনী ও লাল সুতো দিয়ে কারিগররা তৈরি করল। তারা মোশিকে দেওয়া প্রভুর আদেশ অনুযায়ী হারোণের জন্য বিশেষ পোশাক তৈরি করল।

এফোদ

[2]তারা মিহি শনের কাপড়, সোনার জরি, নীল, বেগুনী ও লাল সুতো দিয়ে এফোদ তৈরি করল। [3]তারা সোনা পিটিয়ে সরু পাত তৈরি করে তারপর তা থেকে সোনার জরি বানাল। তারপর তারা সেই সোনার জরি নীল, বেগুনী, লাল সুতো ও শনের কাপড়ের সাথে একসাথে বুনল। এটা খুবই দক্ষ কারিগরের কাজ। [4]তারা এফোদের জন্য কাঁধের কাপড় বানাল যেটা এফোদের দুই কোণে বেঁধে দেওয়া হল। [5]তারা কোমরবন্ধনী বুনে এফোদের সাথে জুড়ে দিল। মোশিকে দেওয়া প্রভুর আদেশ অনুযায়ী এটাও এফোদের মতই মিহি শনের কাপড়, নীল, বেগুনী ও লাল সুতো এবং সোনার জরি দিয়ে বোনা হল। [6]কারিগররা এফোদের জন্য সোনার ওপর গোমেদক বসালো। তারা ঐ পাথরগুলোর ওপর ইস্রায়েলের পুত্রদের নাম খোদাই করল। [7]তারপর তারা এই মণিগুলো এফোদের ওপর বসিয়ে দিল। এই অলংকারগুলি ইস্রায়েলের লোকেদের জন্য একটি স্মারক হয়ে থাকবে। এসবই করা হয়েছিল মোশিকে দেওয়া প্রভুর আদেশ অনুসারে।

বক্ষাবরণ

[8]তারপর তারা বক্ষাবরণ তৈরী করল। ঠিক এফোদের মতোই এটাও ছিল একজন দক্ষ কারিগরের কাজ।

এটা তৈরী করা হল সোনার জরি, মিহি শনের কাপড় এবং নীল, বেগুনী ও লাল কাপড় দিয়ে। [9]বক্ষাবরণটিকে অর্ধেক করে ভাঁজ করে চারকোণা একটি পকেটের আকার দেওয়া হল। এটা ছিল 9 ইঞ্চি লম্বা আর 9 ইঞ্চি চওড়া। [10]তারপর কারিগররা বক্ষাবরণটির ওপর চার সারি মণিমাণিক্য বসালো। প্রথম সারিতে ছিল চুণী, পীতমণি ও মরকত। [11]দ্বিতীয় সারিতে ছিল পদ্মরাগ, নীলকান্ত ও পান্না, [12]তৃতীয় সারিতে ছিল পেরোজ, যিস্ম ও কটাহেলা। [13]চতুর্থ সারিতে ছিল বৈদূর্য্য, গোমেদক ও সূর্যকান্তমণি। এইসব মণি সোনার ওপর বসানো হল। [14]বক্ষাবরণটির ওপর মোট বারোটি মণি ছিল। ইস্রায়েলের প্রত্যেক পুত্রের জন্য ছিল একটি করে মণি। প্রত্যেক অলঙ্কারের ওপর শীলমোহরের মতো ইস্রায়েলের বারোটি পরিবারগোষ্ঠীর একটি করে নাম খোদাই করা ছিল।

[15]কারিগররা বক্ষাবরণের জন্য খাঁটি সোনার শেকলসমূহ বানালো। এই শেকলগুলি দড়ির মত পাকানো ছিল। [16]কারিগররা দুটি সোনার আংটা বানিয়ে বক্ষাবরণের দুই কোণে আটকে দিল। তার কাঁধের জন্য দুটি সোনার স্থালীও তৈরি করল। [17]তারা সোনার চেনদুটিকে বক্ষাবরণের কোণের আংটার সাথে বেঁধে দিল। [18]তারা আরো দুটি সোনার আংটা বানিয়ে বক্ষাবরণের অপর দুটি কোণে আটকে দিল। এটা ছিল বক্ষাবরণের ভিতরের দিকে এফোদের ঠিক পরেই। তারা সোনার শেকলের অপর প্রান্তগুলি সামনের দিক দিয়ে এফোদের কাঁধের পট্টির সোনার অলঙ্কারের সঙ্গে যুক্ত করেছিল। [19]তারপর তারা আরো দুটি সোনার আংটা তৈরী করল এবং সেগুলি এফোদের পাশে, বক্ষাবরণের ভেতরদিকের ধারে আটকে দিল। [20]তারা আরো দুটি সোনার আংটা বসাল কাঁধের পট্টির নীচে এফোদের সামনে। এই আংটাগুলি ছিল বন্ধনীর কাছে, কোমরবন্ধনীর ওপর। [21]তারপর তারা একটি নীল ফিতের সাহায্যে বক্ষাবরণীর আংটার সাথে এফোদের আংটা বেঁধে দিল। এইভাবে প্রভুর আদেশ অনুযায়ী বক্ষাবরণটি এফোদের সাথে শক্তভাবে বাঁধা থাকল।

যাজকদের অপর পোশাক

[22]তারপর তারা এফোদের জন্য সম্পূর্ণরূপে নীল কাপড় দিয়ে একটি পোশাক বুনল। [23]তারা আলখাল্লার মাঝখানে একটি ফুটো করল এবং এই ফুটোর চারধার দিয়ে একটুকরো কাপড় সেলাই করে দিল, ফুটোটি যাতে না ছেঁড়ে তার জন্য।

[24]তারপর তারা মিহি শনের কাপড় এবং নীল, বেগুনী ও লাল সুতো দিয়ে বেদানা তৈরী করল। এই বেদানাগুলি তারা আলখাল্লার নীচের ধারে ঝুলিয়ে দিল। [25]তারা খাঁটি সোনার ঘণ্টা তৈরী করল এবং সেগুলি আলখাল্লার নীচের ধারে বেদানার মাঝে মাঝে লাগিয়ে দিল। [26]আলখাল্লার নীচের ধারে প্রত্যেকটি বেদানার মাঝখানে একটি করে ঘণ্টা লাগানো হল। মোশিকে দেওয়া প্রভুর আদেশমতই পোশাক তৈরি করা হল। প্রভুর সেবা করার সময় যাজকের পরার জন্য।

[27]দক্ষ কারিগররা হারোণ ও তার পুত্রদের জন্য মিহি শনের কাপড়ের জামা তৈরী করল। [28]তারা মিহি শনের কাপড় দিয়ে একটি পাগড়ি, মাথায় বাঁধার ফিতে ও ভেতরে পরার পোশাক তৈরী করল। [29]মোশিকে দেওয়া প্রভুর আদেশমতো তারা মিহি শনের কাপড় এবং নীল, বেগুনী ও লাল সুতো দিয়ে কাপড়ের ওপর সূঁচের কাজ করে বন্ধনী তৈরি করল।

[30]তারপর তারা খাঁটি সোনা থেকে সোনার পাত তৈরী করল পবিত্র মুকুটের জন্য। তারা সোনার ওপর এই কথাগুলি খোদাই করল: 'পবিত্র প্রভুর কাছে।' [31]তারপর তারা এই সোনার পাতটিকে একটি নীল ফিতের সঙ্গে বেঁধে দিল। তারা মোশিকে দেওয়া প্রভুর আদেশ অনুসারে নীল ফিতেটিকে পাগড়ির সঙ্গে জড়িয়ে বেঁধে দিল।

মোশির দ্বারা পবিত্র তাঁবু পর্যবেক্ষণ

[32]অবশেষে পবিত্র তাঁবু বা সমাগম তাঁবুর কাজ শেষ হল। মোশিকে প্রভু যা যা আদেশ দিয়েছিলেন ইস্রায়েলবাসী ঠিক সেইভাবেই সবকিছু করল। [33]তারপর তারা পবিত্র তাঁবু ও তার ভেতরের সব জিনিষ মোশিকে ডেকে দেখাল। তারা মোশিকে আংটা, কাঠামো, আগল, খুঁটি এবং পায়া দেখাল। [34]তারা তাকে তাঁবুর লাল রঙ করা মেষের চামড়ার তৈরি আবরণ দেখাল। তারা তাকে মসৃণ চামড়ার তৈরী আবরণও দেখাল। তাকে সর্বোচ্চ পবিত্রতম স্থানের প্রবেশ দরজার পর্দাও দেখানো হল।

[35]মোশিকে সাক্ষ্যসিন্দুকটিও দেখানো হল। সিন্দুকটি বহন করার জন্য খুঁটি ও সিন্দুকটির আবরণও তারা দেখাল। [36]তারা তাকে টেবিল ও তার উপরে রাখা জিনিস এবং বিশেষ রুটিও দেখাল। [37]তারা তাকে খাঁটি সোনার তৈরী দীপদান ও তার দীপগুলিও দেখাল। তারা দীপের জন্য ব্যবহৃত তেল ও দীপের আনুষঙ্গিক অংশগুলিও দেখাল। [38]মোশিকে সোনার বেদী অভিষেকের তেল, সুগন্ধী ধূপ-ধুনা এবং তাঁবুর প্রবেশ দরজার পর্দাও দেখানো হল। [39]তারা পিতলের বেদী ও পিতলের খুরা দেখাল। তারা বেদী বহন করার খুঁটি ও বেদীতে ব্যবহার্য সব জিনিস দেখাল। পাত্র এবং পাত্রের পায়াও দেখাল।

[40]তারা মোশিকে প্রাঙ্গণের চারিদিকের পর্দা, তার খুঁটি এবং পায়াও দেখাল। প্রাঙ্গণের প্রবেশ দরজার পর্দা, দড়ি, তাঁবুর খুঁটি এবং পবিত্র তাঁবু বা সমাগম তাঁবুর সমস্ত কিছুই মোশিকে দেখান হল।

[41]তারা পবিত্র স্থানে সেবার জন্য যাজকদের পোশাক, হারোণ এবং তার পুত্রদের জন্য তৈরি বিশেষ পোশাক মোশিকে দেখাল। এই পোশাক হারোণের পুত্ররা যাজকের কাজ করার সময় পরবে।

[42]ইস্রায়েলবাসীরা মোশিকে দেওয়া প্রভুর আদেশ মতোই সমস্ত কাজ করেছিল। [43]মোশি সবকিছু ভাল করে পর্যবেক্ষণ করে দেখল যে সবকিছুই হুবহু প্রভুর

আদেশ মতোই হয়েছে। তাই মোশি তাদের আর্শীবাদ করল।

মোশি পবিত্র তাঁবু স্থাপন করল

40 তখন প্রভু মোশিকে বললেন, [2]“প্রথম মাসের প্রথম দিনে পবিত্র তাঁবু অর্থাৎ সমাগম তাঁবু স্থাপন কর। [3]সাক্ষ্যসিন্দুকটি পবিত্র তাঁবুতে রাখো এবং আবরণ দিয়ে ঢেকে দাও। [4]টেবিলটি নিয়ে এসো এবং ওপরে যে সব জিনিস থাকার কথা সেগুলি রাখো। তারপর দীপদানটি তাঁবুতে নিয়ে এসে দীপগুলি ঠিক জায়গামতো রাখো। [5]এরপর তাঁবুতে নৈবেদ্য দেওয়ার জন্য সোনার বেদীটি নিয়ে এসো। সাক্ষ্যসিন্দুকটির সামনে বেদীটি রাখো। পবিত্র তাঁবুর প্রবেশ দরজায় পর্দা টাঙিয়ে দাও।

[6]“হোমবলি দেওয়ার জন্য বেদীটি পবিত্র তাঁবুর প্রবেশ দরজার সামনে রাখো। [7]হাতমুখ ধোওয়ার জন্য পাত্রটিতে জল রেখে সেটি সমাগম তাঁবু ও বেদীর মাঝখানে রাখো। [8]প্রাঙ্গণের চারিদিকে পর্দার দেওয়াল টাঙিয়ে দাও। তারপর প্রাঙ্গণের প্রবেশ দরজায় পর্দা লাগিয়ে দাও।

[9]“অভিষেক তেল ব্যবহার করে পবিত্র তাঁবু ও তার ভেতরের সবকিছুর অভিষেক করো। তুমি যখন ঐসব জিনিসের ওপর তেল ছেটাবে তখন সবকিছু পবিত্র হয়ে যাবে। [10]হোমবলির জন্য বেদীটি অভিষেক করো এবং অভিষেকের তেল দিয়ে বেদীর সমস্ত জিনিষ অভিষিক্ত করো। এতে বেদীটি খুব পবিত্র হয়ে উঠবে। [11]পাত্র ও পাত্র দানকে পবিত্র করবার জন্য তাদের অভিষেক করো।

[12]“হারোণ ও তার পুত্রদের সমাগম তাঁবুর প্রবেশ দরজায় নিয়ে এসো। তাদের জল দিয়ে স্নান করাও। [13]তারপর হারোণকে বিশেষ পোশাক পরাও। তাকে তেল দিয়ে অভিষেক করে পবিত্র করো। তাহলে সে যাজকরূপে আমার সেবা করতে পারবে। [14]তার পুত্রদের পোশাক পরাও। [15]তার পুত্রদের ঠিক সেভাবে অভিষেক করাও যেভাবে তাদের পিতাকে করেছ। তাহলে তারাও যাজক হিসেবে আমার সেবা করতে পারবে। যখন তুমি তাদের অভিষেক করবে তখন তারা যাজক হয়ে যাবে। এবং এই পরিবার আগামী দিনেও চিরকালের মত যাজকের কাজ করবে।” [16]মোশি প্রভুর আদেশ মেনে তাঁর নির্দেশ মতো সবকিছু করল।

[17]তাই ঠিক সময়ে পবিত্র তাঁবু স্থাপন করা হল। তারা মিশর ছেড়ে যাবার দ্বিতীয় বছরের প্রথম মাসের প্রথম দিন তাঁবু স্থাপন করা হয়েছিল। [18]মোশি তাঁবুর ভিত্তিগুলো জায়গামত স্থাপন করল। তারপর সে ভিত্তিগুলোর ওপর কাঠামোটি বসাল এবং আগল দিয়ে খুঁটিগুলো বসাল। [19]তারপর মোশি পবিত্র তাঁবুর ওপর বাইরের তাঁবু বসাল। এবং তার ওপর আচ্ছাদন দিল। সে সবকিছুই প্রভুর আদেশ মতো করল।

[20]মোশি চুক্তিপত্র নিয়ে পবিত্র সিন্দুকে রাখল। খুঁটিগুলো সিন্দুকের ওপর রেখে সেটিকে আবরণ দিয়ে ঢেকে দিল। [21]তারপর মোশি পবিত্র সিন্দুকটি পবিত্র তাঁবুতে রাখল। সে ঠিক জায়গায় পর্দা টাঙ্গালো সিন্দুকটির সুরক্ষার জন্য এবং এভাবেই সে প্রভুর আদেশ মতো সাক্ষ্যসিন্দুকটির সুরক্ষার ব্যবস্থা করল। [22]তারপর সে পবিত্র তাঁবুর উত্তরদিকে পবিত্র স্থানের পর্দার সামনে টেবিলটি রাখলো। [23]প্রভুর আদেশ অনুসারে মোশি প্রভুর সামনে টেবিলের ওপর রুটি রাখল। [24]তারপর সে তাঁবুটির দক্ষিণ দিকে টেবিলের বিপরীত দিকে দীপদানটি রাখল। [25]প্রভু যেমনটি আদেশ করেছিলেন সেইমতো মোশি দীপগুলি স্থাপন করল এবং তাদের প্রভুর সামনে রাখল।

[26]এরপর মোশি সমাগম তাঁবুর পর্দার সামনে সোনার বেদীটি রাখল। [27]প্রভুর আদেশমতো মোশি তার ভেতরে সুগন্ধি ধূপ-ধুনো পোড়াল। [28]তারপর মোশি পবিত্র তাঁবুর প্রবেশ দরজায় পর্দা টাঙালো।

[29]মোশি হোমবলির বেদীটি সমাগম তাঁবুর প্রবেশ দরজার সামনে রাখল। তারপর মোশি সেই বেদীতে একটি হোমবলি দিল। সে প্রভুকে শস্য নৈবেদ্যও দিল। সে সবকিছুই প্রভুর আদেশ মতো করল।

[30]মোশি এরপর সমাগম তাঁবু ও বেদীর মাঝখানে হাত মুখ ধোওয়ার জন্য জল ভর্তি পাত্রটি রাখল। [31]হাত ও পা ধোওয়ার জন্য মোশি, হারোণ ও তার পুত্ররা এই পাত্রের জল ব্যবহার করল। [32]তারা প্রত্যেকবার তাঁবুতে ঢোকার সময় এবং বেদীর কাছে যাওয়ার সময় তাদের হাত পা ধুয়ে নিল। এসব কিছুই করা হল প্রভুর আদেশ অনুসারে।

[33]তারপর মোশি পবিত্র তাঁবুর প্রাঙ্গণের চারিদিকে পর্দা দিয়ে দিল। সে বেদীটি প্রাঙ্গণে রেখে প্রাঙ্গণের প্রবেশ দরজায় পর্দা লাগাল। এইভাবেই মোশি তার সব কাজ শেষ করল।

প্রভুর মহিমা

[34]এরপরই মেঘ এসে পবিত্র সমাগম তাঁবু ঢেকে ফেলল। এবং প্রভুর মহিমায় পবিত্র তাঁবু পরিপূর্ণ হল। [35]মোশি সমাগম তাঁবুতে ঢুকতে পারল না। কারণ তা মেঘে ঢেকে ছিল এবং প্রভুর মহিমায় ছিল পরিপূর্ণ।

[36]এই মেঘই ইস্রায়েলের লোকেদের দেখিয়ে দিয়েছিল যে কখন যাত্রা শুরু করতে হবে। যখন পবিত্র তাঁবুর ওপর থেকে মেঘ সরে যাবে তখনই ইস্রায়েলের লোকেরা যাত্রা শুরু করতে পারবে। [37]কিন্তু যখন মেঘ পবিত্র তাঁবুর ওপর ছিল তখন লোকেরা তাদের যাত্রা শুরু করার চেষ্টা করেনি। যতক্ষণ না মেঘ ওপরে উঠেছিল ততক্ষণ তারা সেখানেই ছিল। [38]তাই প্রভুর মেঘ দিনের বেলায় ছিল সমাগম তাঁবুর ওপরে এবং রাতে আগুন ছিল মেঘের ভেতরে। তাই ইস্রায়েলের সমগ্র পরিবার তাদের পুরো যাত্রাপথে মেঘটি দেখতে পাচ্ছিল।

License Agreement for Bible Texts

World Bible Translation Center
Last Updated: September 21, 2006

These Scriptures:

- Are copyrighted by World Bible Translation Center.
- Are not public domain.
- May not be altered or modified in any form.
- May not be sold or offered for sale in any form.
- May not be used for commercial purposes (including, but not limited to, use in advertising or Web banners used for the purpose of selling online add space).
- May be distributed without modification in electronic form for non-commercial use. However, they may not be hosted on any kind of server (including a Web or ftp server) without written permission. A copy of this license (without modification) must also be included.
- May be quoted for any purpose, up to 1,000 verses, without written permission. However, the extent of quotation must not comprise a complete book nor should it amount to more than 50% of the work in which it is quoted. A copyright notice must appear on the title or copyright page using this pattern: "Taken from the HOLY BIBLE: EASY-TO-READ VERSION™ © 2006 by World Bible Translation Center, Inc. and used by permission." If the text quoted is from one of WBTC's non-English versions, the printed title of the actual text quoted will be substituted for "HOLY BIBLE: EASY-TO-READ VERSION™." The copyright notice must appear in English or be translated into another language. When quotations from WBTC's text are used in non-saleable media, such as church bulletins, orders of service, posters, transparencies or similar media, a complete copyright notice is not required, but the initials of the version (such as "ERV" for the Easy-to-Read Version™ in English) must appear at the end of each quotation.

Any use of these Scriptures other than those listed above is prohibited. For additional rights and permission for usage, such as the use of WBTC's text on a Web site, or for clarification of any of the above, please contact World Bible Translation Center in writing or by email at distribution@wbtc.com.

World Bible Translation Center
P.O. Box 820648
Fort Worth, Texas 76182, USA
Telephone: 1-817-595-1664
Toll-Free in US: 1-888-54-BIBLE
E-mail: info@wbtc.com

WBTC's web site – World Bible Translation Center's web site: http://www.wbtc.org

Order online – To order a copy of our texts online, go to: http://www.wbtc.org

Current license agreement – *This license is subject to change without notice. The current license can be found at:* http://www.wbtc.org/downloads/biblelicense.htm

Trouble viewing this file – If the text in this document does not display correctly, use Adobe Acrobat Reader 5.0 or higher. Download Adobe Acrobat Reader from: http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html

Viewing Chinese or Korean PDFs – To view the Chinese or Korean PDFs, it may be necessary to download the Chinese Simplified or Korean font pack from Adobe. Download the font packs from: http://www.adobe.com/products/acrobat/acrrasianfontpack.html